গণিত খেলা

দ্বিতীয় শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দ্দেশালয় এবং
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

ওড়িশা বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম
প্রাধিকরণ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

গণিত খেলা

দ্বিতীয় শ্রেণী

সম্পাদক মন্ডলী :

শ্রী তাপস কুমার নায়ক
শ্রী চতুর্ভুজ প্রধান
শ্রী অঞ্জন কুমার সাহু

সমীক্ষক মন্ডলী :

শ্রী সচ্চিদানন্দ মিশ্র
শ্রী চতুর্ভুজ প্রধান
শ্রীমতী নমিতা মহাপাত্র

সংযোজনা :

শ্রী পরমানন্দ দাস
শ্রীমতী পুষ্পারাণী প্রহরাজ
ড. তিলোত্তমা সেনাপতি
ড. সবিতা সাহু

অনুবাদক মন্ডলী :

প্রফেসার দীপস্য কুণ্ডু (সমীক্ষক)
শ্রীমতি সুচিত্রা দাস (অনুবাদক)
শ্রীমতি মধুমিতা ব্যানার্জ্জী

সংযোজনা :

ড. সবিতা সাহু

প্রকাশক :

বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ,
ওড়িশা সরকার, ওড়িশা

মুদ্রণ বর্ষ : ২০২০

প্রস্তুতি : শিক্ষক শিক্ষা নির্দ্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

এবং

ওড়িশা রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ন এবং প্রকাশন সংস্থ্যা ভুবনেশ্বর

মুদ্রণ : পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

জগজ্জননীর চরণে অদ্যাদধি আমি যে সব উপঢৌকন দিয়েছি সেগুলির মধ্যে মৌলিক শিক্ষা আমার সবচেয়ে অধিক ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে । এর চেয়ে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান নৈবেদ্য আমি যে জগতের সম্মুখে রাখতে পারবো, তা আমার মনে হয়না। এতে রয়েছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্যক্রমকে প্রয়োগাত্মক করবার চাবিকাঠি । যে নূতন দুনিয়ার জন্য আমি ছট্‌ফট করছি তা এর থেকেই উদ্ভব হতে পারবে । এটা আমার অন্তিম অভিলাষ বললেও চলে ।

মহাত্মা গান্ধী

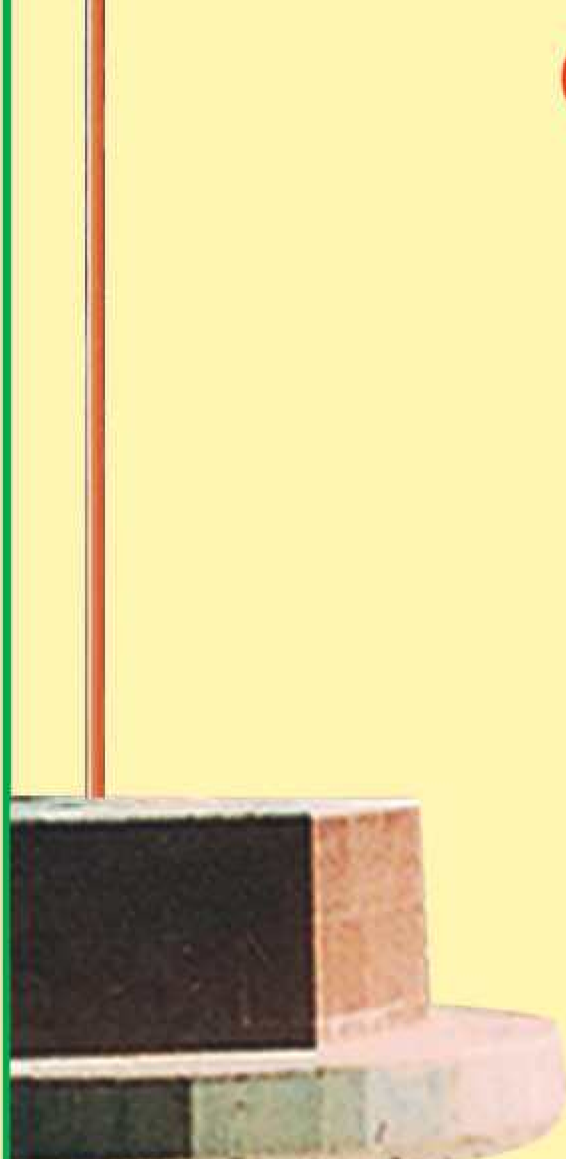

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ,

তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।

জন-গন-মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ।

সূচীপত্র

ক্র. নং	পাঠ্য বিষয়ের নাম	পৃষ্ঠা
১.	চিত্র চিনতে শেখা	১
২.	সোজা লাইন টানবো	৯
৩.	গড়ানো-ঘষড়ানো	১৭
৪.	দলে দলে গুনবো	২৪
৫.	ছোট বড় সংখ্যা চিনব	৩৬
৬.	কার স্থান কোথায় জানব	৪৩
৭.	যোগ করবো	৪৯
৮.	বিয়োগ করবো	৬৪

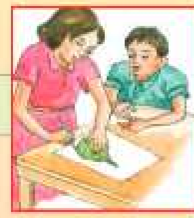
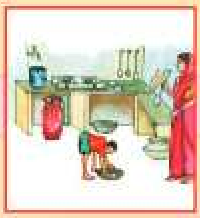

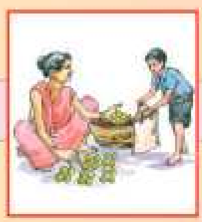
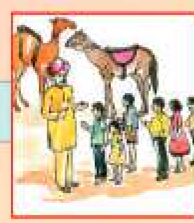
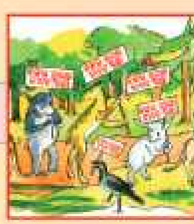

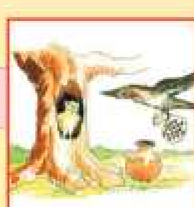

ক্র. নং	পাঠ্য বিষয়ের নাম	পৃষ্ঠা
৯.	শুন্য যোগ করা ও বিয়োগ করা	৭৪
১০.	মেশানোর বদলে গুনন প্রক্রিয়া	৮৪
১১.	সমান ভাবে ভাগ করা	৯৫
১২.	টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া করবো	১০২
১৩.	লম্বা কত জানা	১০৯
১৪.	কে ভারী কে হালকা জানা	১১৩
১৫.	পাত্র নিয়ে জল মাপা 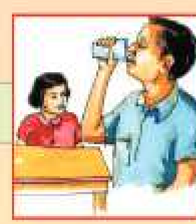	১২০
১৬.	বারমাসের নাম জানা	১২৪
১৭.	সাজসজ্জা করা 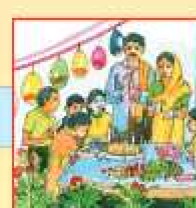	১৩৪

পাঠ - ১

চিত্র চিনতে শেখা

হাতী, হরিণ, মুর্গি ও বাঁদর মিলেমিশে বনে বাস করছিলো । নদীর ওপারে ফলের বাগানে গজানো কচি ঘাস ও সুস্বাদু ফল খাওয়ার জন্যে ওদের খুব ইচ্ছা হল । নদী পার হয়ে চললো বাগানে । বাগানে মিলে মিশে ফল খেলো । সবাই খুশি ।

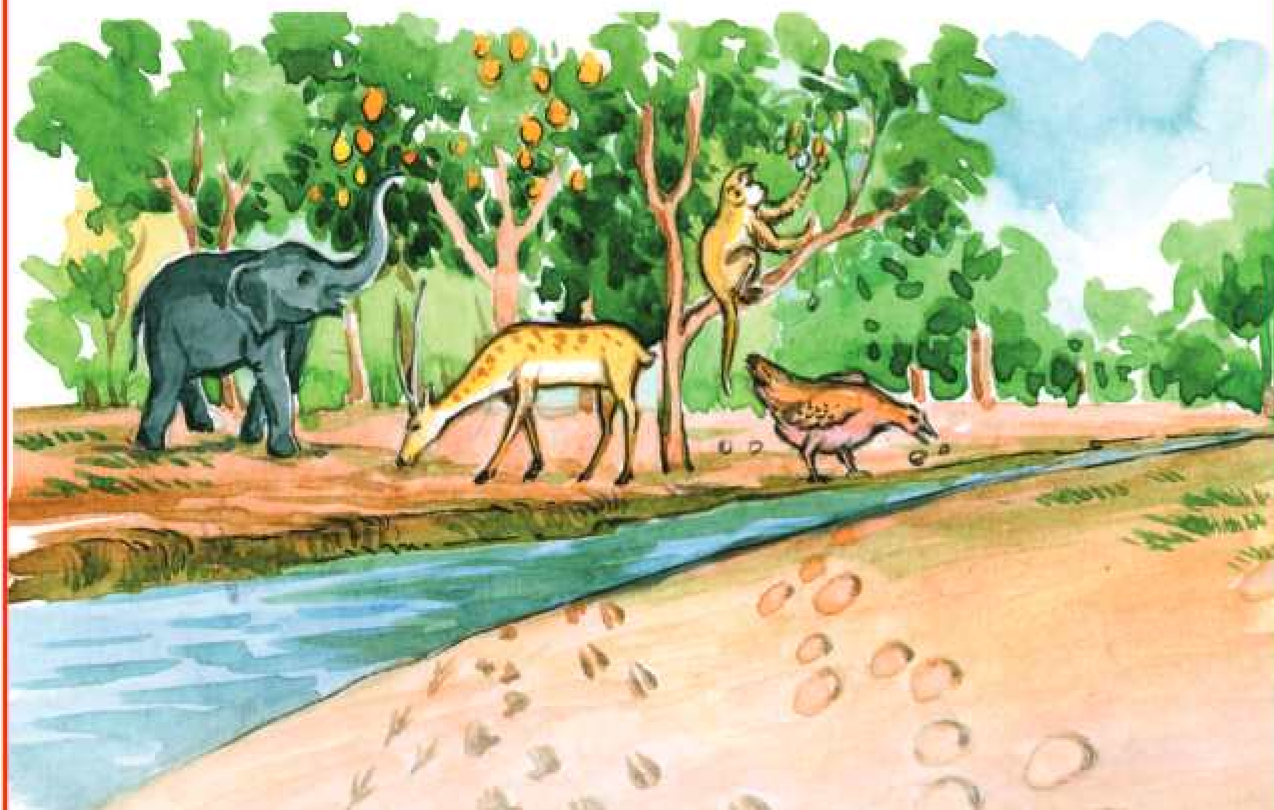

- ★ কোন পশু কোন রাস্তা দিয়ে গেছে উপরের চিত্র দেখে বলতে পারবে কি ?
- ★ কার পায়ের চিহ্ন কোনটা ? তোমার বন্ধুকে বল ।
- ★ মেঝেতে তোমার বন্ধুর পায়ের চিহ্ন তৈরী করো । এটা তোমার পায়ের চিহ্ন থেকে আলাদা কি ?

এসো আঁকবো :

- একটা পাতা নাও।
- পাতাটিকে সাদা কাগজের ওপর রেখে, তার চারপাশে পনসিল দিয়ে দাগ টান । পাতাটিকে উঠিয়ে নাও ।
- এখন তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর এটি কোন গাছের পাতা ?
- এভাবে তুমি নানা রকমের পাতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির চিহ্ন পাবে । তোমার খাতায় বিভিন্ন গাছের পাতা রেখে আকৃতি তৈরী কর ।
- প্রত্যেক আকৃতির তলায় কোন গাছের পাতা লেখো

এস, আর কত গুলো জিনিসের চিত্র তৈরী করবো ।

দেশলাইয়ের বাক্স, স্কেল, লুডুর গুটি, বোতলের ছিপি, শামুক, পতাকা, এক টাকার ও পাঁচ টাকার মুদ্রা সংগ্রহ কর । প্রত্যেক জিনিস কে রেখে তার চারধারে দাগ টেনে চিত্র তৈরী কর ।

তুমি যেসব চিত্র তৈরী করেছো তার আকৃতি দেখ । তলায় দেওয়া আকৃতির মত সেগু লো দেখা যাচ্ছে কি ?

তোমার তৈরী কোন কোন জিনিসের আকৃতির সঙ্গে তলায় দেওয়া আকৃতি সমান হচ্ছে, লক্ষ্য কর ।

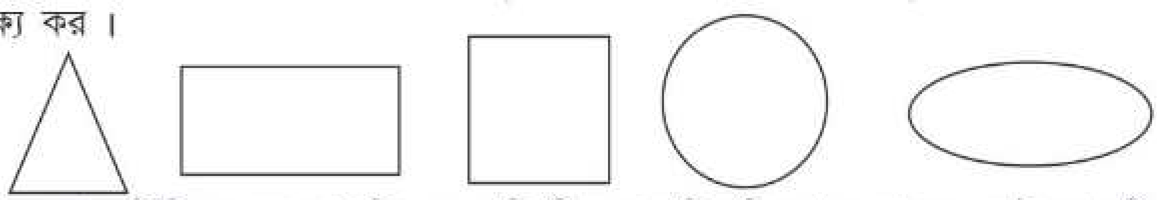

কোন কোন জিনিস রেখে দাগ টানলে তুমি নিম্ন আকৃতিগুলি পেতে পারবে, সেই আকৃতি তলায় লেখ।

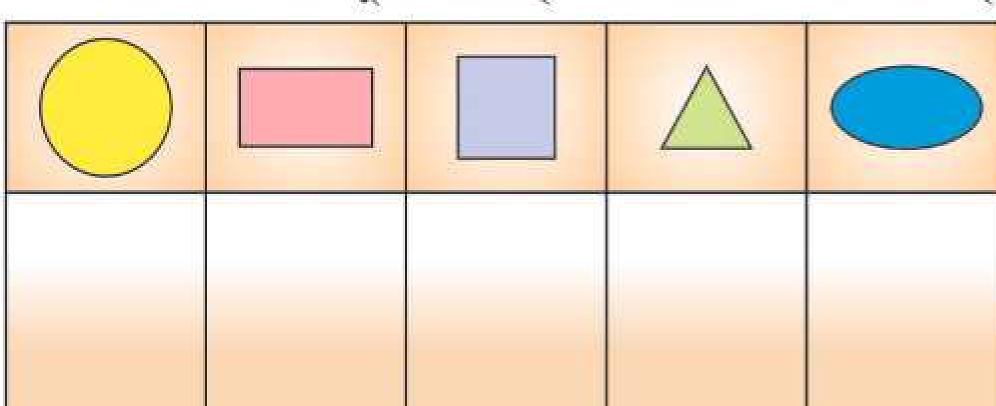

• সমান আকৃতি বিশিষ্ট চিত্রগুলিতে একরকমের রং দাও ।

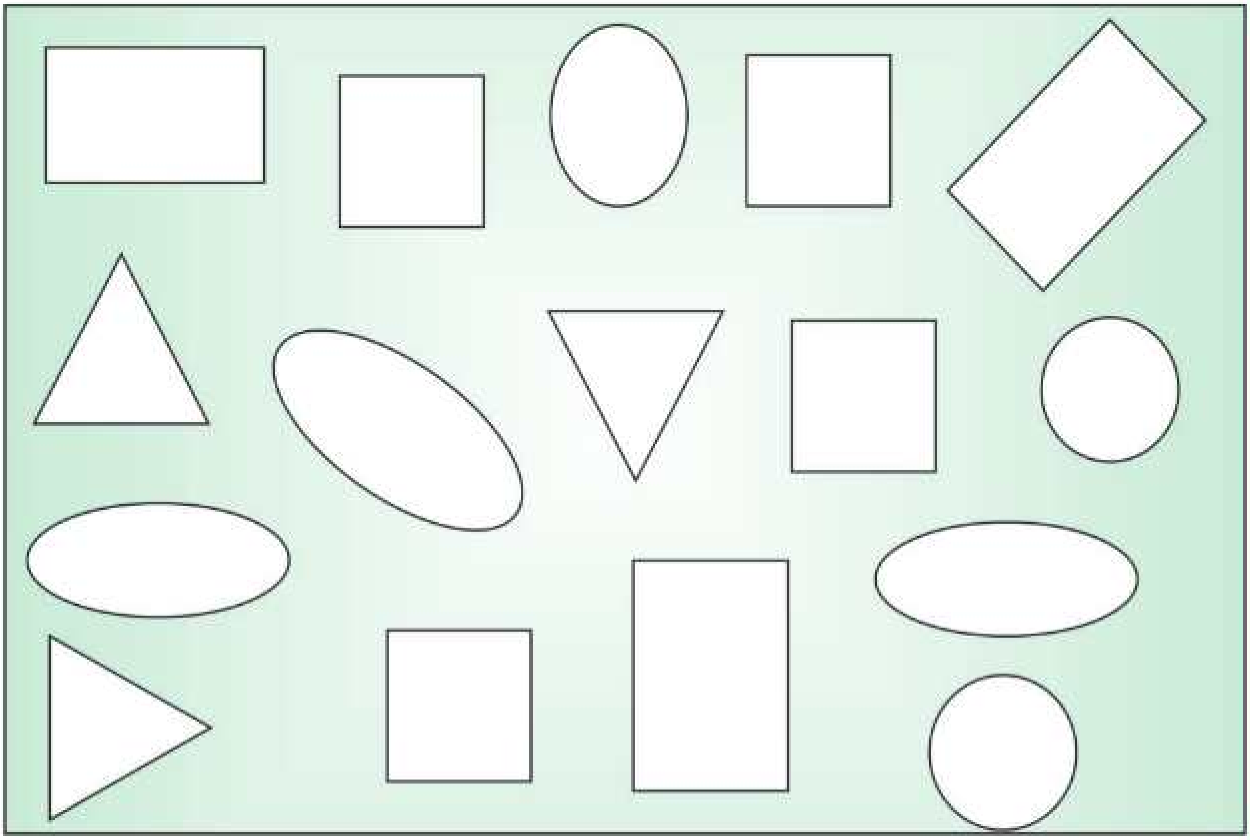

• কোন আকৃতির বাঁকা দাগ আছে, তার ওপর (✓) চিহ্ন দাও।

• যে আকৃতিগুলো সোজা দাগে তৈরী, তার ওপর (x) চিহ্ন দাও।

• ক' টি আকৃতির তিনটি সোজা দাগ আছে ? ☐

• ক' টি আকৃতি ৪টি সোজা দাগে তৈরী ? ☐

শিক্ষকদর জন্য সূচনা : উপরের আকৃতিগুলির সামঞ্জস্য ও পার্থক্য বিষয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন । যথা - বাঁকা লাইনে তৈরী, সোজা লাইনে তৈরী কোনটাতে ক' টা সোজা লাইন আছে ইত্যাদি ।

সীমার কাগজ কাটা

সীমা কাগজ কেটে , , , , আকৃতি সব তৈরী করলো। প্রত্যেক আকৃতি থেকে অনেকগুলো তৈরী করে সেগুলিকে জুড়ে ছবি তৈরী করলো । সেগুলি দেখো :-

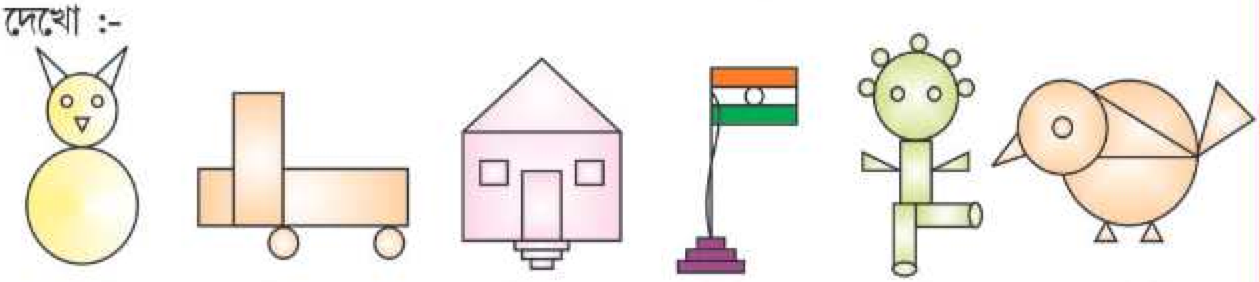

(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) (চ)

- ছবি দেখে কোন আকৃতির কটা করে আছে লেখ ।

চিত্র সংখ্যা-				
ক				
খ				
গ				
ঘ				
ঙ				
চ				

অভ্যাস কার্য্য

১) সমান সমান আকৃতির সঙ্গে দাগ টেনে যুক্ত কর।

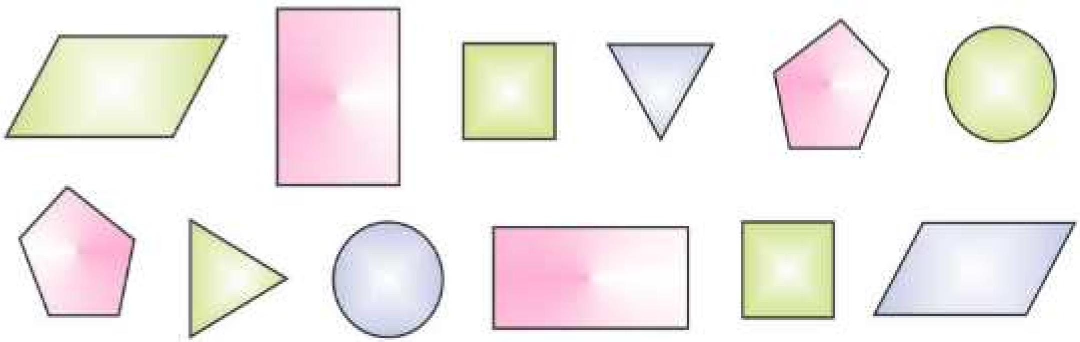

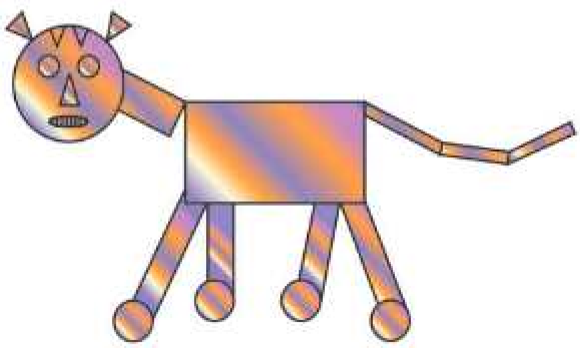

২) উপরের ছবিতে কোন আকৃতির ক'টা আছে গুনে গুনে লেখ ।

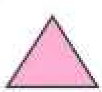 .... টি .... টি

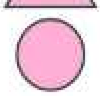 .... টি .... টি

উপরের ছবির মত একটা ছবি তোমার খাতায় তৈরী কর ।

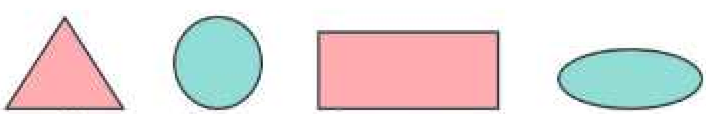

৩) উপরের আকৃতিগুলো নীচের খালি জায়গায় কর ।

৪. কোন কোন জিনিস নিয়ে নীচের আকৃতিগুলি তৈরী করতে পারবে ?

আকৃতি	জিনিসের নাম
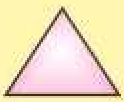	
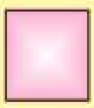	

৫. বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে কোন কোন জিনিসে নীচের আকৃতিগুলি থাকতে দেখেছো ?

আকৃতি	জিনিসের নাম
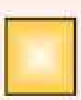	

৬. সমান আকৃতিগুলিকে যুক্ত কর ।

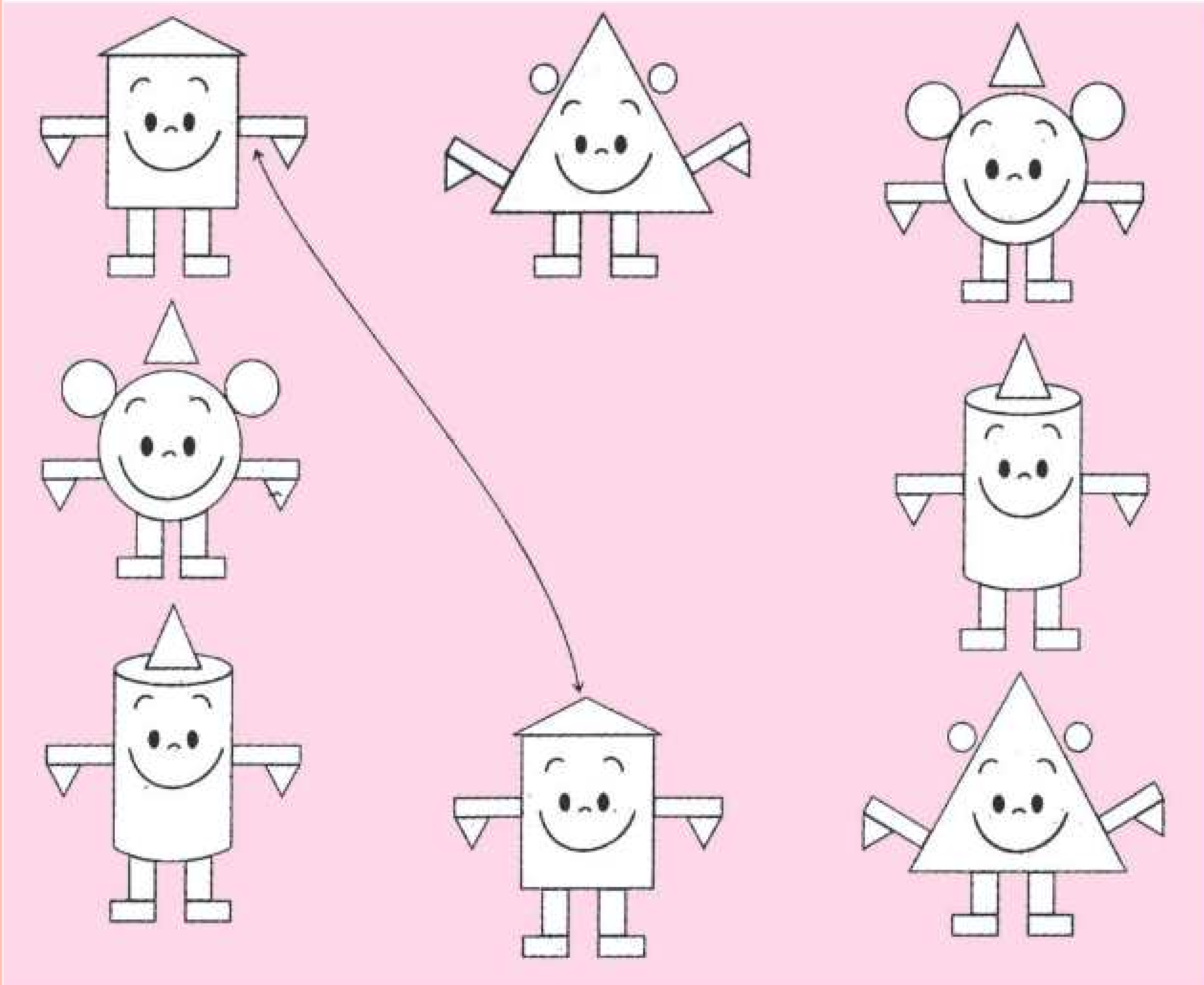

৭. , , ও আকৃতি ব্যবহার করে উপরের ছবির মত কয়েকটি ছবি তৈরী কর ।

৮. △ আকৃতিকে সবুজ রং, ⬭ আকৃতিকে লাল রং ও ▭ আকৃতিকে হলুদ রং দাও ।

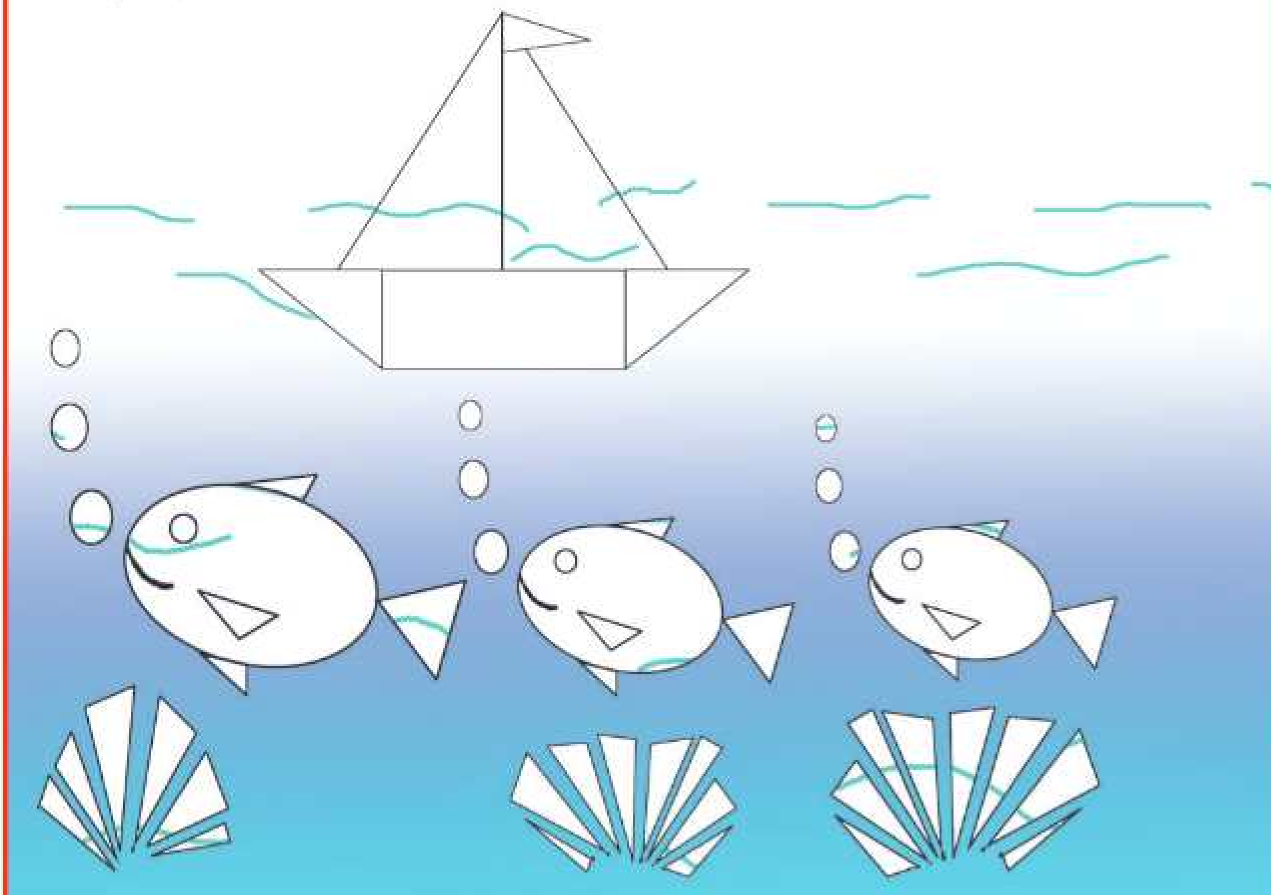

৯.

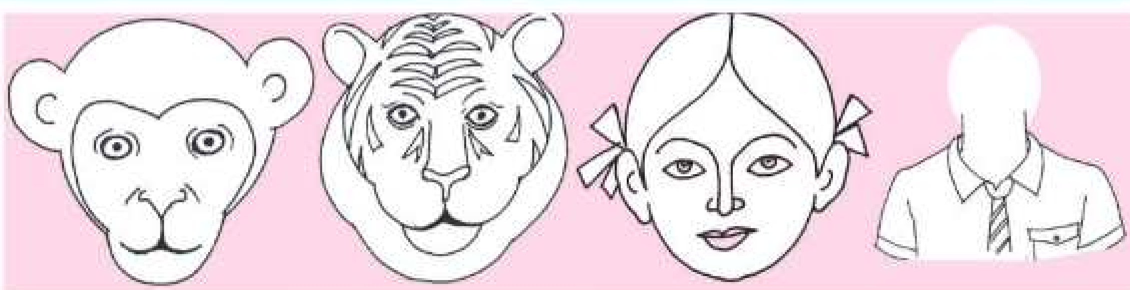

(ক) বাঁদরের মুখে ▬ আকৃতির চশমা লাগাও ।

(খ) বাঘের ছবিতে ⋈ আকৃতির গোঁফ তৈরী কর ।

(গ) মেয়েটির ছবিতে ● আকৃতির টিকলি ও কানে পরার জন্য কানের ফুল তৈরী কর ।

(ঘ) ছেলেটির ছবিতে ■ আকৃতির মুখ তৈরী কর ।

সোজা লাইন টানবো

রামু মায়ের সাথে রান্না ঘরে জিনিস গুলিকে সাজিয়ে রাখছে । সে জিনিস গুলো কিভাব সাজাচ্ছে ছবিতে দেখো ।

উপরের ছবি দেখে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো -

- রান্নাঘরে কি কি জিনিস দেখছো ?

- রামুর মা রান্না ঘরে কি করছেন ? ------------------------
- রামু কি কাজ করছে ? ------------------------------
- কি কি জিনিস দেওয়ালের সঙ্গে তেরছা ভাবে রাখা হয়েছে ? যেমন --------
- কি কি জিনিস ভূমির উপরে সোজা দাঁড়ানোর মত রয়েছে ? যেমন --------
- কি কি জিনিস মাটিতে শোয়ার মতো অবস্থায় আছে ? যেমন 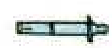 --------

জিনিসগুলো কিভাবে আছে রামু তা দাগ টেনে দেখাল ।

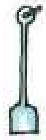 অবস্থিতি জানানোর জন্যে জমির উপর দাঁড়ানোর মতো সোজা দাগ (।) টানবো ।

কে ছবিতে দেখানোর জন্যে তেরছা (/) দাগ টানলো ।

কে ছবিটিকে দেখানোর জন্যে জমির উপর শোয়ার মতো সোজা দাগ (—) টানলো ।

কোন জিনিসের জন্যে কোন চিত্র ব্যবহার করা হবে, দাগ টেনে যুক্ত কর ।

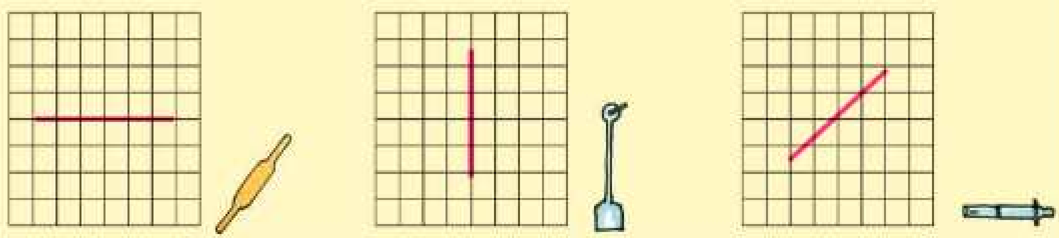

- খালি ঘরে এই প্রকার লাইন টান ।

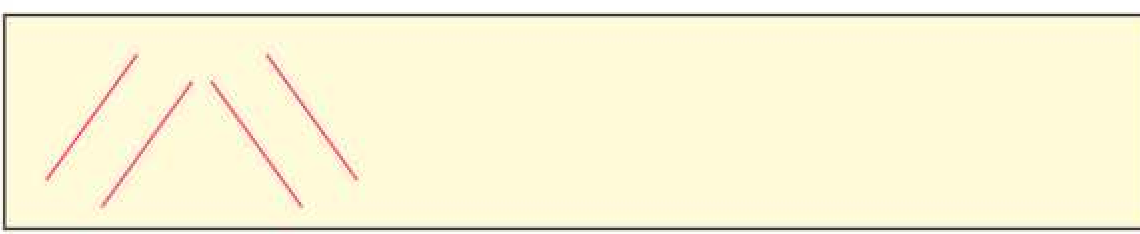

এস, কাগজ ভাঁজ করে মাটির উপর দাঁড়ানোর মত সোজা লাইন তৈরী করব ।

- একটা কাগজের পৃষ্ঠা নাও ।
- চিত্ররে দেখানোর মত একে মাঝখান থেকে ভাঁজ কর ।

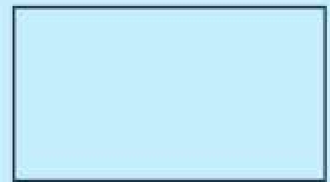

(ছবি- ১)

এবার ভাঁজ করা জায়গারে চাপ দাও ।

- কাগজটি খুলে দাও । কি দেখছা ?

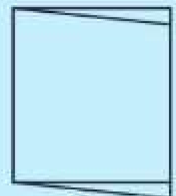

(ছবি-২)

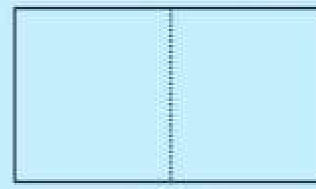

(ছবি-৩)

লক্ষ্যকর, কাগজের উপরে ভাঁজ করা চিহ্নটি একটি সোজা লাইন । এই প্রকার সোজা লাইন ভূমির উপর দাঁড়ানোর মত সোজা লাইন বলা হয় । তোমার আশেপাশে তুমি কোথায় কোথায় এরকম সোজা লাইন লক্ষ্য করেছো বল ।

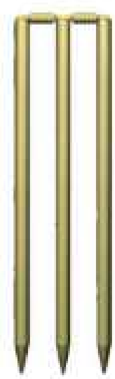

এসো কাগজ ভাঁজ করে ভূমির উপরে শুয়ে থাকার মত সোজা দাগ টানব ।

- সাদা কাগজের একটি পৃষ্ঠা নাও । (চিত্র- ১)
- ছবিতে দেখানোর মত একে মাঝখান থেকে দু ভাগ করে ভাঁজ কর । (চিত্র-২)
- তোমার ভাঁজ করা জায়গায় জোরে চাপ দাও । এরপর কাগজটি খুলে দাও ।
- তুমি দেখতে পাবে, কাগজের মাঝখানে ভাঁজ করা জায়গায় একটি সোজা দাগ পড়েছে । (চিত্র-৩)

(চিত্র- ১)

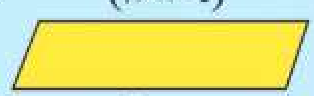

(চিত্র-২)

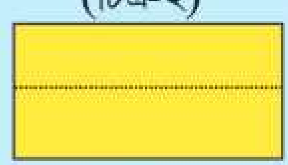

(চিত্র-৩)

এই রকম ভাবে আমরা কাগজ ভাঁজ করে জমির উপরে শুয়ে থাকার মত সোজা দাগ তৈরী করতে পারব । তুমি এক পৃষ্ঠা কাগজে এরকম ক টা দাগ তৈরী করতে পারবে ?

নিম্নে প্রদত্ত চিত্র জমিতে শোওয়ানোর মত সোজা লাইনগুলি চিহ্নিত কর ।

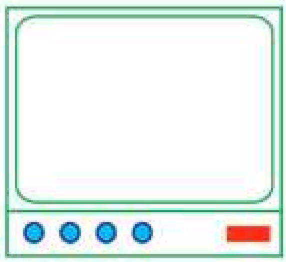

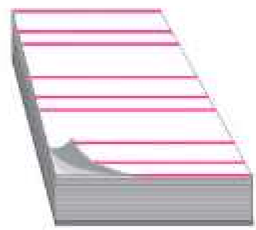

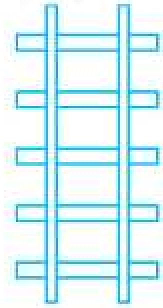

আর কোন কোন জায়গায় এ রকম সোজা লাইন দেখতে পাচ্ছ, বল ।

কাগজ ভাঁজ করে আমরাও তেরছা সোজাদাগ তৈরী করতে পারব ।

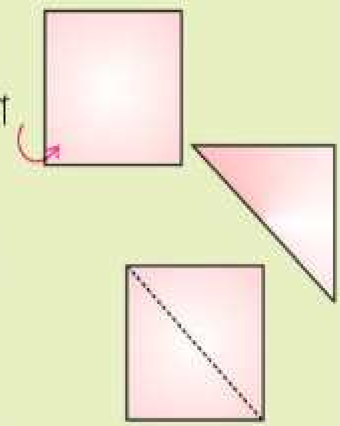

- তুমি চিত্রে যে প্রকার দেখানো হয়েছে সেই প্রকার একটা কাগজ পৃষ্ঠা নাও ।
- এর একটা কোন ধর কাগজের মাঝ থেকে ভাঁজ কর ও সেখানে চাপ দাও ।
- এখন কাগজটি খুলে দাও।

তুমি দেখবে যে, কাগজে একটা তেরছা সোজা দাগ তৈরী হয়েছে ।

- তুমি কোন কোন জায়গায় তেরছা সোজা দাগ তৈরি হওয়ার, লক্ষ্য করছ ?

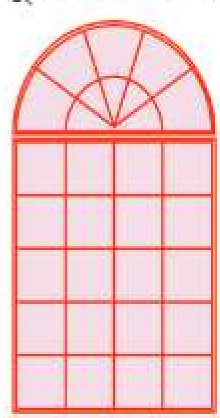

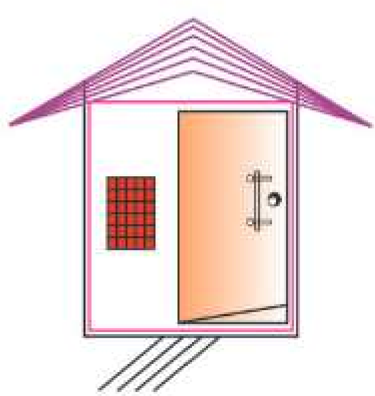

আমরা কি জানলাম ?

আমরা তিন প্রকারের সোজা লাইন টানতে পারব

- ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকার মত সোজা লাইন ।
- ভূমির উপর শুয়ে থাকার মত সোজা লাইন ।
- ভূমির উপরে তেরছা ভাবে থাকা সোজা লাইন ।

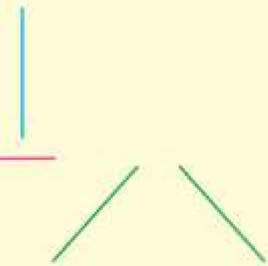

এসো নীচের বিন্দু গ্রীডে এই তিন প্রকারের সোজা লাইন তৈরী করবো ।

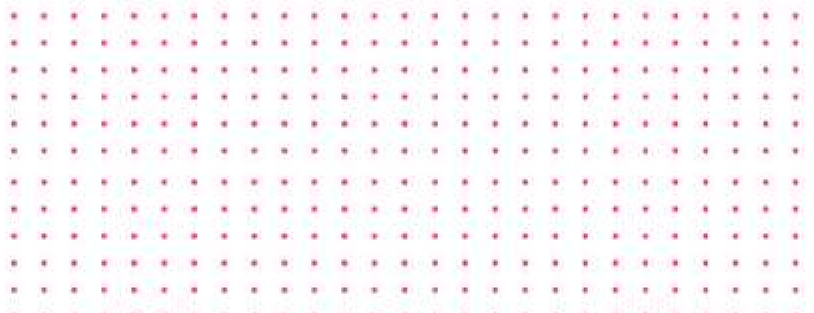

হরি ও চিনু বিন্দু গ্রীডে বিন্দুদের জুড়ে লাইন তৈরী করছিল । তাকে তুমি দেখো -

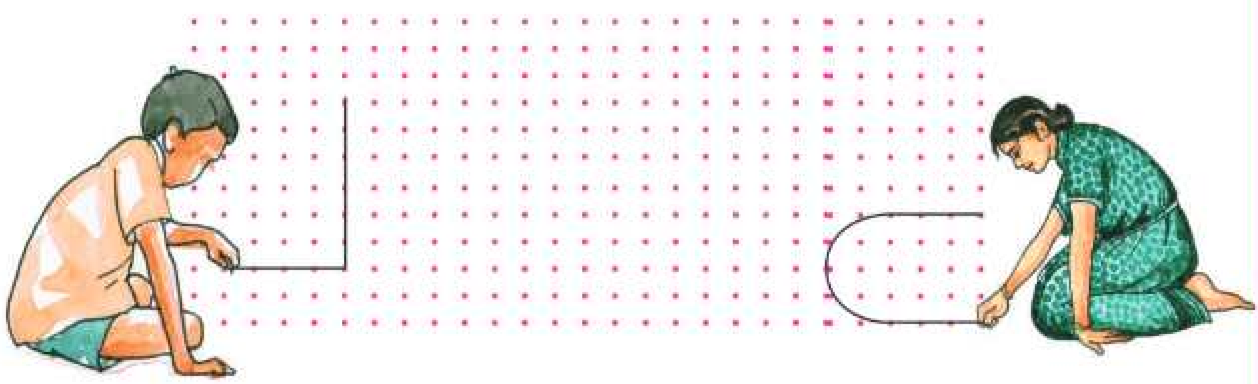

- দু জনের টানা লাইনের মধ্যে কি পার্থক্য দেখছ ? ....
- বিন্দুগ্রীড়কে জুড়ে চিনুর তৈরী চিত্রটিকে সোজা লাইন বলব কি ? কেন ? ....
- তোমার চারপাশে দেখা জিনিসের মধ্যে কোন কোন জিনিস সোজা লাইন আছে বল ও লেখ ।

....

● একটি দেশলাই বাক্স নাও । এটি তোমার খাতার উপরে রাখ । একে উপর থেকে চেপেধর । চিত্রটিতে দেখানোর মত এর একটি ধারে পেনসিল দিয়ে লাইন টান ।

তুমি এই প্রকার বিভিন্ন ধরনের সোজা জিনিসের সাহায্যে সোজা লাইন তৈরী করতে পার । সোজা জিনিসের সাহায্যে কয়েকটি সোজা লাইন টান ।

স্কেল ব্যবহার করে সোজা লাইন তৈরী ।

● তোমার খাতার একটি পৃষ্ঠা উপরে স্কেলটি চেপে রাখ ।

● স্কেলের একটি ধারে পেন্সিলের সাহায্যে একটি লাইন টান ।

তোমার টানা লাইনটি সোজা না বাঁকা বল ।

● নিম্নে প্রদত্ত বিন্দু জুড়ে বিভিন্ন প্রকারের সোজা লাইন তৈরী কর ।

তুমি বিন্দু জুড়ে যে প্রকার সোজা লাইন গুলো পেলে, তলায় খালি হাতে সেই প্রকার সোজা লাইন তৈরী কর ।

ওড়িশী নাচে সোজা লাইন ।

মেয়েটি কেমন নাচছে দেখ ।

লক্ষ্য কর যে, নৃত্যরতা মেয়েটির হাত দুটি কি প্রকার লাইন তৈরী করছে ।

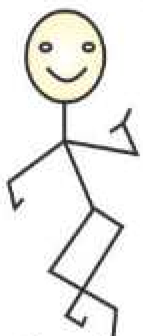

তুমি এই প্রকার একটি চিত্র তৈরী কর ।

অভ্যাস কার্য্য

১. নিম্নে প্রদত্ত কোন কোন জিনিস ব্যবহার করে তুমি সোজা লাইন তৈরী করতে পারবে লেখ ।

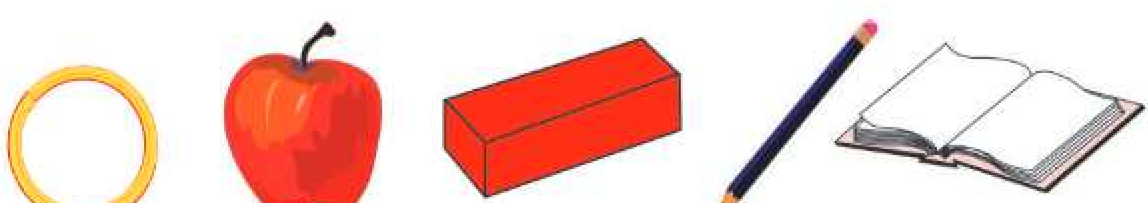

২. নিম্নে প্রদত্ত বিন্দুগুলিকে যোগ কর ।

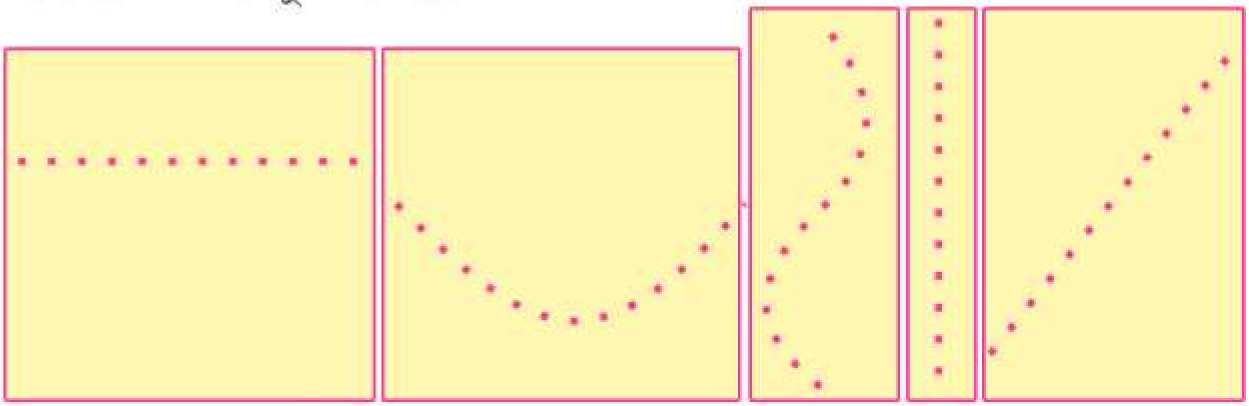

(ক) ক'টা সোজা লাইন পেলে ?

(খ) ভূমির উপরে দাঁড়ানার মত সোজা লাইনগুলি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত কর ও তেরছা সোজা লাইনর কাটা (×) চিহ্ন দাও।

৩. (ক) তলার চিত্রটি দেখ । কোন প্রকারের সোজা লাইন ক' টা আছে গুনে লেখ ।

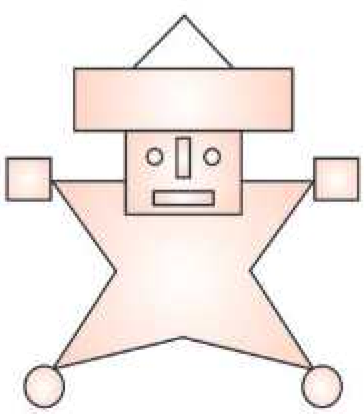

ভূমির উপরে দাঁড়ান সোজা লাইন.................................... টি

ভূমির উপরে শুয়ে থাকা সোজা লাইন ....টি

তেরছা সোজা লাইন .... টি

(খ) এই রকম একটি চিত্র তোমার খাতায় তৈরী কর ।

৪. তলার বিন্দুগ্রীড়ে সোজাদাগ ও সোজা না থাকা লাইনের সাহায্যে বিভিন্ন চিত্র তৈরী কর ।

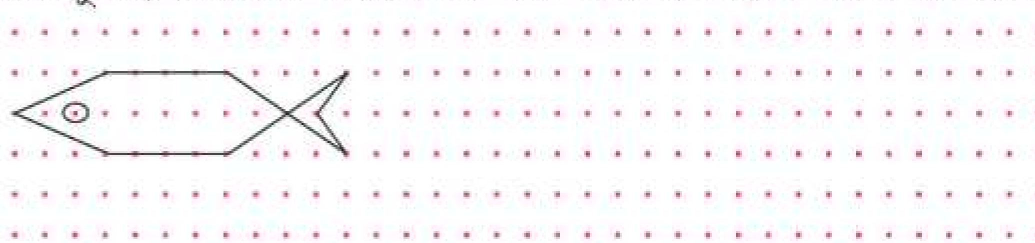

পাঠ-৩

গড়ানো ও ঘষড়ানো

একবার একটি ভেড়ার বাচ্চা তার ঠাকুমাকে দেখতে যাচ্ছিল ।

জঙ্গলি রাস্তায় যেতে যেতে ভেড়ার বাচ্চাটি একটা নেকড়ে বাঘ দেখতে পেলো ।

‘‘আমাকে দয়া করে যেতে দাও । আমি আমার ঠাকুমাকে দেখতে যাচ্ছি তার শরীর খুব খারাপ । আমি ফিরবার সময় তুমি আমাকে খাবে । তখন আমি ও মোটা ও বড় হয়ে যাবো”

ভেড়ার বাচ্চাটি তার ঠাকুমাকে সবকথা বললো।

ঠাকুমা একটা উপায় ফাঁদলা ।

যা এই ঢোলের মধ্যে ঢুকে যা। ভেড়ার বাচ্চাটি তাই করলো।

ঠাকুমা ঢোলটি রাস্তার উপরে গড়িয়ে দিলো। ঢোলটি গড়াতে লাগলো।

ঢোলের ভেতর থেকে ভেড়ার বাচ্চা দেখলো যে, নেকড়ে বাঘ ওকে অপেক্ষা করে রয়েছে ।

নেকড়ে বাঘের সন্দেহ হলো । সে গড়াতে থাকা ঢোলের পিছু পিছু এলো ।

নেকড়ে বাঘ ওকে ধরার আগে ভেড়ার বাচ্চাটি দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল ।

এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর বলো ।

- ঢোলটি রাস্তা দিয়ে কিভাবে আসছিলো ?
- ভেড়ার বাচ্চাটি একটি বাক্সের মধ্যে ঢুকে থাকলে গড়িয়ে গড়িয়ে আস্তে পারত কি ?
- তোমার দেখা কোন্ কোন্ জিনিস ঢোলের মত মাটির উপরে গড়াতে পারবে ?
- কোন কোন জিনিস গড়াতে পারবে না ?

- নীচের চিত্রটি দেখ । বিদ্যালয়ের মাঠে বাচ্চারা খেলছে। কতগুলো বাচ্চা উপর থেকে নীচে পিছলে যাচ্ছে । কত জিনিস আবার বাচ্চারা ঘষড়াতে ঘষড়াতে নিয়ে যাচ্ছে ।

লক্ষ্যকর, কতগুলো জিনিস গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে । সেই প্রকার অনেক জিনিস কে ঘোষড়িয়ে নেওয়া হয় । এমনও কিছু জিনিস আছে যেগুলো গড়াতে পারে ও ঘষড়াতে পারে ।

- তোমার চারপাশে থাকা জিনিস গুলা লক্ষ্য কর ও নীচ থাকা সারণী পূরণ কর ।

গড়াতে পারা জিনিস	ঘষড়ানো জিনিস

এসো, মুদ্রা নিয়ে খেলব -

একটা এক টাকার মুদ্রা নাও । তাকে চিত্র দেখানোর মত ধর । মুদ্রাটি গড়াও ।

মুদ্রাটি গড়ালোকি ? এই রকম ধরে মুদ্রাটি ঘষড়ে যেতে পারবে কি ? চষ্টা কর ।

এসো, কাগজ কেটে গাছ তৈরী করি ।

- এরকম একটি কাগজ নাও ।
- কাগজটি গুটিয়ে পাইপের মত তৈরী কর ।
- এই পাইপটি গড়াতে পারবে কি ?
- এখন তোমার কাগজ পাইপ এইরকম দেখতে হবে ।
- কাঁচি নিয়ে কাগজ পাইপের একটা দিক ৭ কিম্বা ৮ বার কাটো ।
- কাটা টুকরোগুলা বাইরের দিকে উলটিয়ে দাও ।
- এখন কাগজের গাছ প্রস্তুত হয়ে গেল ।
- একে রঙ দাও ।

এসো গড়াতে পারা ও ঘষড়াতে পারা কিছু বস্তু নিয়ে খেলি ।

- কতগুলো দেশলাই বাক্স, টিনের ডিবা, বল, কাঁচের গুলি সংগ্রহ কর ।
- একই প্রকারের জিনিসগুলা উপর উপর সাজিয়ে রাখো ।
- দেখ কোন কোন জিনিস উপর উপর রেখে তুমি সাজাতে পারছো ।
- কোন জিনিস উপর উপর রেখে সাজাতে পারছো না ।

গাড়ী তৈরী খেলা ।

- মাটি চটকে চারটি চাকা তৈরী কর ।
- চিত্রটিতে দেখানোর মত দু দুটো চাকাকে একটা লাঠিতে জুড়ে দাও ।
- গাড়ীর সামনে একটি সূতা বেঁধে টান ।
- এবার একটা ইট নাও । ইটটিকে দুইহাতে উঠিয়ে একটি জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় আনো । তুমি নিয়ে আসা ইটটি পূর্বে তৈরী করা গাড়ী উপরে রাখো । গাড়ীটি টানো ।

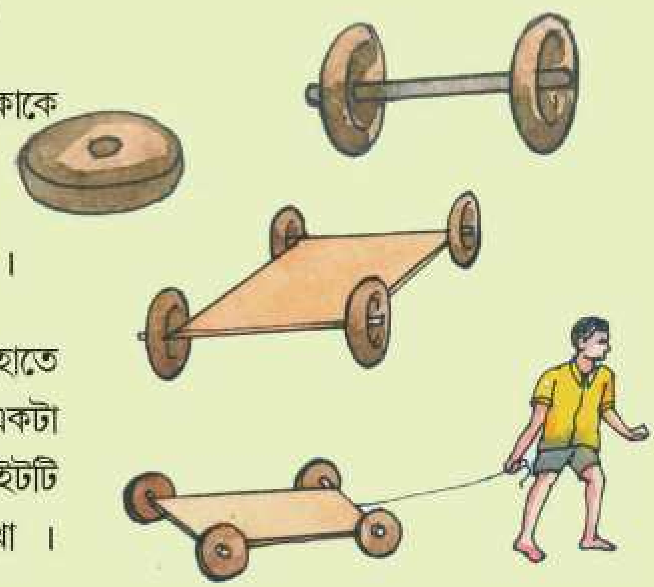

হাতে করে ইটটি একটি জায়গায় আনা ও গাড়ীর সাহায্যে একটি জায়গা থেকে অন্য একটি জায়গায় নিয়ে আসার মধ্যে, কোনটি সহজ মনে হল ?

কারন কি চিন্তা করে বল ।

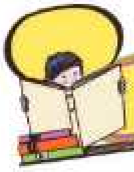

অভ্যাস কার্য্য

১. নীচের জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো গড়াতে পারবে সগুলোতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

২. যে জিনিসগুলো একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘষড়ে নিয়ে যেতে পারবে, সেটাতে রঙ দাও ।

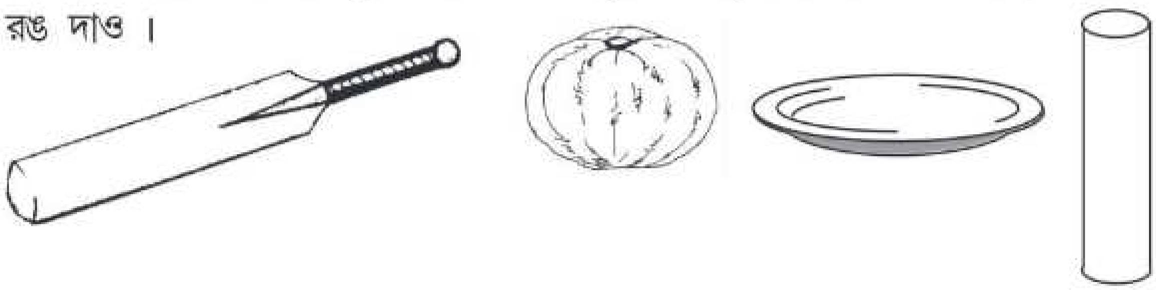

৩. বিন্দুজুড় জোড়ার পরে যে জিনিস পাওয়া গেল তার নাম লেখো ।

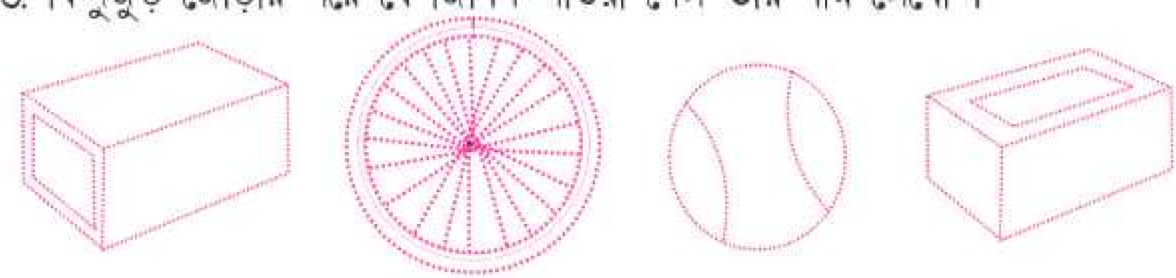

৪. যে জিনিসগুলো গড়াতে পারবে, সেগুলোত রঙ দাও ।

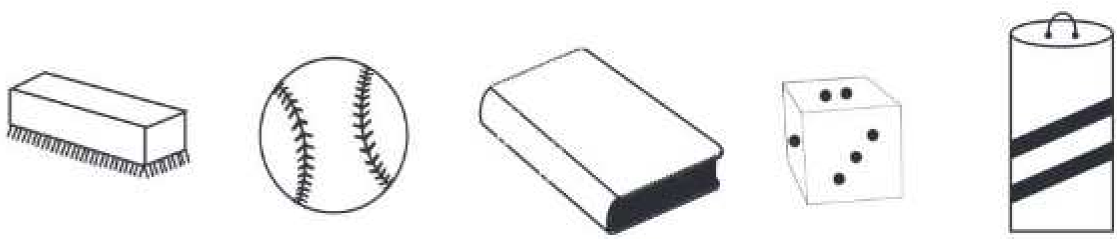

জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো উপরে উপরে সাজিয়ে রাখা যাবে লেখো ।

দলে দলে গুনব

পাঠ- ৪

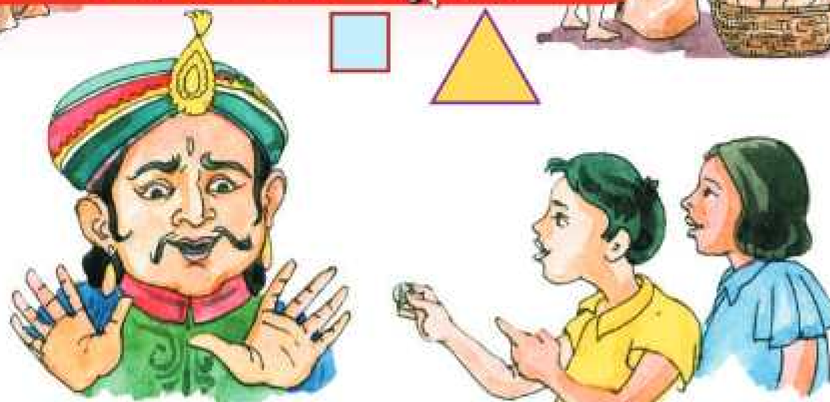

চেতন যাদুকরকে বলল আমার এক টাকাটি ৩ টাকা করে দাও আমি চকলেট খাব । যাদুকর টাকাটি খালি ডিবের ভিতরে ঢুকিয়ে চু....রু...রু....রু ভুষ্ মন্ত্র পড়লো । তার কানের কাছে ডিবে নাড়িয়ে হাতে টাকা ঢেলে দিলো । চেতন চটাপট গুনে ৩ টাকা বলল ।

যাদুকর চু....রু...রু....রু ভুষ্ বলে নাকের কাছ থেকে টাকা বের করল ।

চেতন তিন তিন ছয় টাকা গুনলো ।

এমনি ভাবে হাত থেকে, পা থেকে, হাঁটু থেকে, মাথা থেকে টাকা বেরোল ।

চেতন গুনল ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ টাকা ।

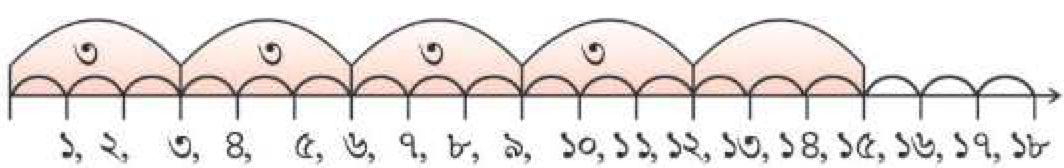

এবার একবারে ৫ টাকা বের করতে রীনা বলল যাদুকর আগের মত ডিবের ভিতর থেকে ৫ টাকা প্রতিবার বের করল । রীনা গুনল ৫, ১০, ১৫, ২০ টাকা ।

এখন বলো-

- চেতন পাওয়া টাকা কিভাবে গুনল ?
- চেতন মাঝের ক'টি সংখ্যা লাফিয়ে গুনল ? প্রথম সে কোথা থেকে সংখ্যা গুনতে আরম্ভ করল ?
- রীনা কোথা থেকে টাকা গুনতে আরম্ভ করল ?
- রীনা মাঝের ক'টি সংখ্যা লাফিয়ে গুনল ?

এদের লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে নাও।

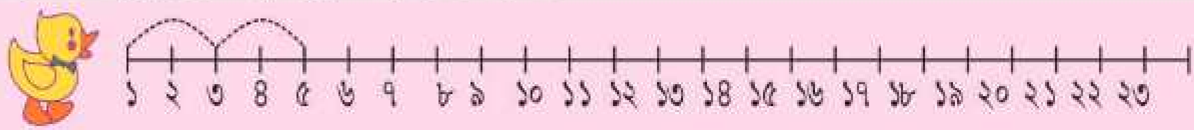

গুনব কীভাবে ? ২, ৪, ৬, ৮, ১০....................

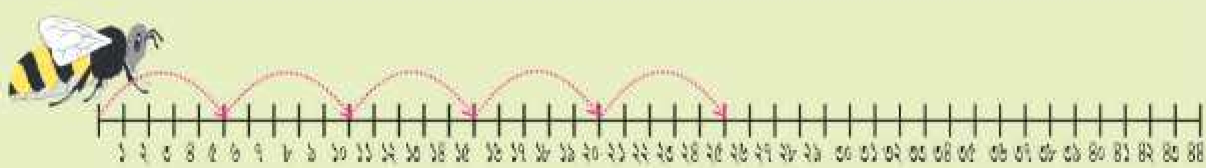

গুনব কীভাবে ? ৫, ১০, ১৫..................

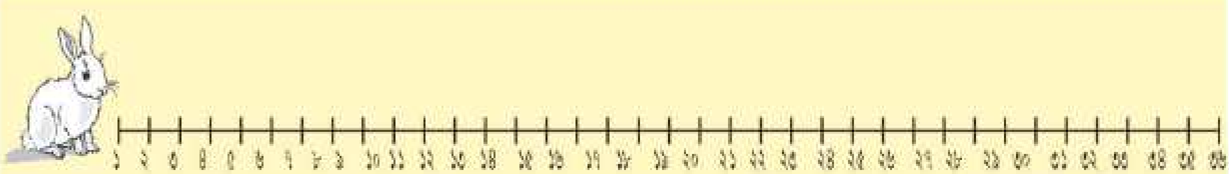

খরগোস একবার ৪ টা ঘর লাফাবে । ৩৬ সে পৌঁছনর জন্যে খরগোসটি কতবার লাফাবে ?

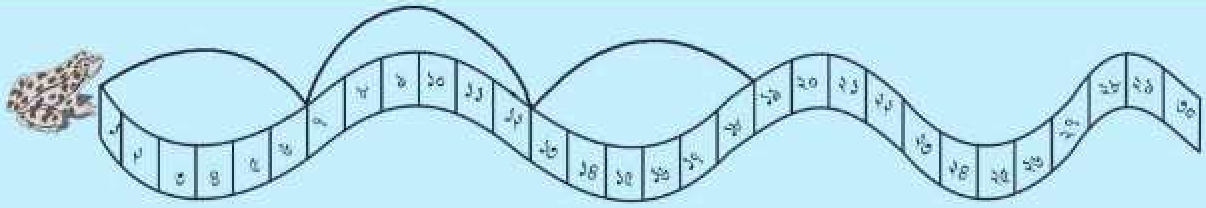

ব্যাঙ লাফানোর সংখ্যা থেকে পৌঁছানো সংখ্যার মাঝে ক'টি সংখ্যা পার হয়েছে ?

খরগোস প্রত্যেকবার লাফিয়ে ১০ টি পাথর পার হয় । খরগোসের লাফানো পাথরের উপর ঠিক নম্বর লেখো।

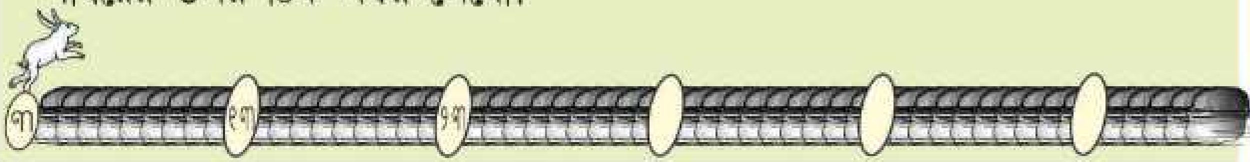

শিক্ষকদের জন্য সূচনা :-
যে কোন সংখ্যার থেকে আরম্ভ কোরে বিভিন্ন রকমের গননার জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে । যেমন বাচ্চারা ২-২, ৩-৩ , ৪-৪, ৫-৫ ও ১০-১০ করে গুনবে । বস্তু ব্যবহার করে এই প্রকার গননার কাজ করতে হবে ।

গ্রামের হাট

বাচ্চারা বনভোজনের জন্যে শিক্ষকের সঙ্গে জিনিস কিনছিল । শিক্ষক চিঠিটি দেখে বললেন -

লেবু - ১২ টা

নারকেল - ৮ টা

কলা- ২৪ টা কেনা হবে ।

কলিকা, কেদার ও কুসুম কিভাবে লেবু, নারকেল, কলা কিনলো দেখো ।

কলিকা - আমায় ১২টি লেবু দাও ।
লেবুওয়ালা ৪ টি করে লেবু গুনল ।

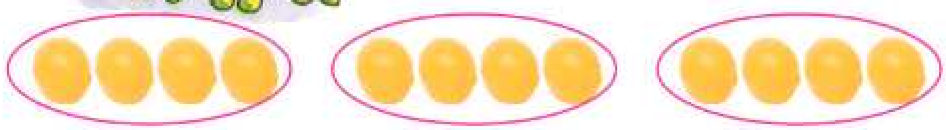

১ গন্ডা | ১ গন্ডা | ১ গন্ডা

৩ গন্ডা লেবু = ১২টা লেবু

কেদার - আমায় ৮ টি নারিকোল দাও

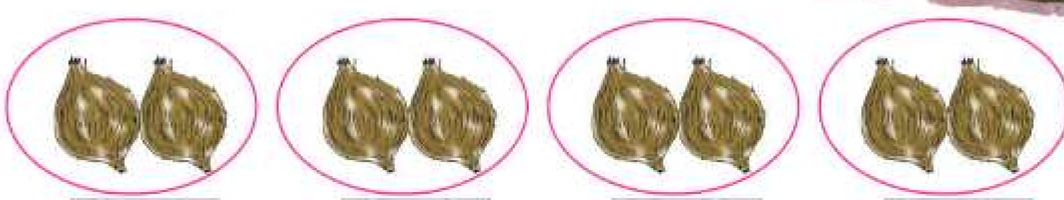

১ জোড়া | ১ জোড়া | ১ জোড়া | ১ জোড়া

৪ জোড়া নারকেল = ৮টি নারিকেল

নারিকেল ওয়ালা - দু টো করে গুনে নারিকেল দিল ।

কুসুম আমায় ২৪টি কলা দাও

কলাওয়ালা বারো বারো টা করে গুনে কলা দিল

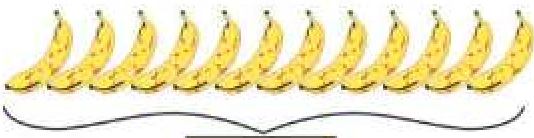

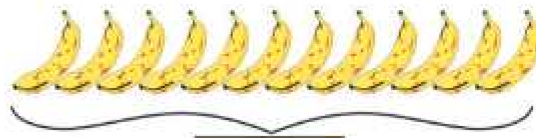

২ ডজন = ২৪ টি কলা

এখন বল

- একবার ২টি করে নারিকেল নিয়ে ৮টি নারিকেল কতবার গুনল ?
- কতবার গোনাতে ১২টি লেবু হল ?
- ২৪টি কলা কতবারে হল ?
- কে বেশিবার গুনল ?
- একবারে বেশি জিনিস নিয়ে গুনলে কি সুবিধা হয় ?

একবারে বেশি সংখ্যক জিনিস নিয়ে গুনলে কমবার গুনতে হয়

- খরগোস ও বাঁদর দুজনের কাছে ২০টি করে কুল আছে। ২০টি কুলকে কতবার গুনবে ?

☐ বার   ☐ বার

● ৩০টি দীপকে কিভাবে গুনলে দেখ---

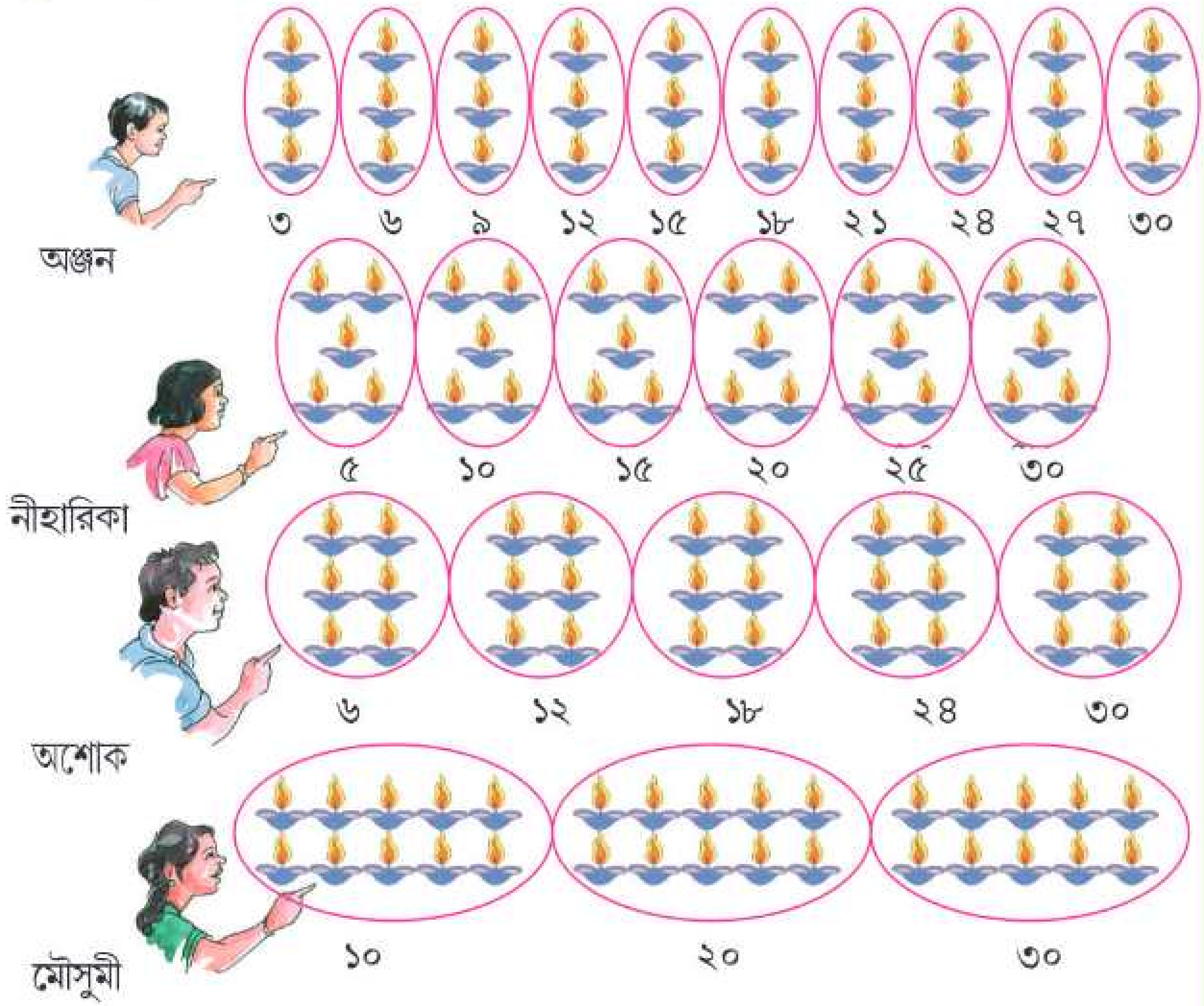

এখন বল --

- কে একসঙ্গে ক'টি করে প্রদীপ গুনল ?
- নীহারিকা কতবার গুনল ?
- এদের মধ্যে ৩০টি প্রদীপ পাওয়ার জন্য কে কমবার গুনল ?
- তাদের গননার মধ্যে কার গননা বেশি সুবিধাজনক ? কেন ?

শিক্ষকদর জন্য সূচনা :- জোড়া, গন্ডা, ডজন ইত্যাদি অনেকভাবে গননা করা যায় । কিন্তু ১০, ১০ করে গোনা সহজ ও সুবিধাজনক বলে বাচ্চাদের অনুভব করার জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার । বাচ্চাদের জোড়া, গন্ডা, ডজন এর মত শব্দের সঙ্গে পরিচয় করাবেন ।

দশ দশ করে গুনব---

১০টা মামবাতি তে এক গোছা, কত গোছা হলো ও কত বাড়ল ?

=২৩টি

১০টি ১০টি ৩টি

বন্টি গুনল

দু টি ও ৩টি একটি করে মামবাতি

১ দশ | ১ দশ | ৩ এক

বুনু গুনল

২৩ = ২দশ + ৩ এক

- ১০টি ফুলে একটা তোড়া, ক টা ফুলের তোড়া দেখ ।

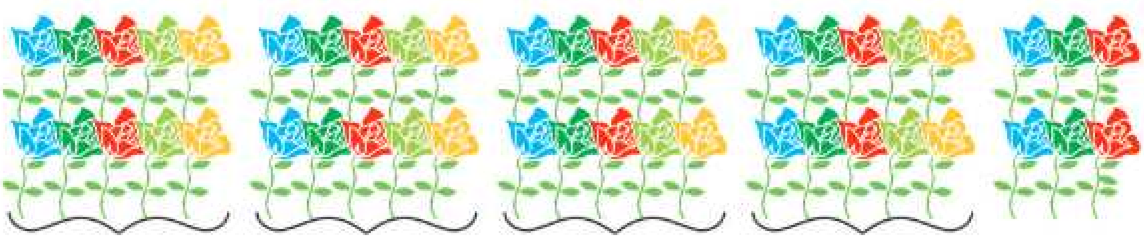

মোট ৪৬টি ফুল ছিল । ৪টি ফুলের তোড়া পরে ৬টা বাড়ল ।

৪৬ = ৪ দশ + ৬ এক

পাতার ভিতরে যা লুকিয়ে আছে, পাতার উপরে তা লেখো।

২	১	=	২দশ	১ একক
৫	০	=		০ এক
৬	৮	=		৮ এক

১		=	১দশ	৯ এক
	৫	=	৪ দশ	৫ এক
		=	৭ দশ	১ এক

৩	৫	=		
২		=	২ দশ	৭ এক
৫	৩	=		৩ এক

* বিদ্যালয় পরিস্কার করার জন্য ১০ জন করে বাচ্চা নিয়ে একটা দল করা হল। প্রত্যেক শ্রেনীতে কটা দল হবে, ও কত বাচ্চা বাড়বে লেখ।

শ্রেনী	বাচ্চা সংখ্যা	দল সংখ্যা	বাড়তি বাচ্চা
১ম	৪৩	৪	....
২য়	৩৭	৩	....
৩য়	৩১	....	....
৪র্থ	২৬	....	....
৫ম	৩০	....	....
৬ষ্ঠ	২৯	....	....
৭ম	২৪	....	....

গাছের গোড়ায় কোটরে একটি শেয়াল, গাছের উপরে একটি কাক ও ৬৩টি টিয়া পাখি সাথী হয়ে একসাথে থাকত। একদিন টিয়া পাখিরা গাছে ফিরল না।

কাক, শেয়াল দুজন খুঁজতে বেরলো। টিয়া পাখিদের জালের ভিতরে দেখতে পেল। শেয়াল টিয়া পাখিদের বলল, ভয় পেলে মরবে, আমি যা বলছি কর। তোমরা মড়ার মত পড়ে থাক, আমি ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে আছি- সামনের পা দুটো বেরিয়ে থাকবে, পা দুটো উঠিয়ে নিলে কাক - কা-কা করে ডাকবে, তখন তোমরা উড়ে যাবে।

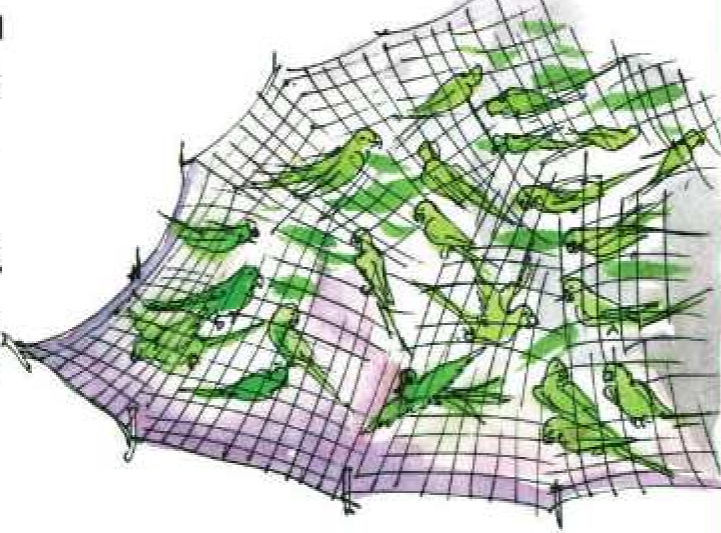

শিকারী এলো। শিকারী মরা টিয়া ভেবে জাল থেকে একটা একটা করে টিয়া বাইরে রাখলো। শেয়াল গুনতে লাগল, যখন ৬৩টি টিয়া হলো, শেয়াল সামনের দুটো পা উচিয়ে ধরল। কাক কা-কা কোরে ডাকল। টিয়া পাখিরা একবারে গাছের উপরে উড়ে গেল।

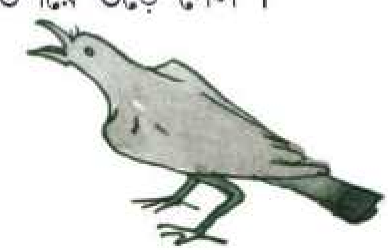

শেয়াল কে কাক জিজ্ঞাসা করল - এত টিয়াকে কিভাবে গুনলে ? শেয়াল বলল, দেখ, আমি কিভাবে সহজে গুনলাম।

একটি টিয়া - △১

৪ টি টিয়া - △১ △১ △১ △১

৯ টি টিয়া - △১ △১ △১ △১ △১ △১ △১ △১ △১

১০ টি টিয়া - ▭১০

২০ টি টিয়া - ▭১০ ▭১০

২১ টি টিয়া - ▭১০ ▭১০ △১

৪৫ টি টিয়া - ▭১০ ▭১০ ▭১০ ▭১০ △১ △১ △১ △১ △১

৬৩ টি টিয়া - ▭১০ ▭১০ ▭১০ ▭১০ ▭১০ ▭১০ △১ △১ △১

শেয়াল বলল, ''আমি কিভাবে গুনলাম দেখলে এখন তুমি ওইভাবে সংখ্যা কার্ড তৈরী কর"।

৩০ টি টিয়া =

৪৭ টি টিয়া =

৬৩ টি টিয়া =

১. নেউল একবার ৩টি করে গুনল । বেড়াল একবার ৫টি করে গুনল ।

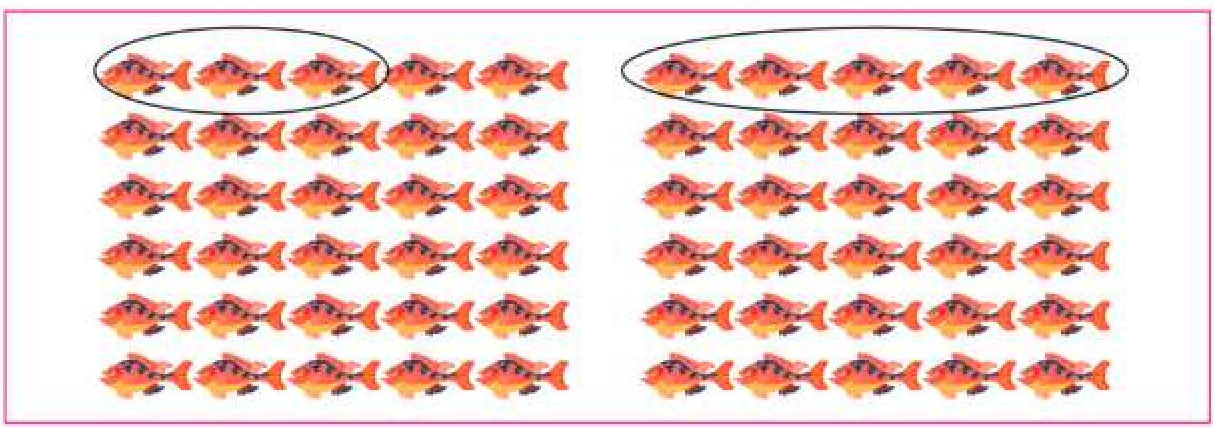

কে বেশিবার সব মাছগুলো গুনল ? ....

২. খালি ঘর পূরন কর -

সংখ্যা	দশ	এক
৩৭	৩	.....
৮১	.....	১
	.....	.....
৯৭	.....	.....
.....	৫	৫
.....	৭	৯

৩.

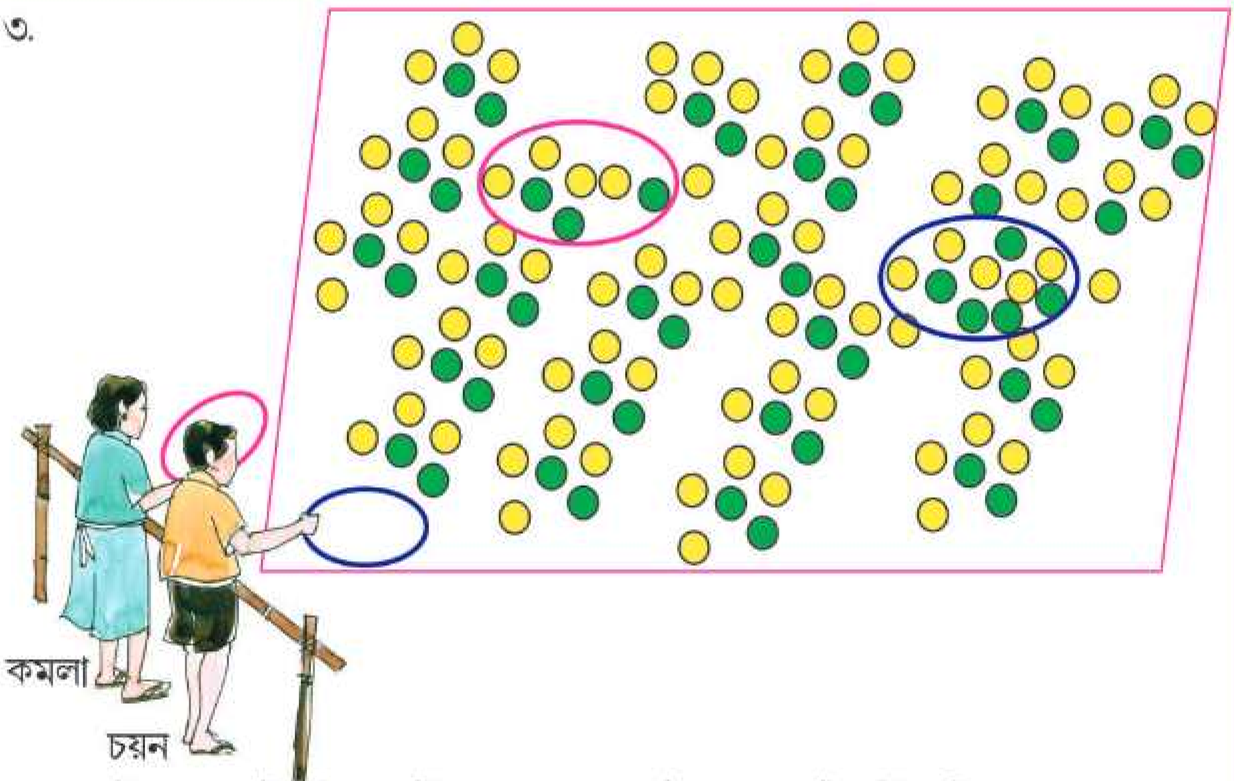

একটা সবুজ টিকলি ১০টি বোঝায় ও একটা হলদে টিকলি ১টি বোঝায় ।
চয়ন ও কমলা, কোন কোন সংখ্যা পেল লেখ ।

কমলার পাওয়া সংখ্যা = ...

চয়নের পাওয়া সংখ্যা = ...

৪. তোমার মন থেকে ৬টি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা লেখো । সেগুলিকে
দশক ও একক এ বিস্তারিত করে লেখো ।

পাঠ-৫

ছোট বড় সংখ্যা চিনব

হাতীদাদার খেলনা দোকান

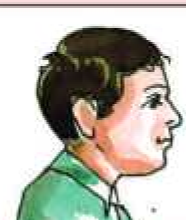

দুগলুর কাছে আছে ৯টাকা

ডোনার কাছে আছে ৯৯টাকা

দুগলুর কাছে কত টাকা আছে ? ______

সে কি কি খেলনা কিনতে পারবে ? ______

সেই খেলনা গুলো কার কাছে আছে ? ______

❖ খরগোশের কাছে থাকা খেলনার দাম লেখো, যেমন কারের দাম ১৫টাকা

হাতির দাম ______

মেয়ে পুতুলের দাম ______

ব্যাটের দাম ______

______

❖ দুগলু, খরগোশের কাছ থেকে খেলনা কিনতে পারবে কি ?

❖ দুগলু, খরগোশের কাছ থেকে কেন খেলনা কিনতে পারবেনা বল ।

লক্ষ্য কর-

৫ সংখ্যায় একটা মাত্রা অংক আছে, তা হচ্ছে ৫

এখন বল ও লেখ

৭ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, তা হচ্ছে ....।

৯ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, তা হচ্ছে ....।

৪ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, তা হচ্ছে ....।

কিন্তু ১৫ সংখ্যার ২টি অঙ্ক আছে, সেগুলা হচ্ছে ... ১ ও ৫ ।

এখন বল,

২৭ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, সেগুলো হচ্ছে.......... ও ....।

৪০ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, সেগুলো হচ্ছে.......... ও ....।

৯৯ সংখ্যায় .... টি অঙ্ক আছে, সেগুলো হচ্ছে.......... ও ....।

দুটি সংখ্যার, মধ্যে যে সংখ্যার অঙ্ক সংখ্যা বেশী, সেই সংখ্যাটি বড়।

প্রত্যেক লাইনে দু'টি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটিতে গোল দাগ ঘোরাও ।

যেমন......................

৭	১৭
৫	১৩
৪৪	৪
৬	১০

২৪	৩
৮	৩৫
১২	২
৯১	৯

বাচ্চারা ঘোড়ার ও উটের উপর বসার জন্যে লোকটার সামনে লাইন দিল ।

লোকটি সবিতাকে বললো উটে বসবার জন্যে ৬৫টাকা দরকার । তোমার কাছে ৭২টাকা আছে, তা ৬৫টাকার চেয়ে বেশী অতএব তুমি উটে উপরে বসতে পারবে ।

৭২টাকা	৬৫টাকা
৭২=৭দশ ২এক	৬৫=৬দশ ৫এক

৭২র দশক স্থানে কোন অংক আছে ? ________

৬৫র দশক স্থানে কোন অংক আছে ? ________

৭,৬ থেকে বড়, অতএব ৭২ সংখ্যাটি ৬৫থেকে বড় ।

লোকটি লিমাকে বলল উটের উপরে বসবার জন্যে ৬৫টাকা দরকার ।
তোমার কাছে ৩২টাকা আছে, ৩২টাকা ৬৫টাকার চেয়ে কম ।
তুমি উটের উপরে বসতে পারবে না ।

৩২ = ৩দশ ২ এক	৬৫ = ৬দশ ৫এক

৩২এর দশক স্থানের অঙ্ক, ৬৫এর দশক স্থানের অঙ্ক ।
৩ অঙ্কটি ৬ অঙ্কের চেয়ে ছোট হওয়ার জন্য ৩২সংখ্যাটি ৬৫ সংখ্যার চেয়ে ছোট ।

আমরা কি জানলাম ?

দুই অংক বিশিষ্ট দুটি সংখ্যার মধ্যে, যে সংখ্যার দশক স্থানের অঙ্কটি বড়, সেই সংখ্যাটি অন্য সংখ্যার চেয়ে বড় ।

সচিনের কাছে ৬১টাকা ছিল, সে উটে বসতে পারবে কি ?

এস দেখব - | ৬১ = দশটি ৬ একটি ১ | ৬৫= দশটি ৬ একটি ৫ |

লক্ষ্য কর, সংখ্যা দুটির দশক স্থানের অঙ্ক সমান, কিন্তু একক স্থানের সংখ্যা আলাদা । ৬৫র একক স্থানের অঙ্ক, ৬১র একক স্থানের অঙ্কের চেয়ে বেশী।

অতএব ৬৫বেশী ৬১ কম ।

দুটি দুই অংক বিশিষ্ট সংখ্যার দশক ঘরের অংক সমান হলে, যার একক ঘরের অংক বড় সেই সংখ্যাটি বড় ।

- খরগোশের কাছে দশক ঘরের অঙ্ক আছে ।
বাঁদরের কাছ থেকে কোন অংক গুলো এনে একক ঘরে লিখলে নুতন সংখ্যাটি ৪৫কে থেকে বড় সংখ্যা হবে ?

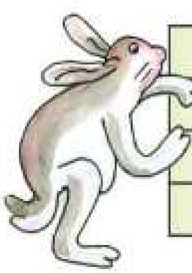

দশক	একক
৪	
৪	
৪	

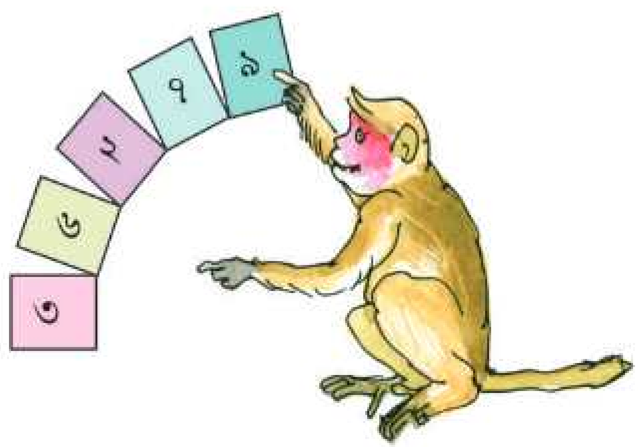

- শালিকের কাছে দশক ঘরের অঙ্ক কার্ড আছে । সে টিয়ার কাছ থেকে কোন কোন সংখ্যা কার্ড এনে একক ঘরে রাখলে সংখ্যাটি ৭৬থেকে কম হবে ?

দশক	একক
৭	
৭	
৭	
৭	
৭	

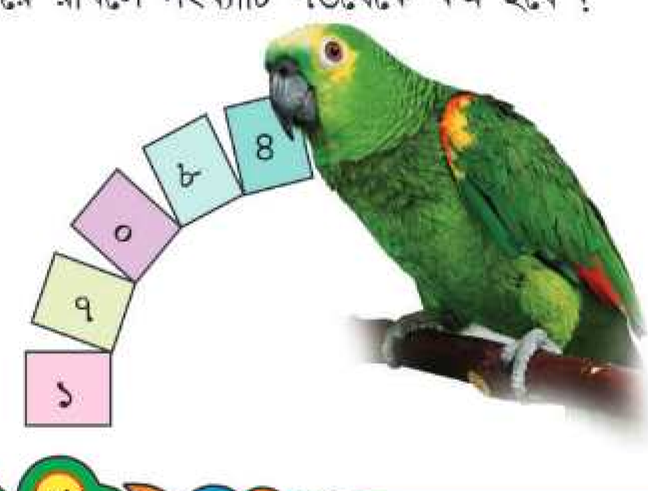

অভ্যাস কার্য্য

১. প্রত্যেক লাইনের সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যার নীচে বিড়ালের মুখ কর, ছোট সংখ্যার নীচে ইঁদুরের মুখ কর ।

২৫	২৩	৭১	৭২	৯	৫	৫৭	৬	৯৯	৮৯

২. খালি স্থানে সংখ্যা লেখ ।

ক)

খরগোশের সংখ্যার অঙ্ককে অদল বদল করায় নতুন সংখ্যাটি ৫৩ হল, পূর্ব সংখ্যাটি কত ছিল ?

নতুন সংখ্যাটি ....

পূর্ব সংখ্যাটি..........................

খ) 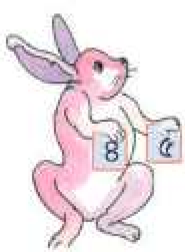

নতুন সংখ্যাটি..

পূর্ব সংখ্যাটি..........................

গ) নতুন সংখ্যাটি...

পূর্ব সংখ্যাটি..........................

ঘ)

নতুন সংখ্যাটি..

পূর্ব সংখ্যাটি..........................

৩. নীচের সংখ্যাগুলোর অঙ্ক অদল বদল কর । নুতন সংখ্যাটি নীচের ঘরে লেখ । বড় সংখ্যার ঘরটি রঙ কর ।

৫৮	৯১	৪০	৩৪	৮৯
৮৫				

৩	৫
১	৯

৪. এই চারটে অঙ্ক কে ব্যবহার করে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন কর । যমন- ৩১, ৫৯

এদের মধ্যে সবথেকে ছোট সংখ্যাটি কত ?

এদের মধ্যে সবথেকে বড় সংখ্যাটি কত ?

৫. ক) ৬ কে দশক স্থানে রেখে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গড়ব

৬৭	———
———	———
———	———
———	———

এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি ——————————

এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি——————————

খ) ৬ কে একক স্থানে রেখে সংখ্যা বানাব ।

৮৬	—
—	—
—	—
—	—

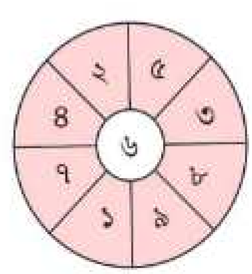

এদের মধ্যে সবথেকে বড় সংখ্যাটি কত ? ________________

এদের মধ্যে সবথেকে ছোট সংখ্যাটি কত ? ________________

৬. ক)

খরগোশ "কি করে জানলে" ?

ব্যাঙ ৮এ একটা অঙ্ক আছে ১৬য় দুটো অঙ্ক আছে ।

খ)

খরগোশ "কি করে জানলে বল" ?

ব্যাঙ ________________

গ)

খরগোশ "কি করে জানলে বল" ?

ব্যাঙ ________________

কার স্থান কোথায় জানব

'জঙ্গল সুরক্ষা, জীবন রক্ষা বলে বলে পশু পাখিরা বনের রাজ্যে ঘুরে বড়াত। কথাটা সিংহরাজার ভালই লাগল। সে বাঘ কে বলল, ''বলবন্ত পশু বেছে বেছে বনের পাহারাদারের চাকুরী দাও।

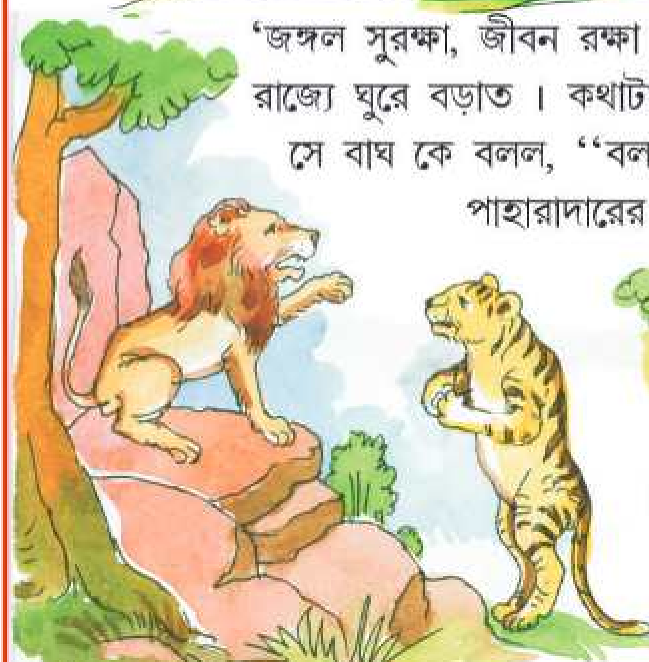

দশজন পশু বাছার কথা বাঘ ভাবল। ভাল্লুক ঢোলক পিটিয়ে বনে হৈচৈ ফেলে দিলো।

তার পরের দৌড় প্রতিযোগিতা হলো। সব পশুরা একত্রিত হল। দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। বিচারপতি হল হনুমান। লেখালেখি করলো ছোট হনুমান আগু পিছু দৌড়ে যে ১০জন হনুমানের কাছে পৌছল তাদের গলায় কার্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

চিতাবাঘ আগে এসে পৌছালো

চিতাবাঘ - প্রথম
হরিণ - দ্বিতীয়
ঘোড়া - তৃতীয়

চিতাবাঘ	প্রথম
হরিণ	দ্বিতীয়
গয়াল	তৃতীয়
ঘোড়া	চতুর্থ
ভাল্লুক	পঞ্চম
গাধা	....
উট	....
জিরাফ	....
নেউল	....
খরগোশ	....

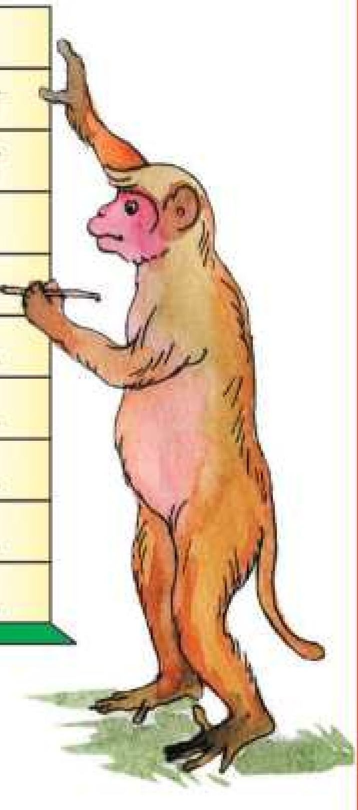

ছোট হনুমান ফলাফল পূরন করছে, ওকে সাহায্য কর।

- লেখো, আগে কে এসে পৌছালা ? ....
- প্রথম লেখা কাড়টি কে পেল ? ....
- চিতাবাঘের পরে কে এলো ? ....

- তাকে দেওয়া কার্ডে কি লেখা ছিল ? ....
- ঘোড়া কোন স্থানে আছে ? ....
- পঞ্চম স্থানে কে আছে ? ....
- ভাল্লুকের পূর্বে ক জন পৌঁছেছিল ? ....
- কে শেষে এল ? ....
- ওকে দেওয়া কার্ডে কি লেখা ছিল ? ....

নেউলের মাছ ধরা

নেউলের মাছ ধরা বঁড়শিতে প্রথমে কাৎলা মাছ পড়লো। কাৎলা মাছকে বাঁচানোর জন্যে কে কে তার পিছনে পিছনে ঝুলতে লাগল।

বঁড়শি ভারি হওয়ায় নেউল কাকে ডাকলো ? বিড়াল ও নেউল কে কাকে খাবে দাগ টেনে দেখাও।

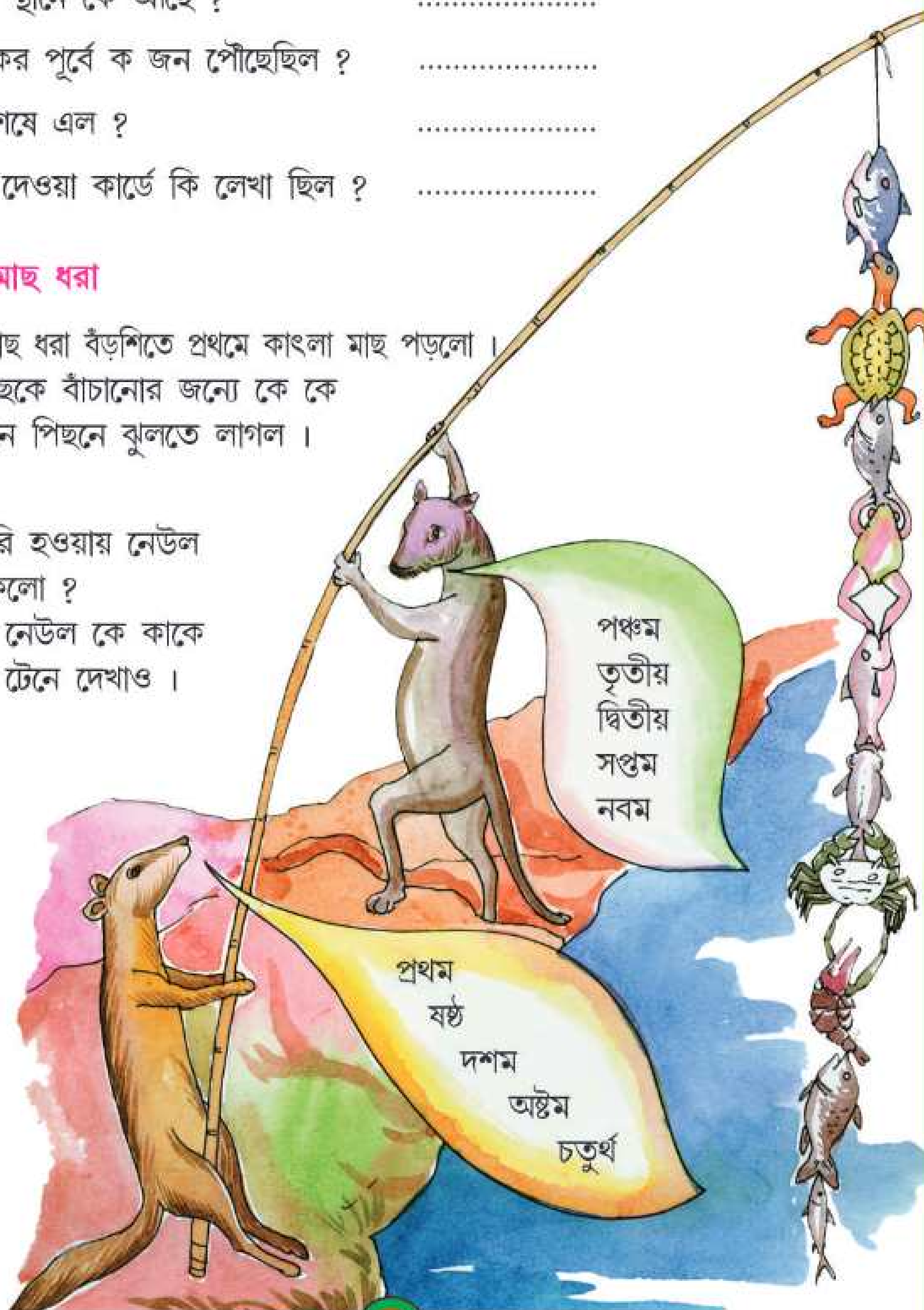

একবার কুকুরদের সুন্দর স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। ওদের সুন্দর স্বাস্থ্য অনুসারে প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত দশটি কুকুর খুঁটিতে বাঁধা হয়েছে। খুঁটির থেকে দড়ি টেনে দাও, স্থান নির্ণয় করে প্রথম ও দ্বিতীয় ইত্যাদি লেখো।

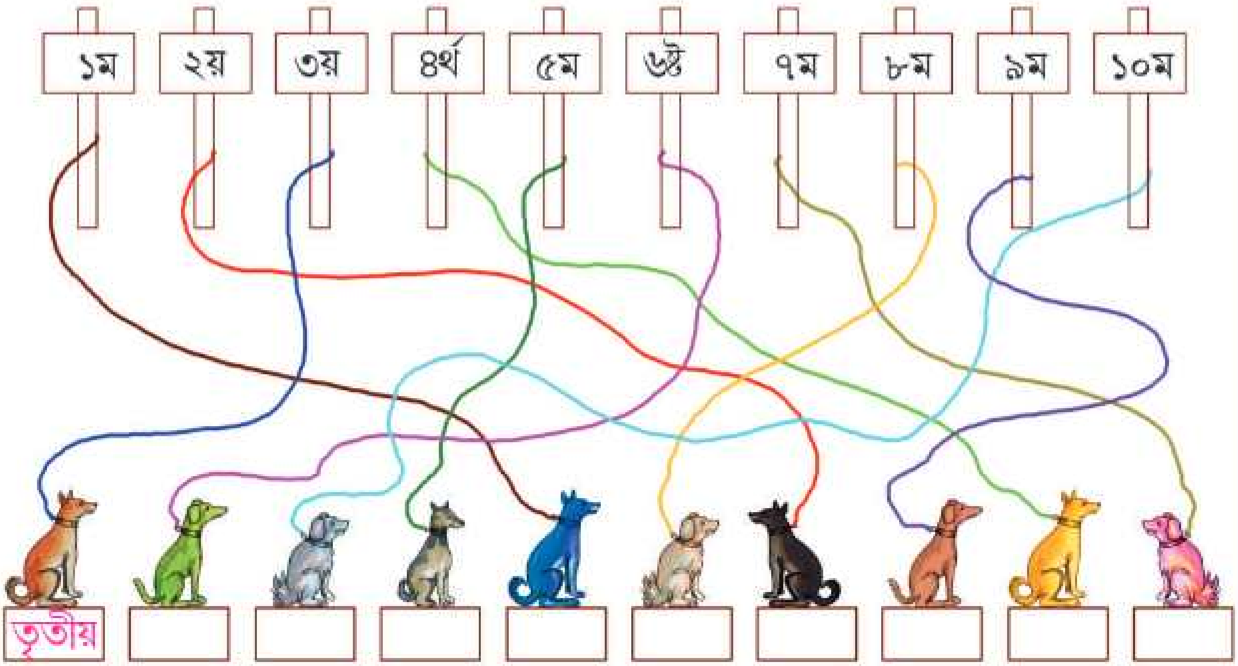

- কালো কুকুর কি পুরস্কার পেলো? ____________
- প্রথমের জন্যে সংক্ষেপে কি লেখা হয়েছে? ____________
- চতুর্থর জন্যে সংক্ষেপে কি লেখা হয়েছে? ____________
- সপ্তমের জন্যে সংক্ষেপে কি লেখা হয়েছে? ____________
- নবমের জন্যে সংক্ষেপে কি লেখা হয়েছে? ____________
- দশমের জন্যে সংক্ষেপে কি লেখা হয়েছে? ____________

লেখার সুবিধার জন্য প্রথম কে ১ম, দ্বিতীয় কে ২য়
তৃতীয় কে ৩য় ভাবে লেখা হয়।
কিন্তু প্রথম কে ১ম, দ্বিতীয় কে ২য় পড়া যায় না।

অভ্যাস কার্য্য

১.

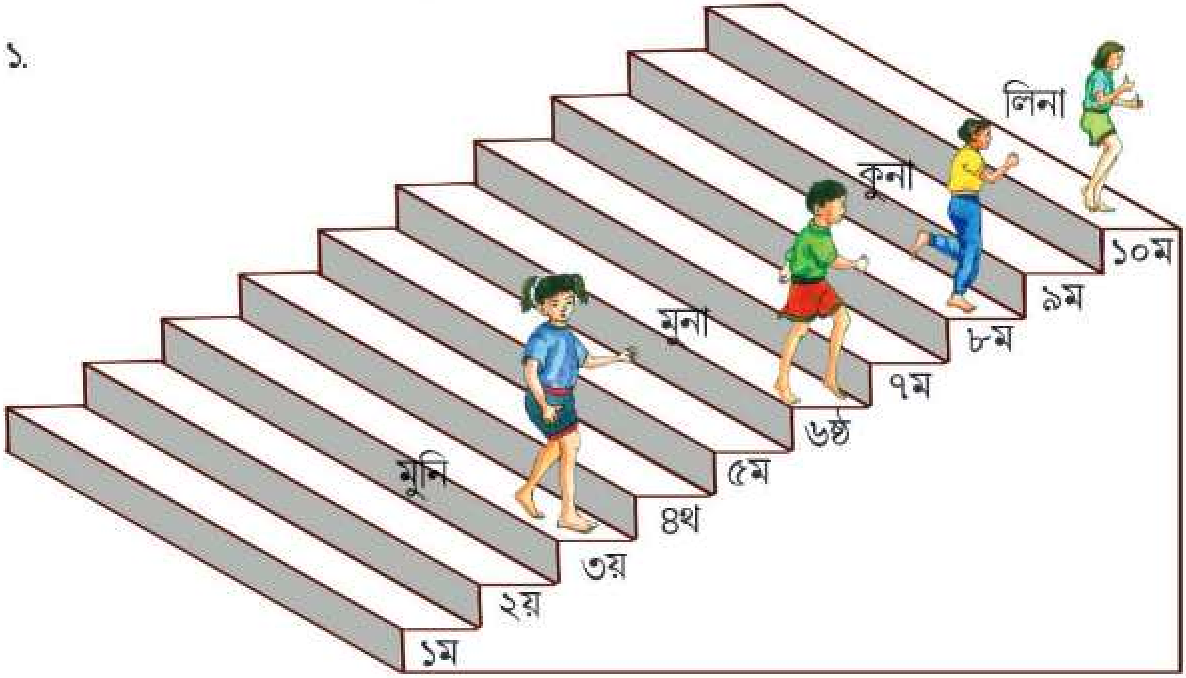

- কুনা কোন সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়েছে ? ______________
- মুনি কটা ধাপ যাওয়ার পরে ৩য় সিঁড়ির ধাপে পৌচেছে ? ______________
- কুনা কটা সিঁড়ির ধাপ নামলে মুনা দাঁড়িয়ে থাকা ধাপে আসবে ? ______________
- লিনা ৪টি ধাপ নামলে কোন সিঁড়ির ধাপে পৌছবে ? ______________
- মুনি কত উঠলে ও মুনা কত সিঁড়ির ধাপ নামলে দু জনে একটা ধাপে দাঁড়াবে ? ______________

এখন লেখো ১ম = প্রথম

২য় = ________, ৩য় = ________, ৪থ = ________,

৫ম = ________, ৬ষ্ঠ = ________, ৭ম = ________,

৮ম = ________, ৯ম = ________, ১০ম = ________

২. খেলোয়াড়দের টোকনে কিছু লেখা হয়েছে ও কিছু খালি রয়েছে । খালি থাকা ঘর পুরন করে কোন টোকন কার দাগ দিয়ে চেনাও ।

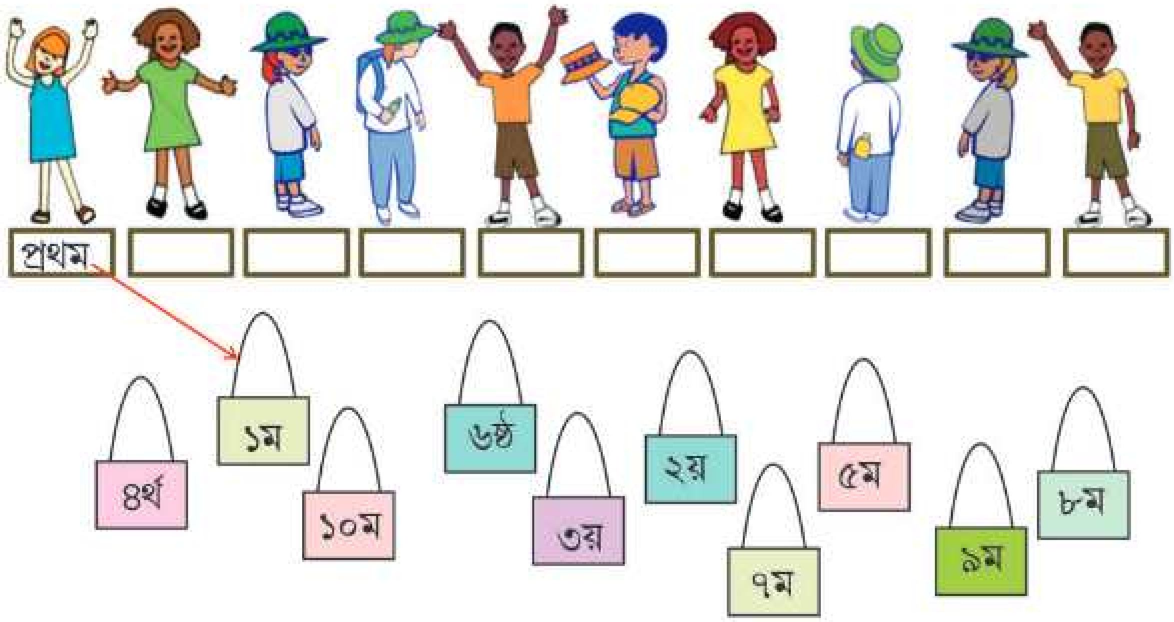

৩. পরীক্ষায় একটা স্থান অধিকার করা তোমার শ্রেনীতে প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত বাচ্চাদের নাম দেওয়া হয়েছে । ২০ নম্বর থেকে কে কত পাবে তুমি নিজে নম্বর দাও।

বাচ্চাদর নাম	স্থান	নম্বর
আলোক	প্রথম	....
রাজি	দ্বিতীয়	....
বাবুন	তৃতীয়	....
মিতালি	চতুর্থ	....
সৌরভ	পঞ্চম	....
সয়দ	ষষ্ঠ	....
বাবি	সপ্তম	....
সীমা	অষ্টম	....
রমা	নবম	....
ভীম	দশম	....

যোগ করব

পাঠ-৭

চোখের ডাক্তার বাদুড়

গ্রামের মাথায় বটগাছে
১৫টি পেঁচা ও ১২টি
পায়রা থাকত । ওদের
মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় ।
পায়রার দল পেঁচারদলকে
দেখিয়ে দেখিয়ে বলে আমরা দিনের
বেলায় বেড়ানোর সময়, তোমরা গাছের
কোটরে লুকিয়ে বসেছো, দিনের আলোতেও
তোমরা কিছু দখতে পাওনা 'এ কথা
পেঁচাদের খুব খারাপ লাগলো । ওরাও
ছাড়লো না । পেঁচার দল ক্রোধে ফোঁস করতে করতে বললো 'তোমাদের ও
চোখের দোষ আছে । আমরা আঁধার রাতে খেলাধুলা করার সময় তোমরা গাছের
ডালে বসে বক-বকুম করছ ।

দুই দলের মধ্যে ঝগড়া বেড়ে যাওয়ায় বাদুড় তাদের নিরস্ত
করতে এগিয়ে এল । উভয় দলকে ডেকে ডাক্তার
বাদুড় বলল "ঝগড়া ঝাটি কর না । একের পর
এক জন এস ।
তোমাদর সকলের চোখ পরীক্ষা করবো" ।

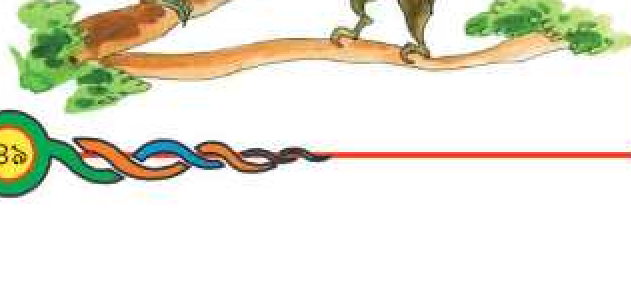

সকলের চোখ পরীক্ষা করে বাদুড় বললো 'তোমাদর সকলের চোখের দোষ আছে। এর জন্য ওষুধ কাজ করবেনা তোমাদর চশমা নিতে হবে।

এখন বল ক'টা চশমা দরকার ?

পায়রাদের জন্য		১২টা চশমা
পেঁচাদের জন্য		১৫টা চশমা
মোট	=	২৭টা চশমা

যোগ কিভাবে করা হল দেখো। এসো, কাঠির সাহায্যে যোগ করবো।

পায়রা ১২টি + পেঁচা ১৫টি

১দশ ২এক + ১দশ ৫এক

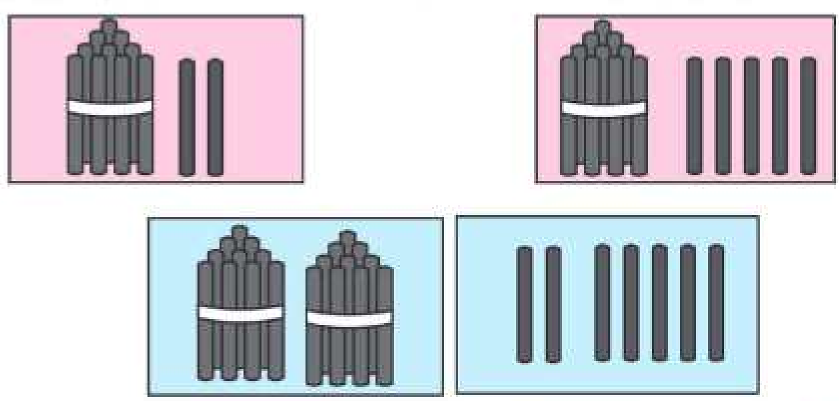

২দশক + ৭এক = ২৭

১২= ১দশ ২এক

+১৫= ১দশ ৫এক

২৭ = ২দশ ৭এক

	দশক	একক
	১	২
+	১	৫
	২	৭

প্রত্যেকদিন সকালে কবিতা ও রমেশ নিজেদের বাগান থেকে ফুল তোলে । এক দিন কবিতা ৩১টি গাঁদাফুল ও রমেশ ২৮টি টগর ফুল তুললো । সে দিন কবিতা ও রমেশ মোট কত ফুল তুললো ?

কবিতা তুলেছিল 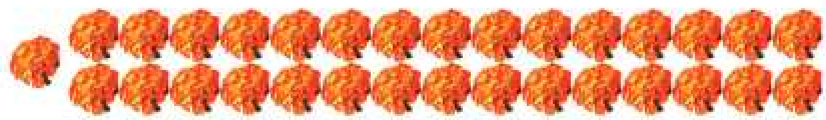

রমেশ তুলেছিল

আমরা এ ভাবে লিখতে পারি :

কবিতার তোলা ফুলের সংখ্যা = ৩১

রমেশের তোলা ফুলের সংখ্যা = ২৮.

উভয়ের মোট ফুলের সংখ্যা = ৫৯

	দশক	একক
	৩	১
+	২	৮
	৫	৯

কবিতা ও রমেশ মিলে ৫৯টি ফুল তুলেছিল ।

একটি ডালায় ২৫টি ফুল ও আর একটি ডালায় ১৭টি ফুল । সেই দুটি ডালায় মোট কটা ফুল আছে ?

প্রথম ডালায় =

\+ দ্বিতীয় ডালায় = 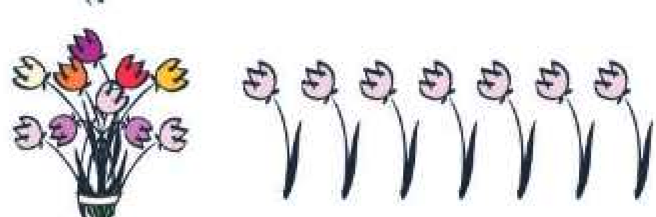

মোট =

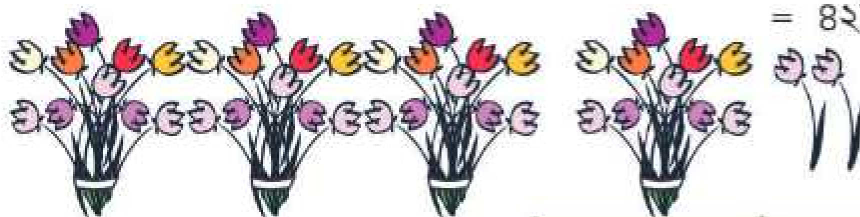 = ৪২টি ফুল

এখানে

২৫ = ২ দশ ও ৫ এক

১৭ = ১ দশ ও ৭ এক

	দশক	একক
	২	৫
+	১	৭
	৩ দশ	১২ (বা ১দশ ২এক)
	৪ দশ	২ এক

● চিত্র দেখে বুঝ ও উত্তর লেখো ।

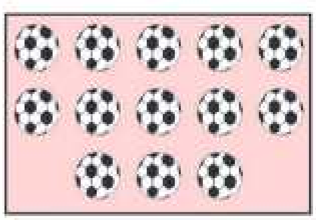 + 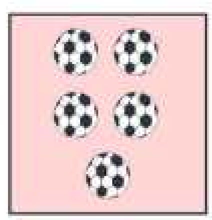 = 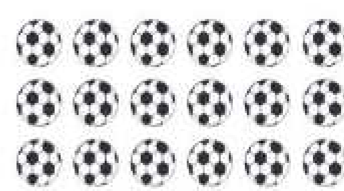

১৩   ৫   ১৮

+ 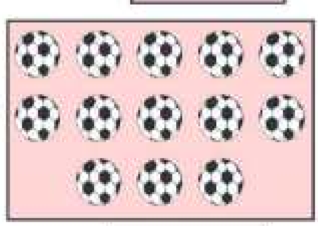 =

৫   ১৩   ______

আমরা জানলাম ১৩ + ৫ = ৫ + ১৩

৬+৩ = ——   ৩+৬ = ——

দুটি সংখ্যার ক্রম বদলে যোগ করলে যোগফল সমান থাকবে ।

অভ্যাস কার্য্য

১. খালিস্থানে যোগফল লেখ ।

(ক) ২৫ + ৩৪ = ____	(খ) ৪১ + ৫৮ = ____	(গ) ৬০ + ২৯ = ____
(ঘ) ২৫ + ৩০ = ____	(ঙ) ৩৯ + ৫৪ = ____	(চ) ৭৭ + ১৬ = ____

২. খালি ঘর পূরন কর ।

(ক) ৩২ + ১৫ + ২১ = ☐	(খ) ১১ + ১০ + ৬৫ = ☐	(গ) ২২ + ৬ + ৫১ = ☐
(ঘ) ৩৩ + ১২ + ২৪ = ☐	(ঙ) ১ + ১৩ + ৬২ = ☐	৯ + ১৫ + ২৪ = ☐

৩. উদাহরন দেখে খালি ঘর পূরন কর ।

৪৮+ ১৬ = ৬৪

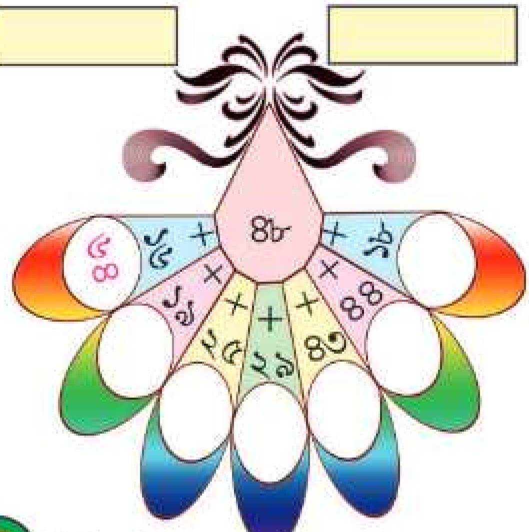

৪. বিড়াল কোন সংখ্যা লেখার পরে মাছটি খেতে পারবে ?

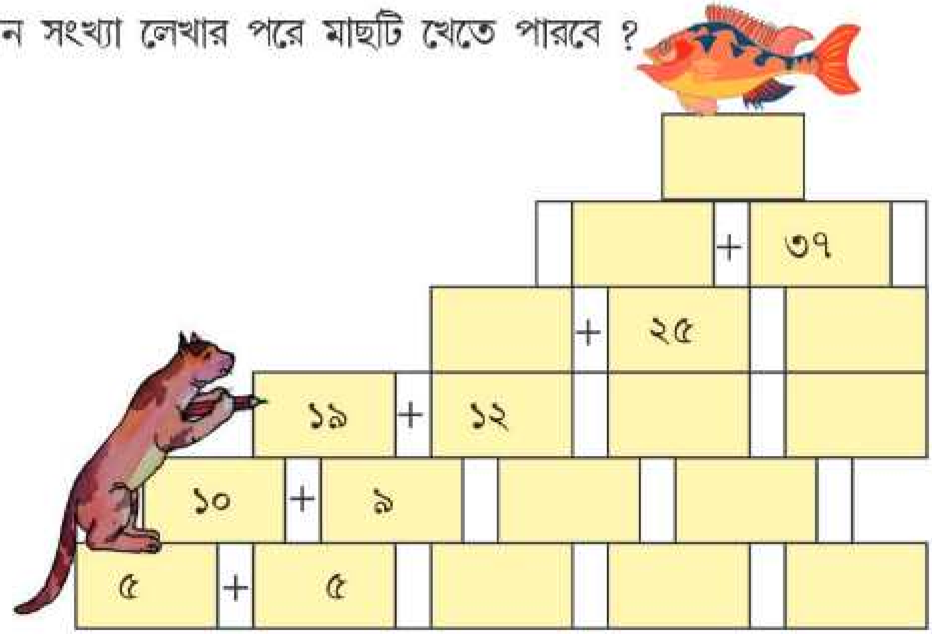

৫. নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর যোগ করে দেখাও ।

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় কামরা মিলে ক'জন ?	৫৪ + ৩১ = ৮৫
খ) তৃতীয় ও চতুর্থ কামরা মিলে ক'জন ?	☐ + ☐ = ☐
গ) পঞ্চম ও ষষ্ঠ কামরা মিলে ক'জন ?	☐ + ☐ = ☐
ঘ) প্রথম ও ষষ্ঠ কামরা মিলে ক'জন ?	☐ + ☐ = ☐
ঙ) প্রথম ও দ্বিতীয় কামরা মিলে ক'জন ?	☐ + ☐ = ☐

৬. কোন দু টি ছোট গাড়ির লোক, কোন বড় গাড়ীতে যেতে পারবে লেখ ।

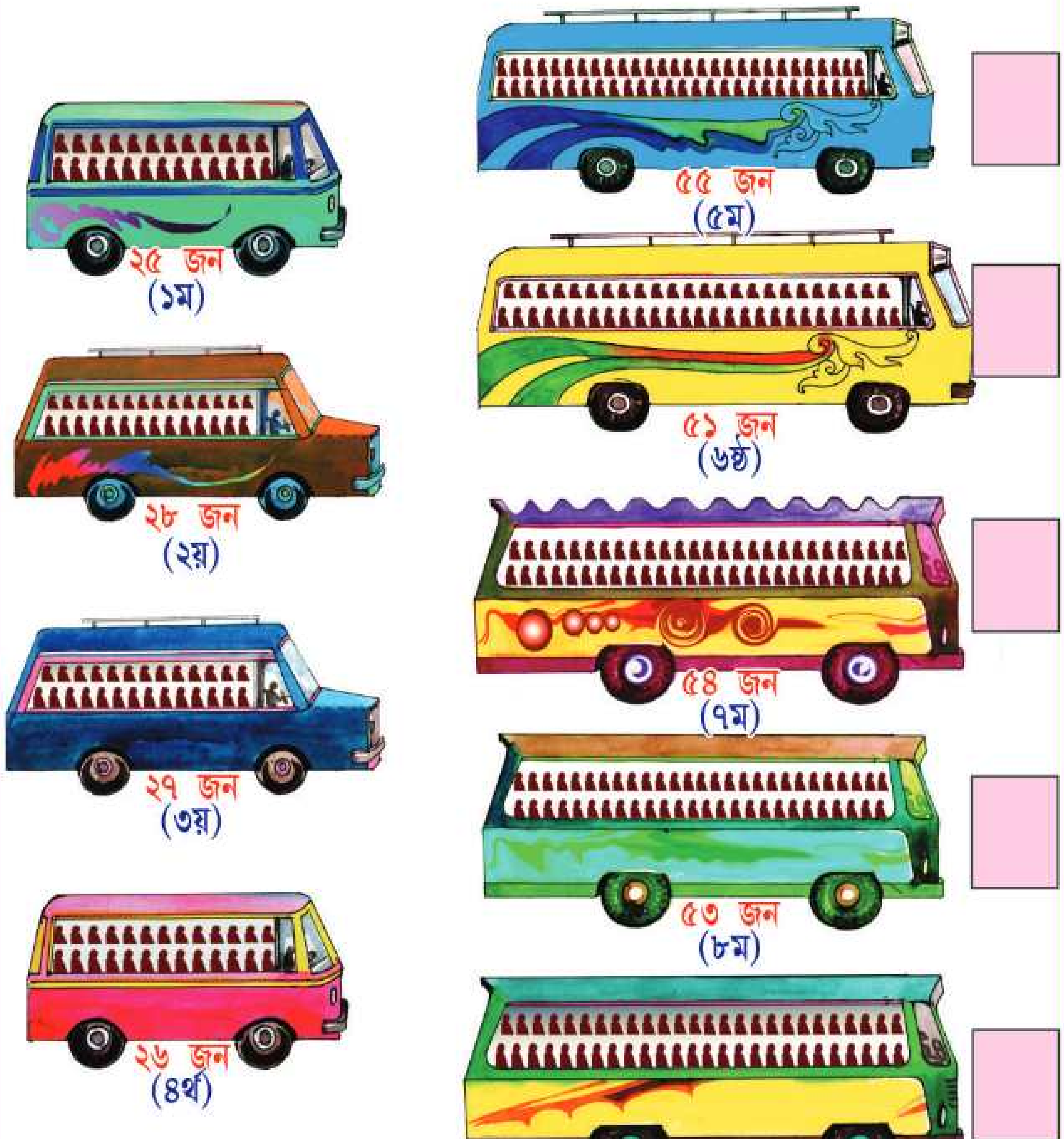

৭. বন্ধু দুটিকে চেনাও ।

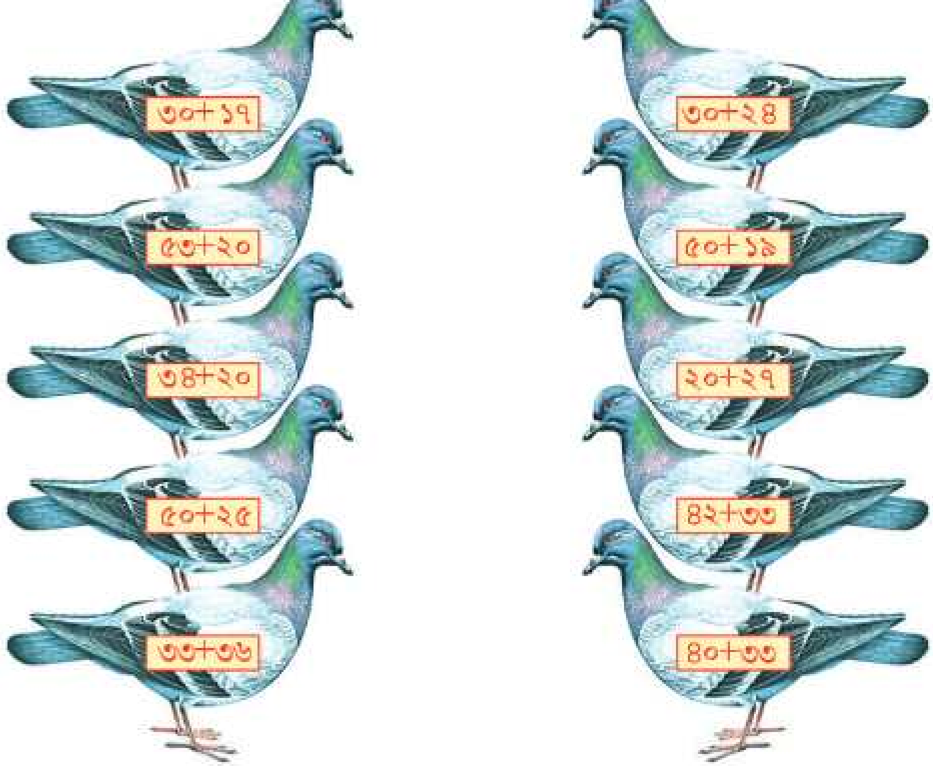

৮. প্রদত্ত তালিকা থেকে যেকোন দুটি করে অঙ্ক নিয়ে সংখ্যা তৈরী কর ।

....

....

সেখান থেকে দুটি করে সংখ্যা নিয়ে তাদের যোগফল নির্ণয় কর ।

☐ + ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

☐ + ☐ = ☐

এই প্রকার আর কতগুলো যোগ করতে পারবে কর ।

৯. 'ক' স্তম্ভের কোন জোড়া জিনিসের দামের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের কোন জোড়া জিনিসের দাম সমান ?

"ক"

৩৫ টাকা + ২৫ টাকা

৬০

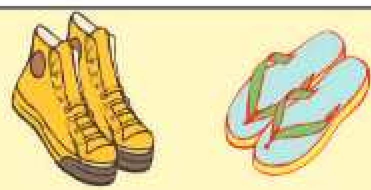

৪৮ টাকা + ৩৩ টাকা

৬৫ টাকা + ২৮ টাকা

৬৬ টাকা + ২৪ টাকা

৬৯ টাকা + ২৬ টাকা

"খ"

৫৮ টাকা + ৩৭ টাকা

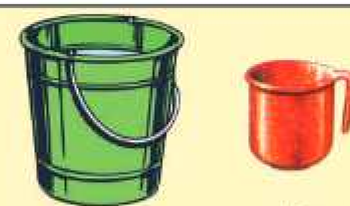

৫৪ টাকা + ২৭ টাকা

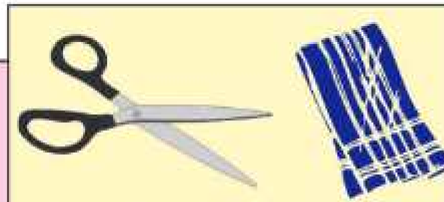

৩৮ টাকা + ২২ টাকা

৭১ টাকা + ২২ টাকা

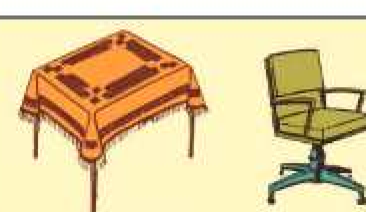

৫৫ টাকা + ৩৫ টাকা

নীচে একটা চিত্র দেওয়া হয়েছে। রামু ও তার বন্ধুরা খেলছে। বলকে ব্যাট দিয়ে ধীরে ধীরে মেরে উপরে উঠাচ্ছে। বল তলায় পড়বেনা। প্রত্যেক খেলোয়াড় কে দুবার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রথমে রামু খেললো। প্রথমে সে ব্যাটে বল মেরে ১৪ বার উপরে উঠালো। দ্বিতীয় বার ৫বার উঠাল। তবে রামু মোট কতবার বল উপরে উঠালো, হিসাব করে বল। অন্য বন্ধুরা খেললো। কে মোট কতবার ব্যাটে করে বল মেরেছে নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। ছবি দেখে উত্তর লেখ।

- খেলায় কে জিতলো ? ☐
- কে হারলো ? ☐

১১. একটি ডালায় ২৫টি ফুল ও আর একটি ডালায় ১৭টি ফুল আছে । ওই দুটো ডালায় মোট ক'টা ফুল আছে ?

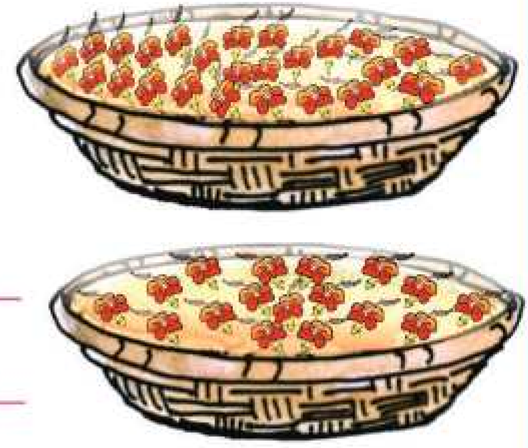

একটা ডালায় ফুলের সংখ্যা = ——

অন্য আর একটি ডালায় থাকা ফুলের সংখ্যা = ——

দু টি ডালায় মোট ফুলের সংখ্যা = —— + —— = ——

মোট ফুল আছে = ——

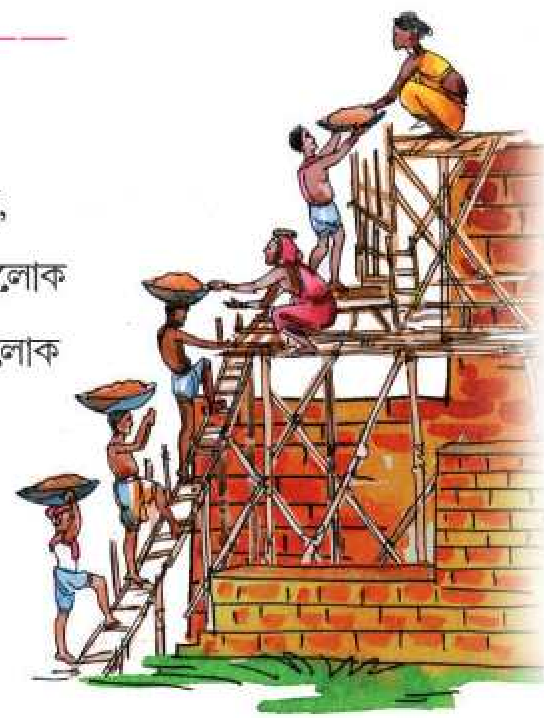

১২. একটা ঘর তৈরীর জন্য প্রথম দিন ২৫জন, দ্বিতীয় দিনে ২৩জন ও তৃতীয় দিনে ২১ জন লোক কাজ করে ছিল । তবে তিন দিনে মোট কত লোক কাজ করে ছিল ?

উত্তর -

প্রথম দিনে কাজের লোক সংখ্যা = ☐

দ্বিতীয় দিন কাজের লোক সংখ্যা = ☐

তৃতীয় দিন কাজের লোক সংখ্যা = ☐

তিনদিনে মোট কাজ করার লোক সংখ্যা = ☐ + ☐ + ☐ = ☐

১৩. একটা জেলে প্রথম দিন ১৪টি, দ্বিতীয় দিন ২১টি ও তৃতীয় দিন ২৩টি মাছ ধরলো। তিনদিনে মোট সে কতটা মাছ ধরলো ?

উত্তর :

প্রথম দিন সে মাছ ধরেছিল = ১৪

দ্বিতীয় দিন সে মাছ ধরেছিল = ☐

তৃতীয় দিন সে মাছ ধরেছিল = ☐

তিন দিনে ধরা মোট মাছের সংখ্যা = ☐ + ☐ + ☐ = ☐

১৪. একটি থলিতে ২৩টি পেয়ারা ও ২৫টি আতা আছে। সেই থলিতে মোট ক'টি ফল আছে ?

১৫. একটা ট্রাকটারে ৩৪ বস্তা সিমেন্ট এল। আর একটা ট্রাকটারে ২১ বস্তা সিমেন্ট এল। এই দুটো ট্রাক্টরে মোট কত বস্তা সিমেন্ট এল ?

১৬. একটি পেটিতে ২৬টি ও আর একটা পেটিত ২২টি চক আছে। উভয় পেটিত মোট কতগুলো চক আছে ?

১৭. তুমি একটি বইয়ের দোকান থেকে একটি বই একটি কলম কিনলে। দোকানীকে বইয়ের জন্য ২৭টাকা, কলমের জন্যে ১২টাকা দিলে। দোকানীকে কত টাকা মোট দিলে ?

১৮. একটা মাঠে ১০টি গরু, ১২টি বলদ ও ৬টি বাছুর চরছিলো। তবে ওই মাঠে চরে বেড়ানো বলদ ও বাছুরের মোট সংখ্যা কত ?

১৯. উদাহরন দেখে খালিস্থান পূরন কর ।

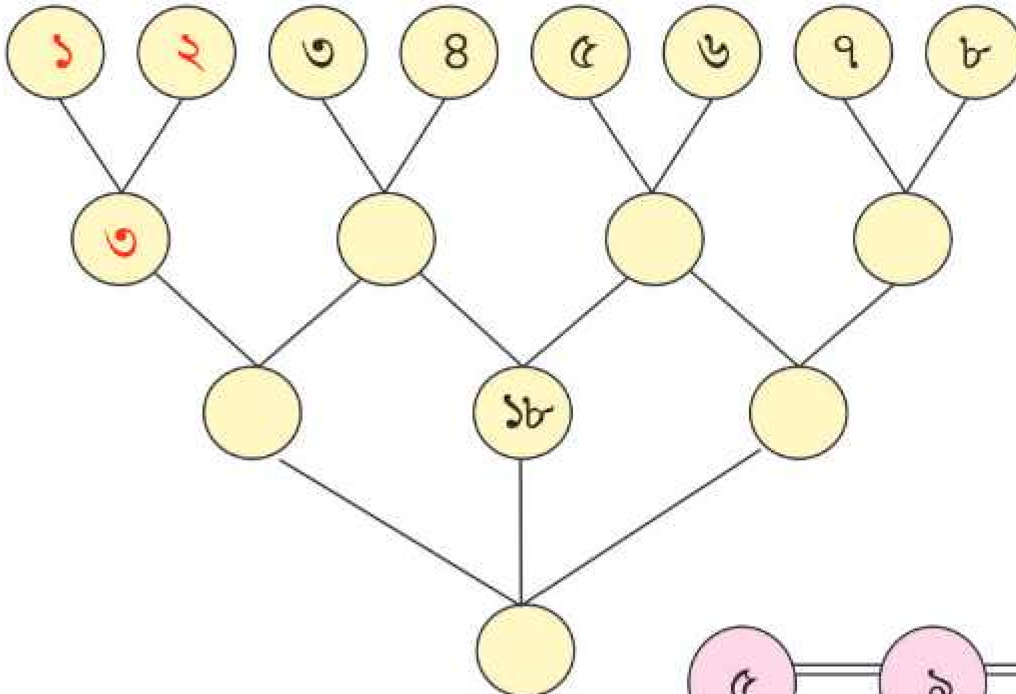

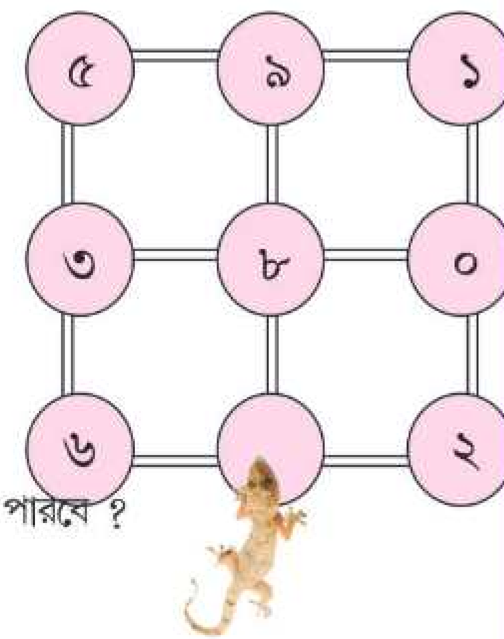

২০. টিকটিকি একটা গর্তথেকে আর একটা গর্তের যাচ্ছে । প্রত্যেক গর্তে পোকা লুকিয়ে আছে । কোন গর্তে কত পোকা আছে সংখ্যাতে দেখান হয়েছে । এখন চিত্র দেখো ও লেখো ।

ক) কোন রাস্তা দিয়ে গেলে সে ১৬টি পোকা খেতে পারবে ?

( ) + ( ) + ( )

খ) কোন রাস্তা দিয়ে গেলে টিকটিকি ১৮টি পোকা খেতে পারবে ?

( ) + ( ) + ( )

গ) কোন রাস্তা দিয়ে গেলে টিকটিকি ২২টি পোকা খেতে পারবে ?

( ) + ( ) + ( )

২১. উদাহরণের মত খালিস্থান পূরন কর ।

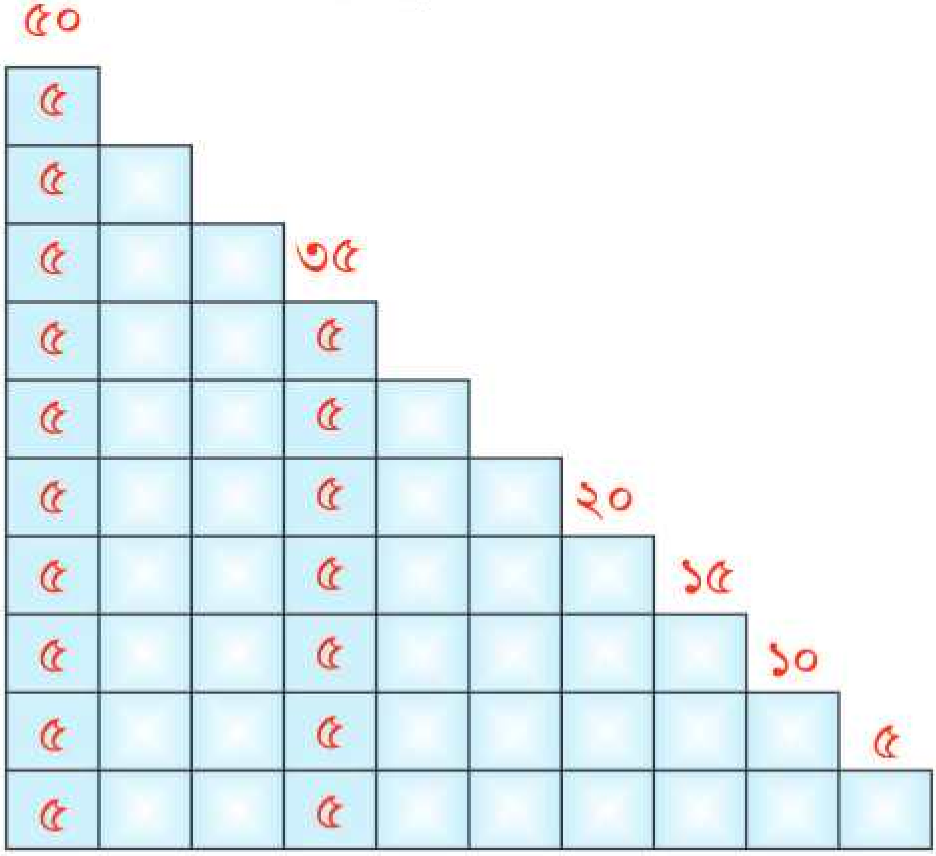

২২. উদাহরণের মত খালিস্থান পূরন কর ।

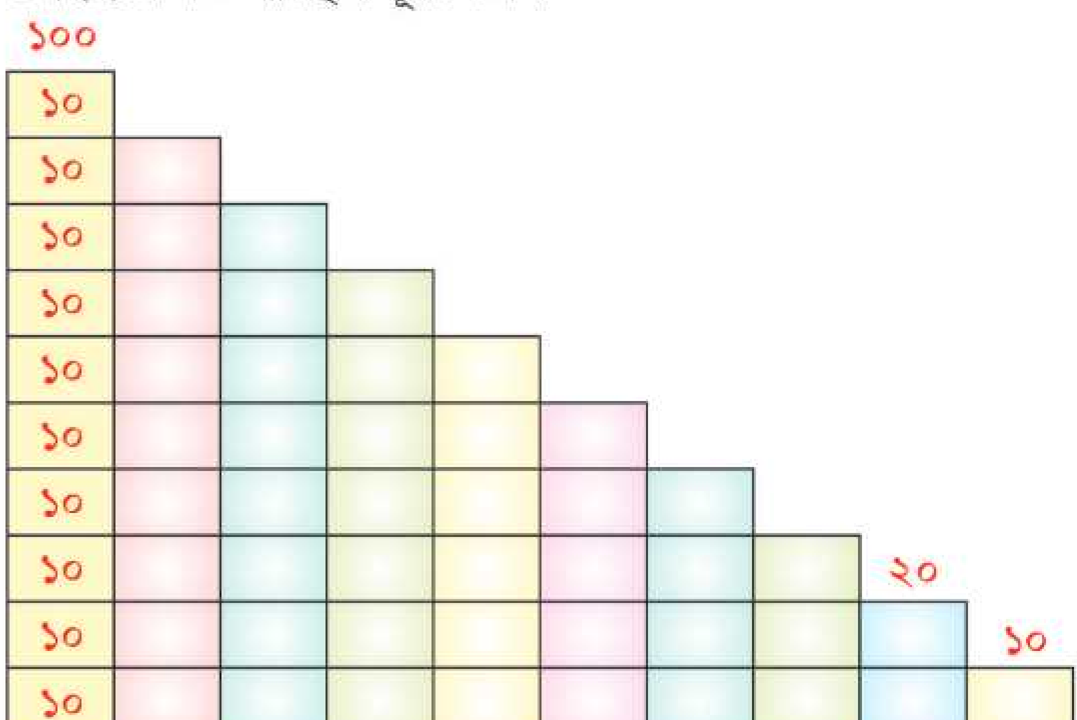

২৩. নীচে দেখানো চিত্র বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মিশিয়ে ডান দিক থেকে বাঁদিকে, নীচের দিক থেকে উপর কিম্বা উপর থেকে নীচে এবং কোন থেকে কান মিশিয়ে যোগ ফল লেখো ।

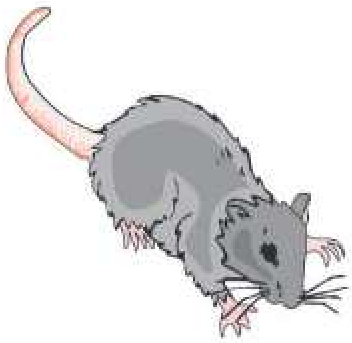

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

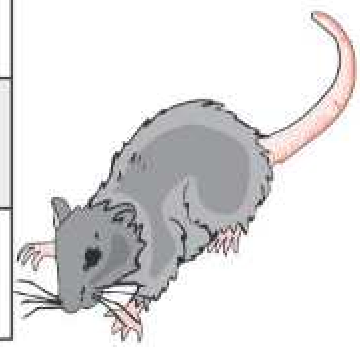

২৪. মনে মনে হিসাব করে বল ও পরে ডান দিকের কুঠরিতে লেখ ।

ক) তোমার কাছে ১১টি খাতা ছিল । বাবা তোমার জন্যে আরো ৫টি খাতা আনলেন । তোমার কটা খাতা হলো ?

খ) রোজির কাছে ১৪টি লাল পেন্সিল ও ১২টি কালো পেন্সিল ছিল । ওর কাছে মোট কটি পেন্সিল ছিল ?

গ) একটা বাগানে ২২টি আমগাছ ও ১৭টি নারিকেল গাছ আছে । বাগানে মোট কটি গাছ আছে ?

ঘ) একটা আলমারিতে ১২টি লাল শাড়ী, ১১টি কালো শাড়ী ও ৪টা সাদা রং-এর শাড়ী আছে । তবে সেখান মোট কটা শাড়ী আছে ?

ঙ) একটা বাসে ২১জন পুরুষ, ১৩জন মহিলা এবং ১২জন শিশু ছিল । তবে বাসে মোট কজন লোক ছিল ?

চ) মুনার বয়স ২৪ । কুনা ওর থেকে ৫ বছরের বড় । তবে কুনার বয়স কত ?

ছ) একটা শ্রেনীত ১৭ জন বালক ও ১৫জন বালিকা । তবে সেই শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত ?

বিয়োগ করবো

জল খাওয়ার আশায় একটা কাক, একটি একটি নুড়ি নিয়ে মাটির কলসিতে ফেল ছিল । তার নজরে পড়লো একটা থলির ওপর । সে ভাবলো একটা একটা নুড়ি নিয়ে কলসিতে ফেললে দেরি হবে, থলিতে বেশি নুড়ি নিয়ে কলসিতে ফেললে জল শীঘ্র উঠে আসবে । আর দেরি না করে একসঙ্গে ১৭টি নুড়ি নিয়ে কলসির মুখ তাড়াতাড়ি করে ঢেলে দিলো । থলির সব নুড়ি কলসির ভিতর না পড়ে ৫টি নুড়ি বাইরে পড়ল । কাক খুব মন খারাপ করলো ।

ক' টা নুড়ি মাটির কলসিতে পড়লো ? সে একটু ভাবলো । পেঁচা এসব দেখ ছিল । ও ভাবলো বোকা কাক বিয়োগ করলেই জানত পারবে ।

এখন তোমরা বল-

- কাক থলিতে কত নুড়ি এনেছিল ?
- ক' টা নুড়ি কলসির বাইরে পড়লো ?
- ক' টা নুড়ি কলসির ভিতরে পড়লো ?

শিক্ষকদের জন্য সূচনা :- এই প্রশ্নগুলিকে জিজ্ঞাসা করে আলোচনা করার সময় সত্যিকারের নুড়ি এনে বিয়োগ কিভাবে করা হয় বুঝিয়ে দেবেন ।

এস, দেখব, কেমন কলসির মধ্যে পড়ে থাকা গুড়ির সংখ্যা জানা যায় ।

থলিতে নুড়ি ছিল, ১৭টি = ১দশ ৭ এক

কলসির বাইরে - ৫টি পড়েছিলো

প্রথম সোপান (একক ঘরের অংকের বিয়োগ)
১৭ সংখ্যার একক ঘরে ৭ অঙ্ক আছে । বিয়োগ করার সংখ্যার একক ঘরে ৫ আছে । ৭ থেকে ৫ গেলে ২ বাড়বে ।

একক	দশক
১	৭
–	৫
	২

দ্বিতীয় সোপান- (দশক ঘর অংকের বিয়োগ)
সেইরকম ১৭র দশক ঘরে ১ অংক আছে । ৫এর দশক ঘরে কিছু নেই ।

অতএব ১৭ দশক ঘরে থাকা অংক থেকে কিছু বিয়োগ করা হল না ।
দশক ঘরের বিয়োগফল হল ১
শেষে বিয়োগফল পেলাম ১ দশ ২এক বা ১২

একক	দশক
১	৭
–	৫
১	২

● তোমার মা বাগান থেকে কিছু আম তুলে এনে রেখে ছিলেন । একদিন দেখা গেল ১৫টি আম পচে নষ্ট হয়ে গেছে । তব ক' টা আম ভাল রইল ?

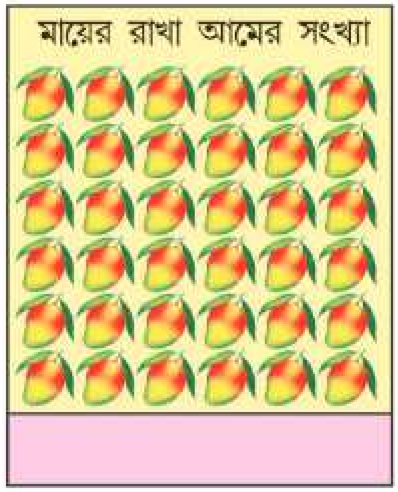

মায়ের রাখা আমের সংখ্যা	=		=		দশ		এক
পচে নষ্ট হয়ে যাওয়া আমের সংখ্যা	=		=		দশ		এক
ভালো আমের সংখ্যা	=		=		দশ		এক

আমরা জানতে পারলাম বিয়োগ করার সময় প্রথমে একক ঘরের অঙ্কগুলোর বিয়োগ করা হয় তার পর দশক ঘরে থাকা অংকের বিয়োগ করা হয় ।

শিক্ষকদের জন্য সুচনা :- এভাবে অনেক উদাহরন দিয়ে বিয়োগ অভ্যেস করাবেন । বারবার অভ্যাস করার ফলে মনে মনে বিয়োগ অভ্যাস করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ।

এক বুড়ীমাসী একটা ডালাতে ৩২টি কলা নিয়ে হাট থেকে ফির ছিল । রোদ্দুরে ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়লো । এমন সময় একটা বাঁদর ডালা থেকে কলা খেতে শুরু করল । খসখস শব্দ শুনে বুড়ীর ঘুম ভেঙে গেল ।

এই দেখে বাঁদর ১৫টি কলার একটি ফেনা নিয়ে গাছের উপরে লাফ মারলো । তাহলে বল, বুড়ীমাসী কটা কলা নিয়ে বাড়ি ফিরলো ?

ডালাতে কলার সংখ্যা = ৩২

বাঁদরের নিয়ে থাকা কলার সংখ্যা = ১৫

৩২ এ একক ঘর সংখ্যা কত ? ____________

১৫ তে একক ঘর সংখ্যা কত ? ____________

২ থেকে ৫ বিয়োগ করা যাবেনা । তবে কি করবো ?

দশক ঘর থেকে একদশ ধার আনব ও একক ঘরের সংখ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দেব ।

১ দশ ও ২এক = ১০ এক ও ২ এক =............................ এক

এখন ১২এক থেকে ৫ এক বিয়োগ করলে = ১২এক ৫এক =................ এক

৩২ এর দশক ঘর থাকা ৩দশ থেকে ১দশ কে একক ঘরে ধার নেওয়া হয়ে ছিল, অতএব ওখানে বেড়েছিল ২দশ ।

দশক	একক
৩	২
- ১	৫

দশক	একক
২	১০
৩	২
- ১	৫
	৭

দশক	একক
২	১০
৩	২
- ১	৫
= ১	৭
= ১৭	

উদাহরন - আয়েশা তোমার মতো দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখাপড়া করে । একবার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাদের শ্রেণীতে ক'জন বালক আছে ?

ওই শ্রেনীতে মোট ৪৫জন বাচ্চাদের মধ্যে ৩২জন বালিকা ।

সমাধান-শ্রেণীতে মোট বাচ্চাদের সংখ্যা = ☐ জন = ☐ দশ ☐ এক

বালিকাদের সংখ্যা = ☐ জন = ☐ দশ ☐ এক

বালকদের সংখ্যা = ☐ জন = ☐ দশ ☐ এক

∴ ওই শ্রেণীর বালকদের সংখ্যা হচ্ছে ....

অভ্যাস কার্য্য

১. বিয়োগ ফল খালি স্থানে লেখ ।

(ক) ১৪ − ২ = ____

(খ) ১৭ − ৪ = ____

(গ) ২৬ − ৫ = ____

(ঘ) ৩৮ − ৬ = ____

(ঙ) ৫৪ − ৪ = ____

(চ) ৮৯ − ৭ = ____

২. খালি স্থানে উত্তর লেখ ।

(ক) ১৪ − ১২ = ____

(খ) ১৯ − ১৩ = ____

(গ) ২৭ − ১৭ = ____

৩. বিয়োগ করে উত্তর লেখ ।

ক) ১১ - ৭ = ______

খ) ১৬ - ৯ = ______

গ) ২৭ - ১৯ = ______

ঘ) ৩৫ - ১৮ = ______

ঙ) ৫০ - ১৫ = ______

চ) ৭২ - ৩৩ = ______

৪. খালি স্থান পূরন কর ।

ক) ২০, ১৮, ১৬, ১৪, ১২ ...., ...

খ) ২৪, ২১, ১৮, ১৫, ১২ ...., ...

গ) ৪৫, ৪০, ৩৫ ...., ..., ...

ঘ) ৪৫, ৪০, ৩৫ ...., ..., ...

৫. কলমের সঙ্গে ঠিক ক্যাপটি যোগ কর ।

ক স্তম্ভ   খ স্তম্ভ

৬. কোন ব্যাটে কোন বল ।

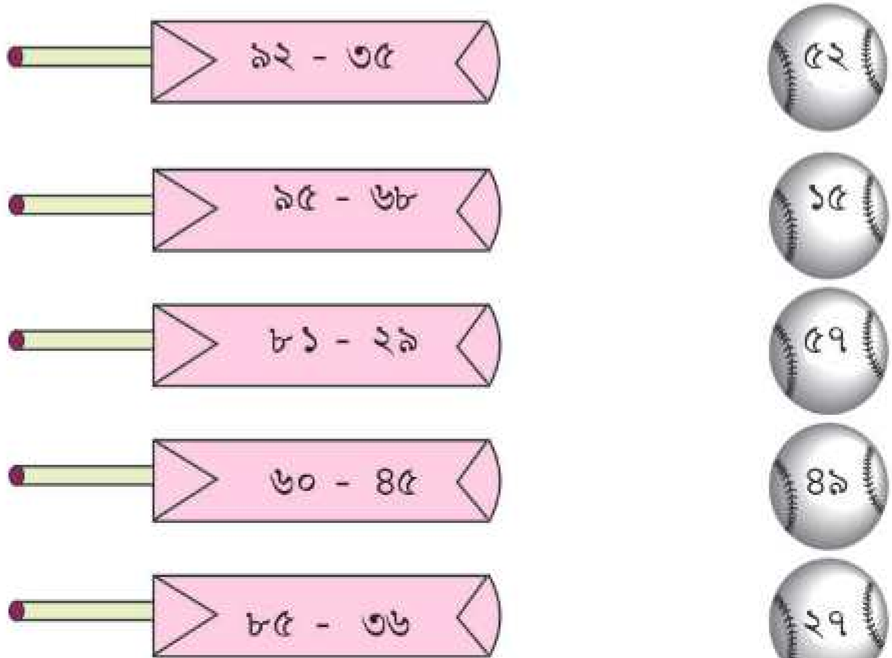

৭. একদিন হরিণ, জিরাফ, শেয়াল ও বাঁদর ক্রিকেট খেল ছিল । দুটি ইনিংসের প্রত্যেকর রান কার্ড এ লেখা হচ্ছিল । বাঁদর খেলায় হেরে গিয়ে খুব রেগে গেল ।

রেগে কিছু রান ঘষে মুছে দিল । এস ওখানে কি লেখা ছিল লিখে দেব ।

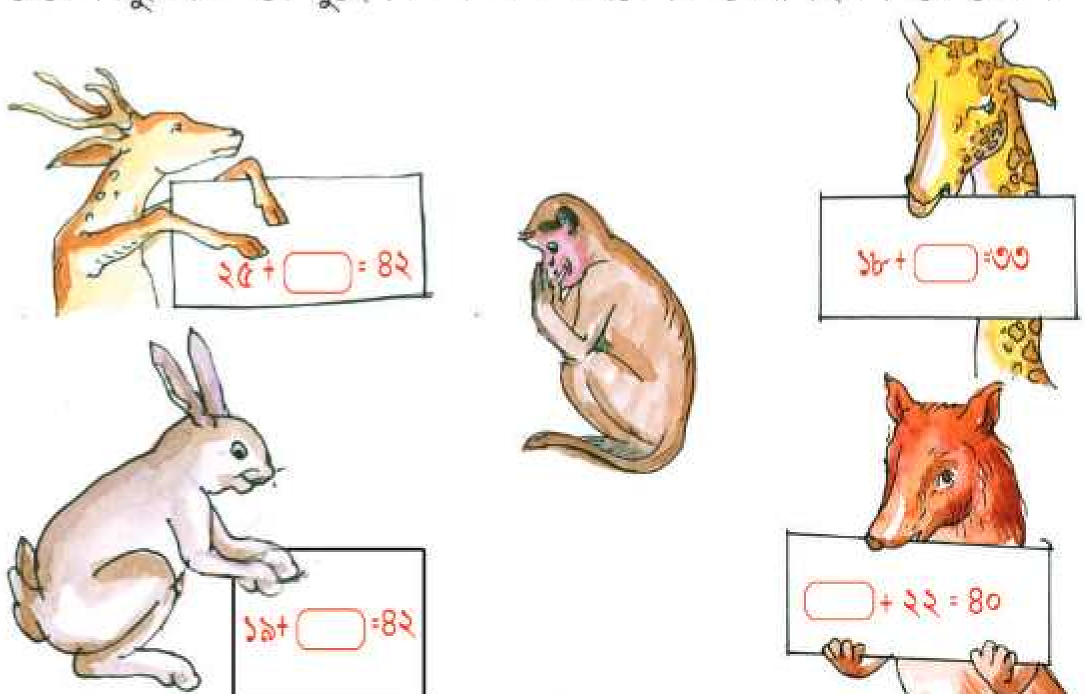

৮. দেখিয়ে দেওয়ার মতো খালি ঘরগুলো পূরণ কর ।

-	৫৮	৪১	৭৭	৩২	৪০	৬৭	৭৪
৭	৫১						৬৭
৬		৩৫					
৮							
৯							
৫							
৩							
৪							

৯. কার টুপি কোনটা দাগ টেনে দেখাও ।

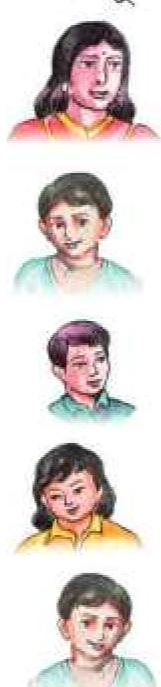

৩২ - ১৪

৪৩ - ২৮

৫৮ - ১৯

৬৫ - ১৯

৭৮ - ২৯

১০. যে কোনো দুটি ঘরের সংখ্যা কে নিয়ে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠন কর । সব থেকে বড় সংখ্যার থেকে সব থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ কর ।

২	৩
৫	৬

একটি গাছে ৪৫টি নারিকেল ছিল । ৮টি নারিকেল ঝরে পড়লো । সে গাছে আর কটি নারিকেল রইল ?

সমাধান- গাছে থাকা নারিকেল সংখ্যা = ৪৫

ঝরে পড়া নারিকেল সংখ্যা = ☐

অবশিষ্ট গাছে থাকা নারিকেলের সংখ্যা = ☐ - ☐ = ☐

ওই গাছে আর ☐ টি নারিকেল রইল ।

১২. একটি শ্রেণীত ৪২জন বাচ্চা পড়ে । বৃষ্টির জন্যে ২৯জন বাচ্চা এসেছিলো । সে দিন ক'জন বাচ্চা বিদ্যালয়ে আসতে পারে নি ?

সমাধান- শ্রেণী বাচ্ছাদের সংখ্যা = ☐

উপস্থিত বাচ্চাদের সংখ্যা = ☐

আসতে না পারা বাচ্চাদের সংখ্যা= ☐ - ☐ = ☐

∴ সেদিন ☐ জন বাচ্চা বিদ্যালয়ে আসতে পারে নি ।

১৩. মনে মনে হিসাব করে উত্তর বল ও পরে ডান দিকে লেখো ।

ক) রাধার কাছে ১৫টি কুল ছিল । রেনু সেখান থেকে ৪টি কুল খেয়ে নিল । রাধার কাছে আর কটা কুল রইল ?

খ) তুলসীর বয়স ৩৪বছর । মাধবীর বয়স ৩৯ বছর । মাধবী তুলসীর চেয়ে কত বছরের বড় ?

গ) মা ১৪টি পিঠে তৈরী করলেন। তুমি ওখান থেকে ৬টি পিঠে খেলে । আর কটি পিঠে রইল ? __________

ঘ) একজন মাছ ওয়ালার কাছে ৪২টি মাছ ছিল । সেখান থেকে কিছুমাছ বিক্রি হয়ে গেল, শেষে ২৫টি মাছ রইল । তাহলে কটা মাছ বিক্রি হয়েছিল ? __________

ঙ) একটা বেলুন ওয়ালার কাছে ৩৩টি বেলুন ছিল । তার ৭টি বলুন ফেটে গেলো । আর কটা ভালো বেলুন রইল ? __________

চ) দীপাবলির দিন তোমার ঘরের বারান্দায় ৪৭টি মামবাতি জ্বলছিল । শেষে দেখা গেল ২৫টি মামবাতি জ্বলছে । তাহলে কটি মামবাতি নিভেছিল ? __________

ছ) এক ডিমবিক্রতোর কাছে ২০টি ডিম ছিল । তার ১০টা ডিম বিক্রি হল । তার ক' টা ডিম বাড়ল ? __________

১৪. যোগ বা বিয়োগ এর মধ্যে কোন কাজ করতে হবে লেখ ।

ক) একটা বাসে কিছু যাত্রী ছিল । তাদের মধ্যে কয়েক জন মহিলা ছিল । তবে ক' জন পুরুষ ছিল ? __________

খ) সরোজের কাছে কিছু বই ছিল ।
মদনের কাছে তার চেয়ে কিছু বেশি বই ছিল ।
তবে মদনের কাছে ক' খানা বই ছিল ? __________

গ) রুপার কাছে কিছু চকলেট ছিল । তার ভাই সেখান থেকে কয়েকটা খেয়েছিলো । তার কাছে আর ক' টা চকলেট রইল ? __________

ঘ) পাঠাগারে কিছু গল্পের বই ছিল । আবার কিছু বই কেনা হল । তবে সেখানে মোট কত বই হল ? __________

শিক্ষকদের জন্য সূচনা : মৌখিক উত্তর দেওয়ার সময় বাচ্চারা খাতা ও পেনসিলের সাহায্যে নেবে না । উত্তর দেবার জন্য তারা কি ভাবে তা বোঝাতে পারবে, শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেবেন ।

পাঠ- ১২

শূন্য যোগ করা ও বিয়োগ করা

সোমু ও জিনা মাটি চটক মাটির গুলি তৈরী করল । প্রত্যেক গুলির মাঝে একটি কাঠি দিয়ে সেগুলো রোদে শুকিয়ে কি সেগুলির উপরে রং দেওয়াতে সুন্দর দেখতে হল ।

সোমু তৈরী গুলি গুলো নিয়ে একটা মালা তৈরী করল । জিনা বললো 'মাটির গুলি নিয়ে আমরা একটা খেলা খেলবো । 'সে এক টুকড়ো সোলা আর নারকেলের কাঠি এনে, একটা গনণার ফ্রেম তৈরী করল ।

আমার মতো তুমি
গনণার ফ্রেম
তৈরী করতে পারবে ?

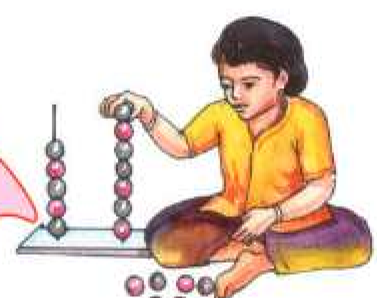

সোমু ও জিনা গনণার ফ্রেম আর মাটির গুলি নিয়ে সংখ্যা খেলা আরম্ভ করেদিল । জিনা একটা সংখ্যা লিখে দেখলো । সোনু ওকে গনণার ফ্রেম দেখাল ।

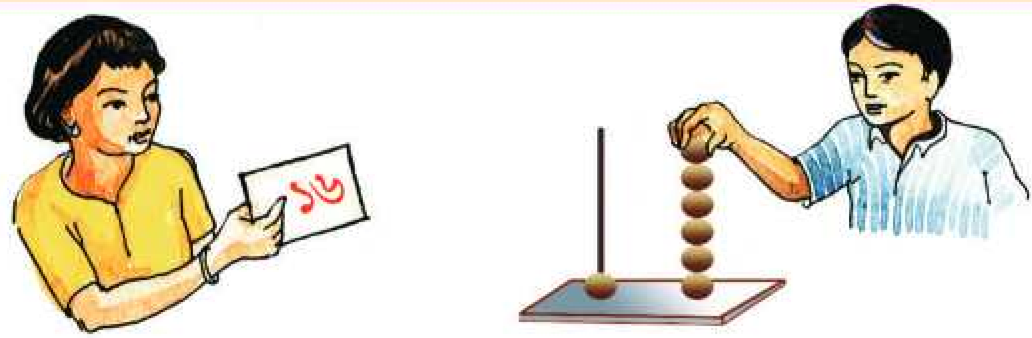

- কোন সংখ্যা কার্ডের সঙ্গে কোন গণনার ফ্রেম মিলবে জোড় ।

২৩   ৫৪   ৪০   ৩২

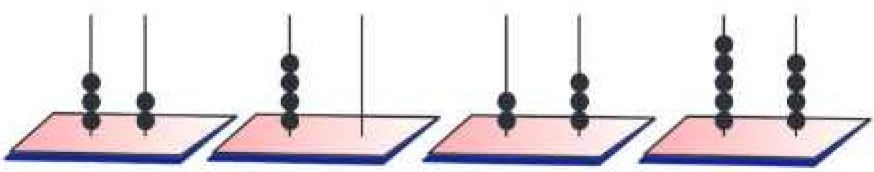

- সোমু ও জিনা আর একটা নতুন খেলা খেললো । তারা তৈরি করা মাটির গুলি উপরে, দু প্রকার রং দিল সোমু বললো, 'এবার আমার পালা । আমি সংখ্যা কার্ড দেখবো । জিনা রাজি হল ।

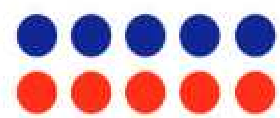

৬ + ৩ = ৯

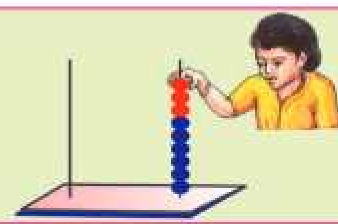

১২ + ২৪ = ৩৬

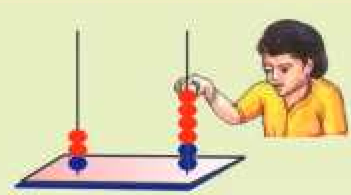

৩৫ + ০ =৩৫

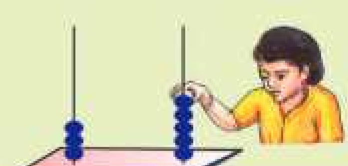

যোগ কিভাবে করা হবে উভয়ে চিন্তায় পড়লো। চুটকি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে জিনাকে বলল, 'শূন্যের কিছু অর্থ নেই। ৩৫-এ শূন্য মিশানোর অর্থ, ৩৫এ কিছু যোগ করা হবে না।

খালি ঘরে উত্তর লেখ ৩৫+০ = ...

- নিম্নসহ সংখ্যা দুটি কিভাবে যোগ করা হবে, গনণার ফ্রেমে দেখাও। গনণার ফ্রেমে নীচের খালি ঘরে যোগফল কত হল লেখো।

২৪ + ০   ৩২ + ০   ১১ + ০   ৩০ + ০

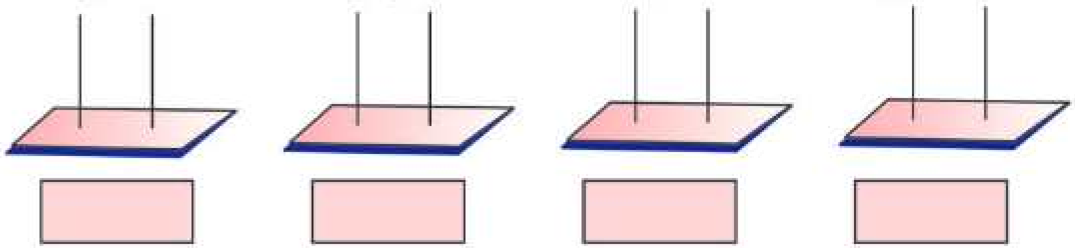

আমরা কি জানলাম ?

যেকোন সংখ্যায় ০ যোগ করলে, যোগফল ওই সংখ্যায়ই হয়।

ক্রিকেট খেলায় মজা --

বড়দিনের জন্যে বিদ্যালয়ে ছুটি। বাচ্চার ক্রিকেট খেলতে বেরোল। লাগ লাগ দুদিন ম্যাচ। চুটকি, বিল্লু, জর্জ, মিকি, সিনি, লকি ও বাবলু প্রভৃতি সকলের হাতে ব্যাট আর বল। দু দিন ম্যাচ হলো কে কত রান সংগ্রহ করলো তা হিসেব করো।

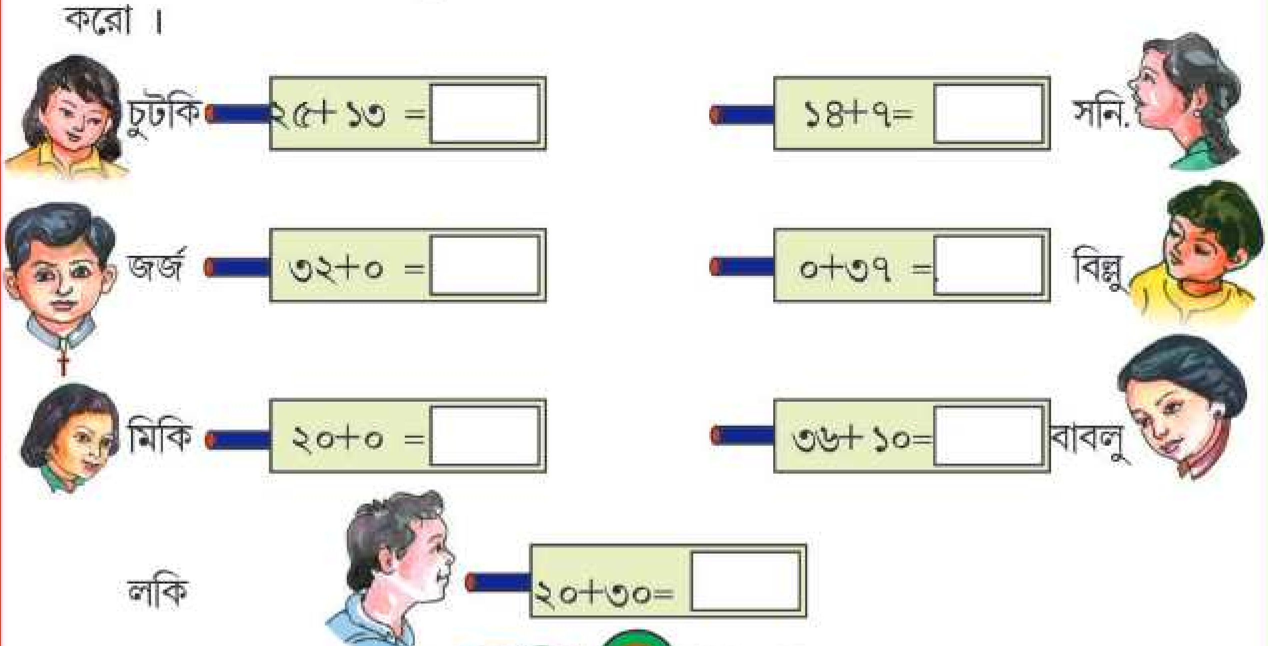

তুমি হিসাব করে বল, দু দিনে কে মোট কত রান সংগ্রহ করেছে ?

- কে সবচেয়ে বেশি রান করেছে ?
- কে সবচেয়ে কম রান করেছে ?

লুডু খেলা--

জিনা ও সোমু লুডু খেলতে শুরু করল । নিজে একটি ডায়েস নিয়ে ছ'র পাশে ১,২,৩,৪,৫,০ লিখল ।

১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

- দুই জনের দান ১০০র উপরে রইল ।
- ডায়াসে যে সংখ্যা পড়বে দান ৩৩ পিছনে যাবে ।
- যে প্রথমে গিয়ে ১এ পৌছবে সে বিজয়ী হবে ।

তুমি এই খেলাটি তোমার বন্ধুর সঙ্গে খেল ।

প্রত্যেক বার ডায়েসে এ কোন সংখ্যা পড়ল ও তুমি কোন সংখ্যায় পৌছলে নীচে লেখো ।

ডায়েসে শূন্য সংখ্যা পড়লে দানটি কেন পেছনে এল না বল ।

- নীচে দেওয়া উদাহরন গুলো দেখ । কার জন্য যোগ ও কার জন্যে বিয়োগ বল ।

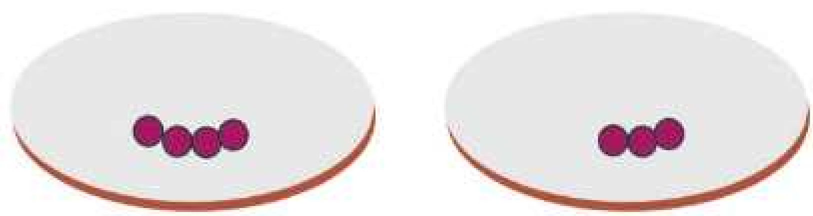

লক্ষ্য কর, প্রথম প্লেটে ৪টি লাড্ডু আছে, দ্বিতীয় প্লেটে ৩টি লাড্ডু আছে ।
দুটি প্লেট মোট কটি লাড্ডু আছে ?

দুটি প্লেটে মোট ৪+৩ = ৭টি লাড্ডু আছে

১ম প্লেটে ২য় প্লেট থেকে কটা বেশী লাড্ডু আছে ?

৪-৩ = ☐ টি লাড্ডু ।

- নিম্ন প্রদত্ত যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়াকে নিয়ে একটি করে বাস্তব ঘটনার উদাহরন দাও ।

৪+২ = ৬　　৫-৩ = ২　　৫-৫ = ০

● নিম্ন প্রদত্ত চিত্রটি দেখো । এই চিত্রটি লক্ষ্যকরে যোগ বা বিয়োগ সংক্রান্ত গল্পটা পড় ।

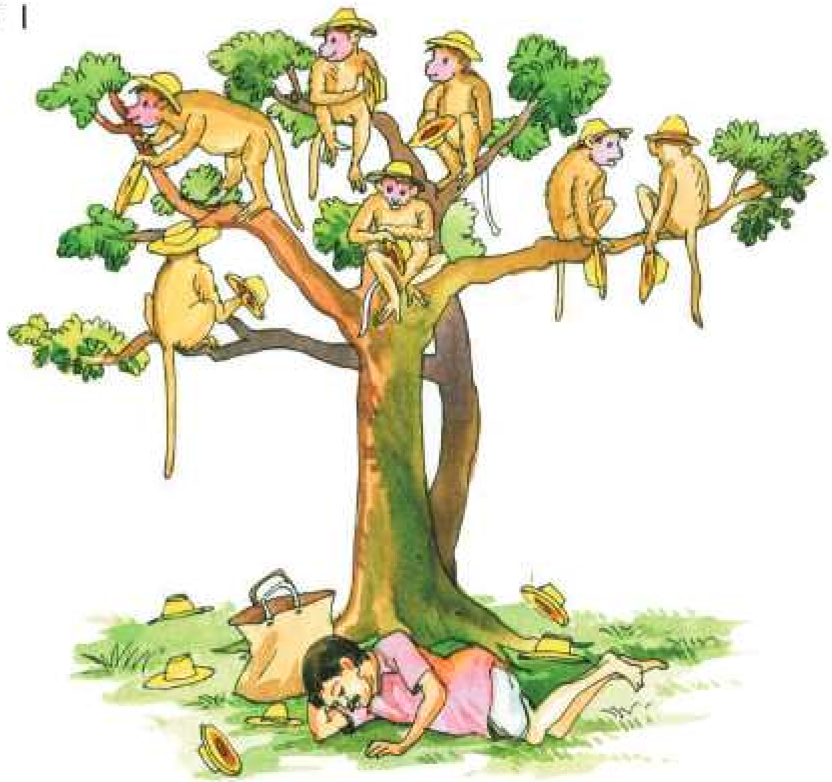

একবার এক টুপি বিক্রেতা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে গাছের নীচে বসে পড়ল । ধীরে ধীরে সে ঘুমিয় পড়ল । গাছের উপরের বাঁদরেরা টুপি বিক্রেতার ব্যাগ খুলে টুপি বের করে নিল । বাঁদরদের কাছে ১৪টি টুপি ছিল । গাছের নীচে ৬টি টুপি পড়েছিল । টুপি বিক্রেতার ঘুম ভেঙে গেল । দেখলো, বাঁদরেরা কতগুলো টুপি নিয়ে গেছে । তার পরে.........

তুমি এই গল্পটির পরের অংশ নিজে লেখো ।

এই গল্পটির নিয়ে আমরা যোগ বিয়োগ সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত কথাগুলো

- ব্যাগ মোট ২০টি টুপি ছিল । বাঁদরেরা ১৪টি টুপী নিয়ে গেল । অন্য টুপিগুলো বাঁদরেরা বাইরে ফেলে দিল । ক'টা টুপি বাঁদরেরা ছুড়ে ফেলল ?
- বাঁদরদের নেওয়া টুপির সংখ্যা, ছুঁড়ে ফেলা টুপির সংখ্যা থেকে কত বেশী ?
- বাঁদরদের কাছে ১৪টি টুপি আছে । নীচে পড়ে আছে ৬টি টুপি । তাহলে টুপি বিক্রেতার কাছে মোট কতগুলো টুপি ছিল ?

চিত্র দেখে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ।

● এবার নিম্ন চিত্রটি দেখো । চিত্রটি দেখে গল্পটি ভাব । তুমি গল্প সম্বন্ধে যা ভাবলে তা শ্রেণীগৃহে বল ।

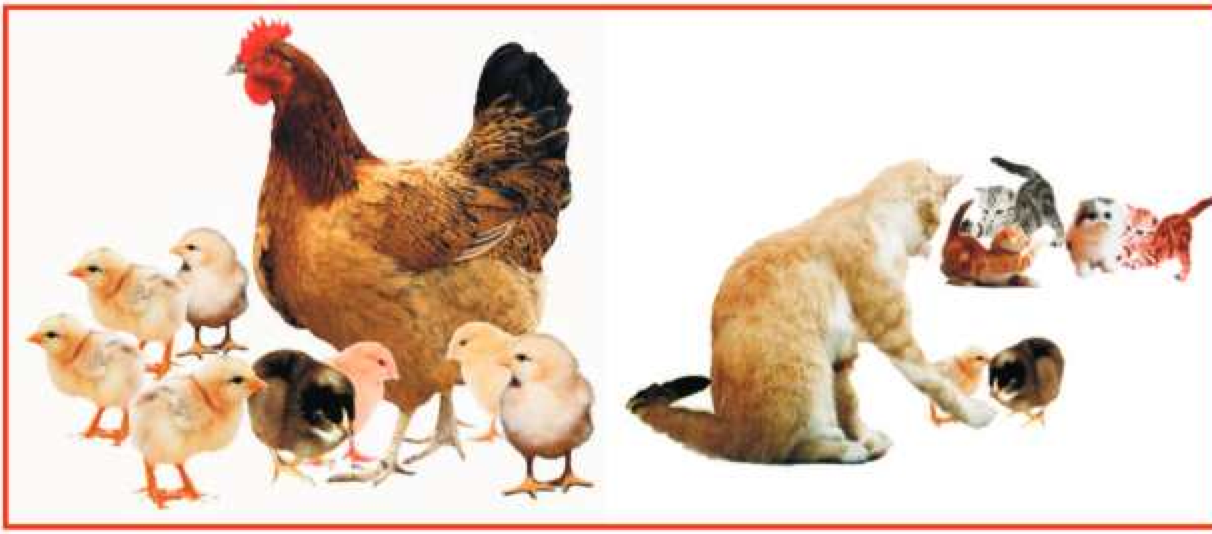

এই চিত্রটি নিয়ে যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করে তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর

....

....

....

● মন্টু ও পিন্টু বাজারে গেলো । দুজনে মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিলো ।

মন্টুর মা দিলেন । পিন্টুর মা দিলেন ।

উপরের চিত্র দেখে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ।

● মন্টুর কাছে কত টাকা আছে ?...

● পিন্টুর কাছে কত টাকা আছে ?...

লক্ষ্যকর, মন্টুর কাছে তিনটি দশ টাকার নোট আছে।

১০টাকা + ১০টাকা + ১০টাকা = ৩০টাকা

- পিন্টুর কাছে কত টাকা আছে হিসাব করে লেখো। ____________
- কার কাছে বেশী টাকা আছে ? ____________
- মন্টুর কাছে পিন্টুর থেকে কত টাকা বেশী আছে ? ____________
- দুজনের কাছে মোট কত টাকা আছে ? ____________

নিচের লেখা সংখ্যাগুলি গনণা ফ্রেমের উপরে গোল করে দেখাও।

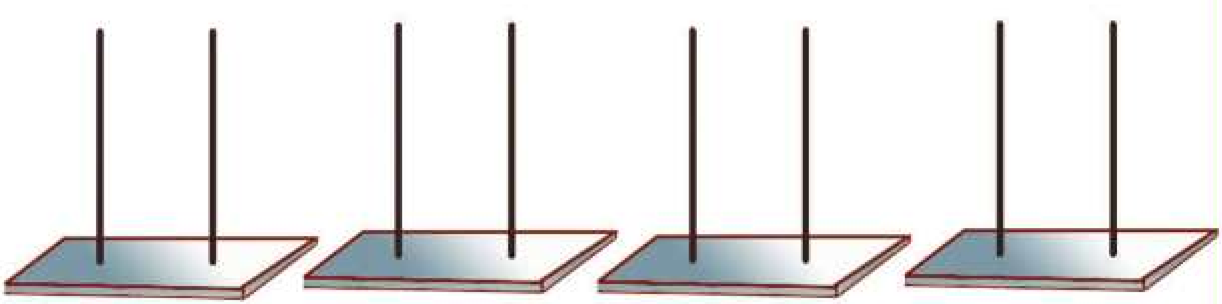

২৫ ৩০ ৭ ৪৪

২. খালি ঘরে উত্তর লেখ ।

ক) + = ☐ টাকা

খ) + = ☐ টাকা

গ) + = ☐ টাকা

৩. কোন প্রশ্নের জন্য কোন উত্তর হবে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাও ।

মহেশের কাছে ৫টি চকলেট আছে । রীতার কাছে ওর থেকে ৩টি বেশি আছে । রীতার কাছে কটা চকলেট আছে ?	৫ - ৩ = ২
মহেশের কাছে ৫টি চকলেট আছে । রীতার কাছে ৩টি চকলেট আছে । মহেশের কাছে রীতার চেয়ে কটি বেশি চকলেট আছে ?	৮ - ৩ = ৫
রীতার কাছে ৮টি চকলেট আছে । মহেশের কাছে ৩টি চকলেট আছে । মহেশের কাছে রিতার চেয়ে কটা কম আছে ?	৮ - ৫ = ৩
মহেশের কাছে ৫টি চকলেট আছে । রীতার কাছে ৮টি চকলেট আছে । মহেশ আর কটা চকলেট পেলে রীতার সঙ্গে সমান হবে ?	৫ + ৩ = ৮

৪. নীচে জিনিসগুলোর দাম দেওয়া হয়েছে । এগুলো দেখে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ।

২৫টাকা   ৩০টাকা   ১০টাকা   ৪০টাকা

ক) কলম ও রঙের বাক্স কিনলে কতটাকা দিতে হবে ? ____________

খ) চপ্পল ও গল্পের বই কেনার জন্য কত টাকা দরকার ? ____________

গ) তোমার কাছে ৪০টাকা আছে । তুমি কোন দুটো জিনিস কিনতে পারবে ? ____________

ঘ) তুমি রঙের বাক্স কিনে দোকানীকে ৫০টাকা দিলে । ____________

সে তোমাকে কত টাকা ফেরত দেবে ?

মেশানোর বদলে গুনন প্রক্রিয়া

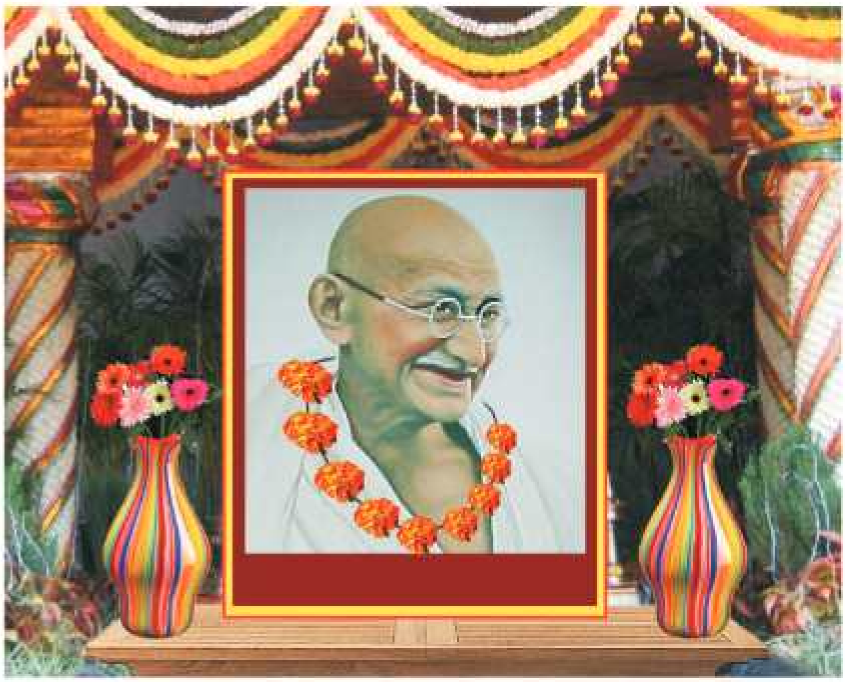

গান্ধী জয়ন্তীতে বিদ্যালয়ে সভার আয়োজন করা হলো । সুন্দর ভাবে সাজিয়ে মহাত্মা গান্ধীর ফটোতে ফুলের মালা দেওয়া হলো ।

উপরের ফটো দেখে লেখো ।

মহাত্মা গান্ধীকে দেওয়া হারে ফুলের সংখ্যা =........................

১ম ফুলদানীতে কটা ফুল আছে ?

২য় ফুলদানীতে কটা ফুল আছে ?

এখানে ৯টি ফুলে একটি হার । ৭টি ফুলে একটা ফুলদানী সাজানো হয়েছে । এক প্রকার একাধিক জিনিস নিয়ে একটা তোড়া তৈরী করা হয় ।

- দলে থাকা চিত্রগুলি কে গোন, সমান সংখ্যক চিত্র থাকা দলকে দাগ দিয়ে চেনাও ।

- প্রধান শিক্ষক বাগানে গিয়ে বললেন, যে শ্রেনীর বাচ্চাদের ফুল গাছের সংখ্যা বেশী হবে তাদের বার্ষিক উৎসবে পুরস্কার দেওয়া হবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর বাচ্ছারা বাগানে গিয়ে কেমনভাবে গাছ হিসাব করলো দেখ ।

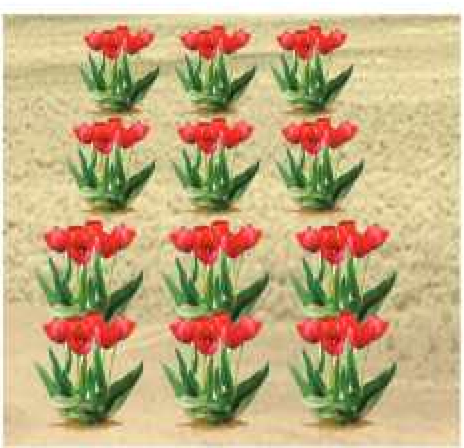

প্রত্যেক সারির গাছের সংখ্যা = ৩টি

সারির সংখ্যা = ৪টি

৪টি ৩কে মিশালে ৩+৩+৩+৩ কত হবে ?

৩+৩+৩+৩ =

৬+৩+৩ =

৯+৩ = ১২

তবে ফলের গাছের সংখ্যা কত ?

খালি ঘর পুরন কর ।

প্রত্যেক সারিতে থাকা গাছের সংখ্যা = ৪

সারির সংখ্যা = ৪

মোট গাছের সংখ্যা = ৪+৪+৪+৪ = ...

সমুদায় .... গাছ আছে ।

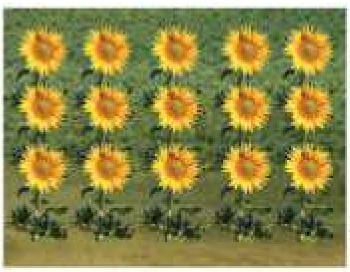

প্রত্যেক সারিতে সূর্যমুখী ফুলের সংখ্যা =

সারির সংখ্যা =

মোট ফুলের সংখ্যা= ☐ + ☐ + ☐ = ☐

শিক্ষকদের জন্য সূচনা : একটা সংখ্যা দিয়ে বার বার যোগ করার জন্যে শিক্ষক বারবার সুযোগ সৃষ্টি করবেন । আয়োজনে বিভিন্ন বস্তু (নুড়ি, ফল, বিচি, কাঠি) দিয়ে এই কাজ করা হবে ।

স্বাধীনতা দিবসের প্যারেড শেষ হলো । প্রধান শিক্ষক ভাষন দেওয়ার পরে প্রত্যেক শ্রেণীর মনিটার কে নিজের নিজের শ্রেণীর বাচ্চাদের সংখ্যা হিসেব করতে বললেন । বাচ্চাদের সংখ্যা দেখে মিষ্টি দেওয়া হবে ।

কে কিভাবে, বাচ্চাদের সংখ্যা হিসেব করলো দেখো।

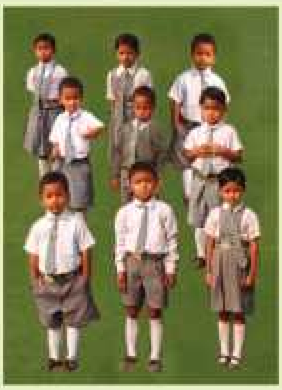

প্রথম শ্রেনীর মনিটার হিসাব করলো :

প্রত্যেক সারির বাচ্চাদের সংখ্যা = ৩

সারির সংখ্যা = ৩

মোট বাচ্চাদের সংখ্যা = ৩+৩+৩ = ৯

দ্বিতীয় শ্রেনীর মনিটার হিসাব করলো :

প্রত্যেক সারির বাচ্চাদের সংখ্যা = ৫

সারির সংখ্যা = ৩

মোট বাচ্চাদের সংখ্যা = ৫+৫+৫ = ১৫

৩টি ৫এর যোগফল যা, ৫এর ৩গুন তাই।

অতএব ৫ এর ৩গুন = ১৫

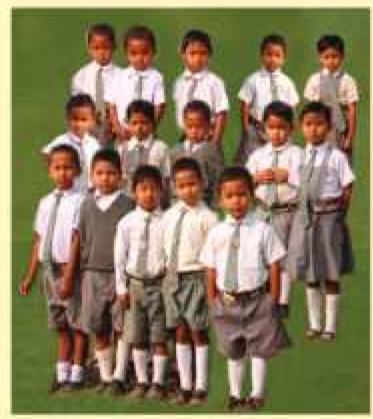

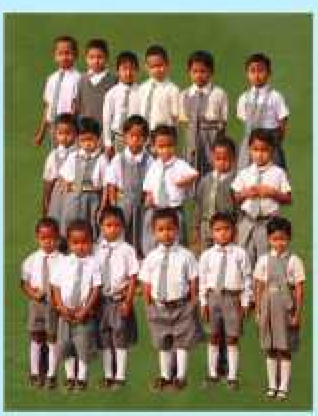

দ্বিতীয় শ্রেনীর মনিটার হিসাব করলো :

প্রত্যেক সারির বাচ্চাদর সংখ্যা = ৬

সারির সংখ্যা = ৩

মোট বাচ্চাদের সংখ্যা = ৬+৬+৬ = ১৮

তৃতীয় শ্রেনীর মোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা = ১৮

আমরা জানলাম,

৩+৩+৩ = ৩ এর ৩ গুন = ৩ x ৩ = ৯

৫+৫+৫ = ৫ এর ৩ গুন = ৫ x ৩ = ১৫

৬+৬+৬ = ৬ এর ৩ গুন = ৬ x ৩ = ১৮

● এখন বল ও লেখ

২ + ২ + ২ = ২ x ☐ = ☐

৪+৪+৪+৪+৪+৪= ৪ x ☐ = ☐

৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ৫ x ☐ = ☐

১০+১০+১০+১০+১০+১০+১০= ১০ x ☐ = ☐

	একটি ২ = ২	২ x ১ = ২
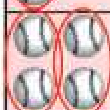	২টি ২ ২+২ =৪	২ x ২ = ৪
	৩টি ২এর যোগ ২+২+২ = ৬	২ x ৩ = ☐
	৪টি ২এর যোগ ২+২+২+২ = ৮	২ x ৪ = ☐
	৫টি ২এর যোগ	২ x ৫ = ☐
	৬টি ২এর যোগ	২ x ৬ = ☐
	৭টি ২এর যোগ	২ x ৭ = ☐
	৮টি ২এর যোগ	২ x ৮ = ☐
	৯টি ২এর যোগ	২ x ৯ = ☐
	১০টি ২এর যোগ	২ x ১০ = ☐

২ এর গুণন সারনী

		কেমন করে পড়ব
২ ২ এর ১গুন ২	২ ১ ২	দুই একে দুই
২ ২ - ৪ ২ এর ২গুন ৪	৪ ২ ২	দুই দু-গনে চার
২ ২ ২ - ৬ ২ এর ৩গুন ৬	৬ ৩ ২	দুই তিনে ছয়
২ ২ ২ ২ - ৮ ২ এর ৪গুন ৮	৮ ৪ ২	দুই চারে আট
২ ২ ২ ২ ২ ২ - ১০ ২ এর ৫গুন ১০	১০ ৫ ২	দুই পাঁচে দশ
২ ২ ২ ২ ২ ২ - ১২ ২ এর ৬গুন ১২	১২ ৬ ২	দুই ছয়ে বারা
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ - ১৪ ২ এর ৭গুন ১৪	১৪ ৭ ২	দুই সাতে চোদ্দ
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২- ১৬ ২ এর ৮গুন ১৬	১৬ ৮ ২	দুই আটে ষোল
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ - ১৮ ২ এর ৯গুন ১৮	১৮ ৯ ২	দুই নয়ে আঠারো
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ - ২০ ২ এর ১০গুন ২০	২০ ১০ ২	দুই দশে কুড়ি

একে এভাবে লিখব ।

২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২

সেই প্রকার ৩এর গুণন টেবিল কর ।

৩	৬	৯							
১	২	৩	৪	৫					
৩	৩	৩	৩	৩	৩				

শিক্ষকদের জন্য সূচনা : ২টি করে ১০বার নিয়ে ২এর গুণন টেবিল কিভাবে তৈরি হবে, তা বাচ্চারা করবে । সেভাব বস্তু নিয়ে ৩,৪,৫,১০ কে গুণন টেবিল তৈরি করা হবে । বাচ্চাদের গুণন টবিল মুখস্থ করার জন্যে উৎসাহিত করা যাবে না ।

১. খালি ঘর পূরন কর :-

ক) 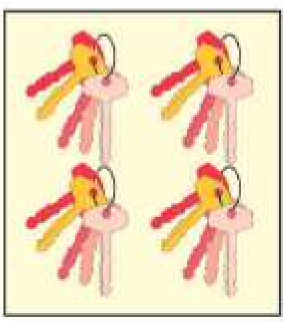

একটা চাবির গোছায় চাবি সংখ্যা =...............

গোছার সংখ্যা =...............

মোট চাবির সংখ্যা =...............X........=..........

খ) 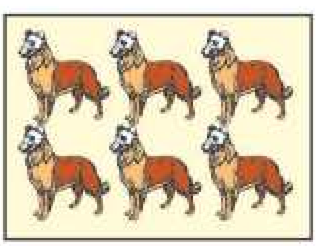

একটা কুকুরের পায়ের সংখ্যা=

কুকুর সংখ্যা =

৬টি কুকুরর মোট পায়ের সংখ্যা ....X.........=........

গ) 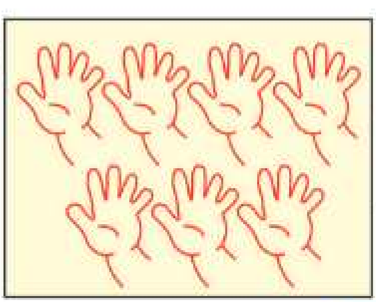

একটি হাতের আঙুলের সংখ্যা =.............

হাতের সংখ্যা =............

মোট আঙুলের সংখ্যা =...............X........=..........

২. খালি ঘর পূরণ কর ।

ক)

গুণন ক্রিয়া	প্রত্যেক দলে জিনিস সংখ্যা	দলের সংখ্যা	জিনিসের চিত্র
২ x ৩	২	৩	
৩ x ৩			
৪ x ২			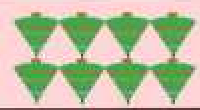
৫ x ২			
৬ x ২			

খ) খালি ঘরে উত্তর লেখ ।

৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪	৪ x ৫ = ২০
৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫	
৩ + ৩ + ৩ + ৩	
২ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২	
১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০	

গ) খালি ঘর পূরণ কর ।

৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪ =২০	৪ x ৫ = ২০
৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ২০	....
৩+৩+৩+৩+৩+৩ = ☐	....

৩. খালি ঘর পূরণ কর ।

ক) 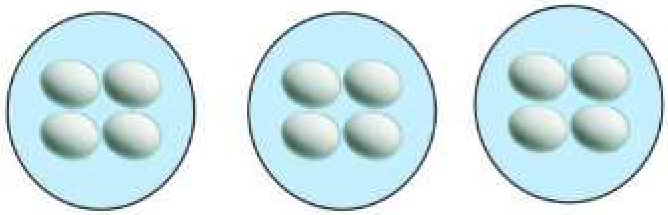

৪এর..................গুন = ...X...............=.......................

খ)

৫এর..................গুন = ...X...............=.......................

৪) গুণন করে খালি ঘর পূরণ কর ।

×	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১	২	৩	৪	৫	৬		৮		১০
২	২	৪								
৩										
৪										
৫										
১০										

এই প্রকার এক তালিকা তৈরী করে শ্রেনীগৃহে টাঙাও ।

৫. প্রশ্ন গুলোর উত্তর লেখ ।

ক)	একটা রিক্সার তিনটি চাকা, ৫টা রিক্সার ক' টা চাকা ?	একটা রিক্সার চাকার সংখ্যা =৩ ৫টা রিক্সার চাকার সংখ্যা = ৩ এর ৫গুন ৩ x ৫ = ১৫ ∴ ৫টি রিক্সার ১৫টি চাকা
খ)	একটা বেলুনের দাম ৪টাকা ৪টা বেলুনের দাম কত ?	
গ)	৩জন বাচ্চার ডান হাতে ক' টা আঙ্গুল ?	
ঘ)	৭টি কাঁকড়ার ক' টা পা ?	
ঙ)	৩টি সাইকেল ও চারটি রিক্সার মোট চাকার সংখ্যা কত ?	

৬. যে তালা যে চাবি তে খুলবে, দাগ টেনে দেখাও ।

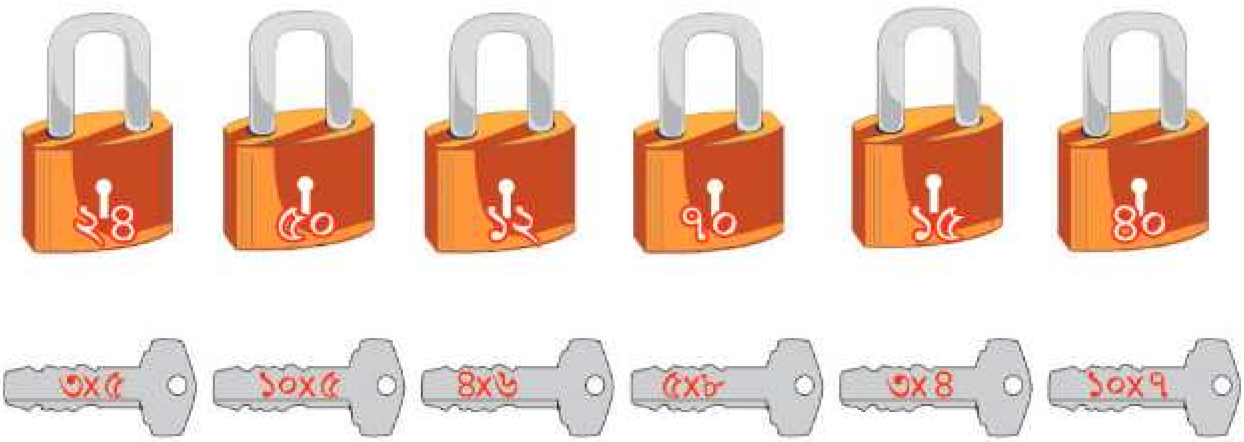

৭. বল ও উত্তর লেখ ।

ক) একটা গাড়ির ৪টি চাকা, ২টি গাড়ির ক টি চাকা ? ________

খ) একটি হাতে ৫টি আঙ্গুল, ৩টি হাতে কটি আঙ্গুল ? ________

গ) ৪এর ২গুন কত ? ________

ঘ) ১০এর ২গুন কত ? ________

ঙ) ৪এর ১০গুন কত ? ________

শিক্ষকদের জন্য সূচনা : মনে মনে হিসাব করে বলার জন্যে ২,৩,৪,৫ ও ১০ এর নামতা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন তৈরী করে শিক্ষক আলোচনা করতে পারবেন । এজন্য শ্রেণীতে কুইজ এর কাজও করা যেতে পারে ।

৮. আমি কে বল ?

ক) ২এর ৮গুন থেকে বেশী, ৩এর ৬গুন থেকে কম ? ________

খ) ৫এর ৪গুন থেকে কম, ৩এর ৬গুন থেকে বেশী ? ________

গ) ৫এর ৬গুন থেকে কম, ৪এর ৭গুন থেকে বেশী ? ________

ভাগ-১১

সমান ভাবে ভাগ করা

চিকু, মিকু, টুকু, তিন খরগোশ,
লিচু গাছ তলায় দাঁড়ালো এসে ।
তিন জনে মিলে মারল লাফ,
পেলনা কুল হোল কুপোকাত ।

চিকু, মিকুর হাতের উপরে বসি,
কুলের ডালে লাগালো আকসি ।
পাশে ছিলো ছোট খরগোশ টুকু,
মিকুর বগলে দিল কাতুকুতু ।

কাতুকুতুর পুলক কে সামলায়,
হেসে হেসে মিকু গড়াল তলায় ।
মজা দেখে টুকু মারল তালি,
গাছের ডালে চিকু রইল ঝুলি ।

ভেঙে গিয়ে ডাল পড়ল তলায়,
আঃ বোলে চিকু কোমর সামলায় ।

সেই ডালে ছিল নয় টি কুল,
ভাগ করায় লাগল গোল ।
বেশি খাব আমি কেউ বলে ছলে,
আমার জন্য কুল পড়ল তলে ।

শুন ছিল সব বাঁদর বসে,
এক লাফে পড়লো তলায় এসে ।
বসালো তাদের কান ধরে,
ভাগ করে দিল কুল সমান করে ।

এক একটা সবাইকে দিল,
আরো দেব, না কর হট্টগোল ।

আরো একটা একটা দিল
দু দুটো কুল সবার হল ।

শেষে একটা একটা দিল,
ভাগে তিনটা করে কুল পড়ল ।
দেখে বাঁদরের রীতি বন্টন,
অবাক হলো খরগোশ তিন জন ।

বাঁদরকে করলো তারা গুরু শেষে
করল প্রণাম সবাই এসে ।
জানলাম মোরা, ভাল এই কাজে
ভুলিবনা কভু, লাগবে কাজে ।

এখন বল ও লেখ....

- কত জন খরগোশ কুল খেতে গিয়েছিল ? __________
- গাছের ডাল থেকে ক'টা কুল পড়ল ? __________
- খরগোশ দের মধ্যে কেন ঝগড়া হল ? __________
- খরগোশ দের কুল কে ভাগ করে দিল ? __________
- বাঁন্দর কিভাবে কুল ভাগ করল ? __________
- প্রথমে ক'টা করে কুল দিল ? __________
- তারপর ক'টা করে কুল দিল ? __________
- শেষে ক'টা করে কুল দিল ? __________
- প্রত্যেকে ক'টা করে কুল পেল ? __________

মা কাঠবিড়ালী বাচ্চাদের মধ্যে আম বিতরন করছিল ।

মা কাঠবিড়ালী কটা করে আম দিয়েছে ? __________

আর কতবার আম দেবে ? __________

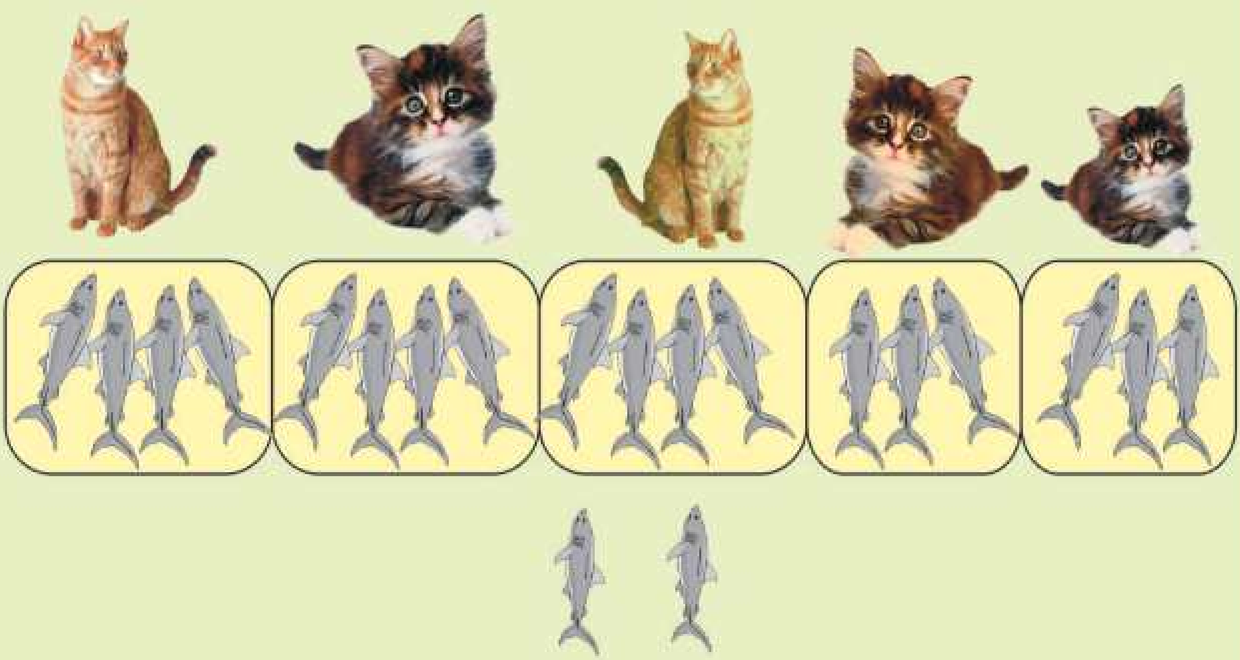

এই মাছ দুটি কোন কোন বেড়ালের থালাতে দেওয়া হবে দাগ দিয়ে চেনাও ?

বিতরন শেষ হলে একটা ভাগে কটা মাছ থাকবে ? __________

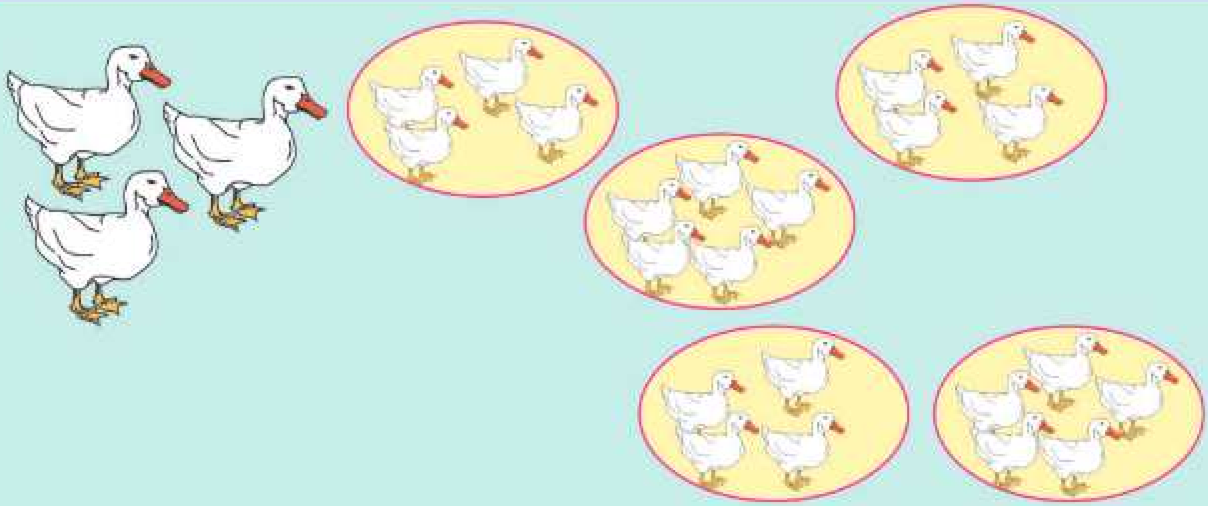

এই তিনটি হাঁস যে যে দলে গেলে সব দলে সমান হাঁস হবে, দাগটেনে তা চিনিয়ে দাও ।

- একটা দলে ৪টি ইঁদুর । কটি দলের গোলাকার তৈরী করা হবে বল ।

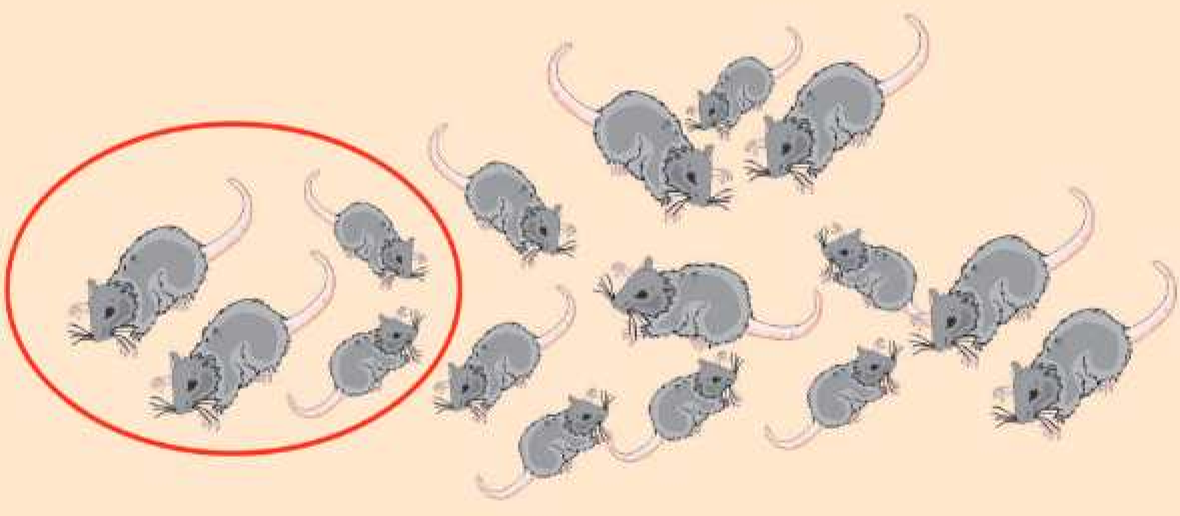

মোট দল সংখ্যা = ________

অভ্যাস কার্য্য

১. সূচনা অনুযায়ী দল গঠন কর ।

ক) তিনটি মুগীর বাচ্চাত একটা দল, ক টি দল হবে ?

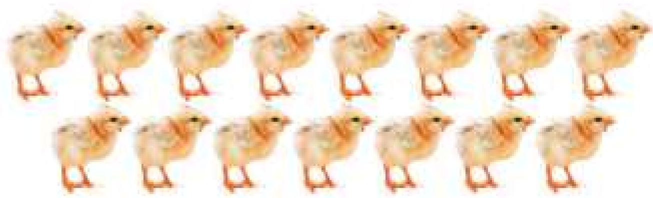

খ) ৫টি টিয়া পাখিতে একটা দল মোট দল সংখ্যা কত ?

গ) একটি বাচ্চাকে ৪টি চকলেট দিলে কত জন বাচ্চা খাবে ?

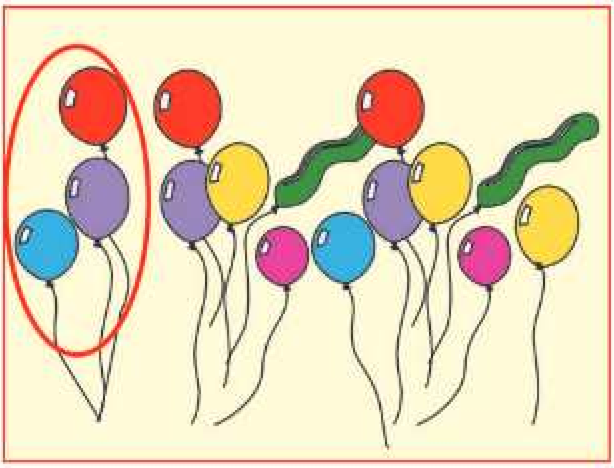

৩টি বেলুন নিয়ে একটা গুচ্ছ করলে.
.... টি গুচ্ছ হবে ?

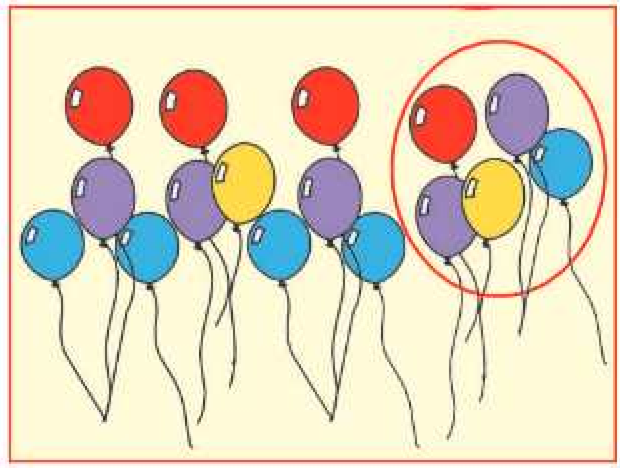

৫টি বেলুন নিয়ে একটা গুচ্ছ করলে.
.... টি গুচ্ছ হবে ?

২. নিজ ১৫টি বেলুনের ছবি আঁক । ৪টি বেলুন নিয়ে একটি গুচ্ছ কর ।

কটা গুচ্ছ করল ? ____________

কটা বেলুন বাড়ল ? ____________

টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া করবো

একদিন লালু তাঁর ঘর পরিস্কার করছিলো । পরিস্কার করার সময় একটা ডিব্বা পেলেন । সেটাতে আগের প্রচলিত কিছু মুদ্রা ও এখনকার কিছু মুদ্রা ছিল । এই সময়ে তাঁর নাতি এসে সেখান পৌঁচল । হাতের থেকে ডিবেটা টেনে নিল । নিতে নিতে ডিবেটা নীচে পড়ে গেল । মুদ্রাগুলো সব তলায় ছড়িয়ে পড়ল । নাতির খুসি আর ধরেনা । ও সেগুলো দেখল । দাদু একটা একটা করে মুদ্রা গুলো চিনিয়ে দিলেন এবং পকেট থেকে নোট কিছু বের করে দেখালেন । এখন দেখা যাক, সেই ডিবেতে কি কি মুদ্রা ছিল ? পকেটে কি কি মোট ছিল ?

এখন বল -

- ডিবেতে ক'টা মুদ্রা ছিল ?
- কি কি মুদ্রা ছিল ?
- ক'টা এক টাকার মুদ্রা ছিল ?
- প্রত্যেক মুদ্রা ক'টা করে আছে গুনে বল ।

● দাদু পকেট থেকে কিছু নোট বের করে দিলেন । এস, সেগুলো চিনবো ।

শিক্ষকদের জন্য সূচনা :- শিক্ষক মুদ্রা ও নোট এনে বাচ্চাদের চেনাবেন । একবার ৩/৪ টি মুদ্রা নোট নিয়ে সেগুলির পরিমান কত আলোচনা করবেন । যেমন ৩/৪ টা মুদ্রা বা নোটের মোট পরিমান ৫০টাকার থেকে বেশি না হয় সে কথা মনে রাখবেন ।

অভ্যাস কার্য্য

১. সমান পরিমানকে দাগ টেনে চেনাও ।

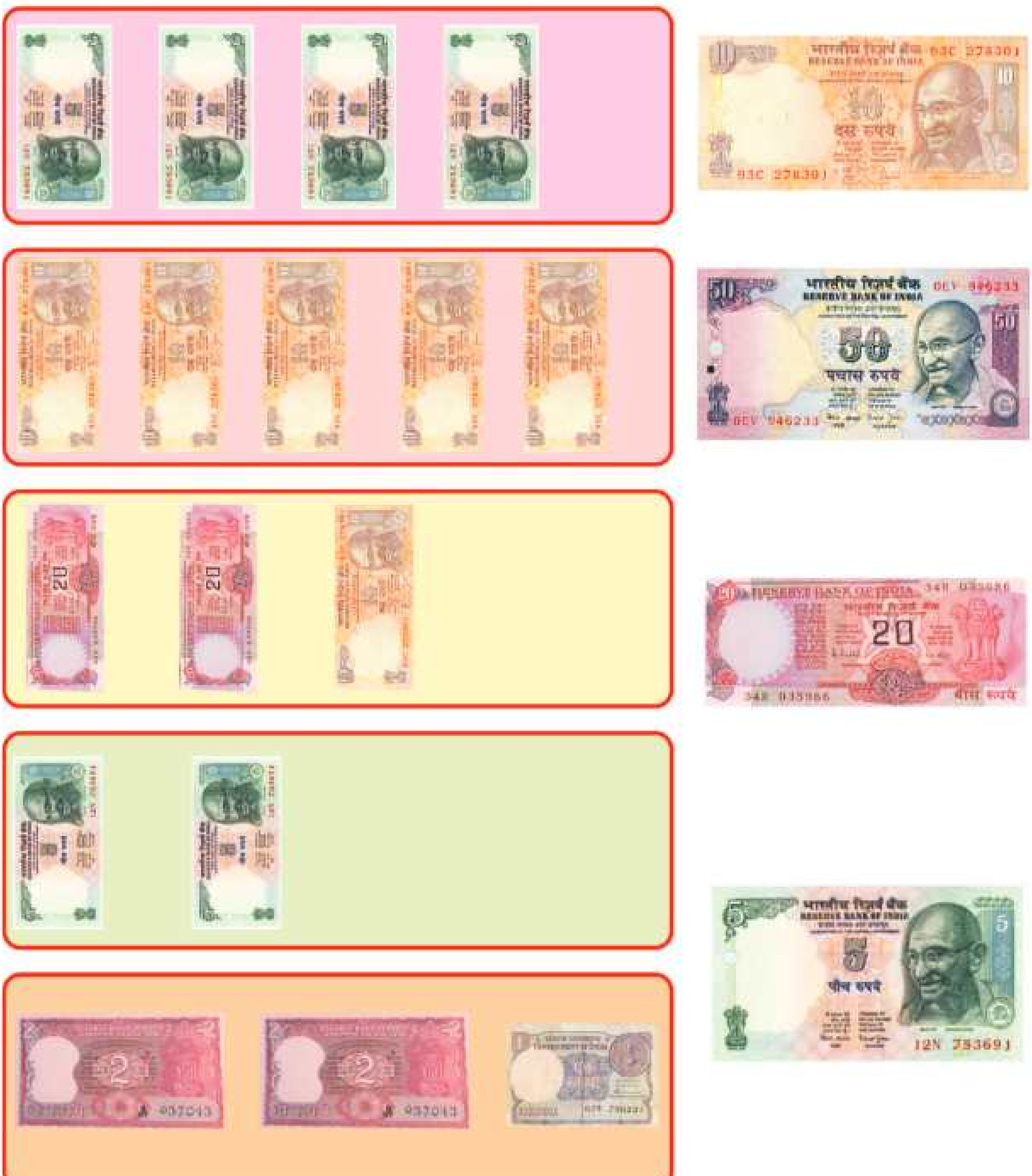

২. কুঠুরির মুদ্রা ও নোট গুলোর মূল্য খালি ঘরে লোখা ।

	৫ টাকা

৩. নিম্নে প্রদত্ত নোট দেখে খালিঘর পূরন কর ।

☐ টি =

☐ টি =

☐ টি =

৪. খালি ঘরে উত্তর লখো ।

ক) ১টাকায় কতটি ২৫পয়সার মুদ্রা হবে ? ☐

খ) ২টাকায় কতটি ৫০পয়সার মুদ্রা হবে ? ☐

গ) ২টাকায় কতটি ২টাকার মুদ্রা হবে ? ☐

ঘ) ২টাকায় কতটি ৫০পয়সার মুদ্রা হবে ? ☐

ঙ) ২টাকায় কতটি ২৫পয়সার মুদ্রা হবে ? ☐

চ) একটি ৫টাকার মুদ্রা দিলে ক' টি ১টাকার মুদ্রা পাব ? ☐

ছ) একটি ৫টাকার মুদ্রা দিলে ক' টি ৫০পয়সার মুদ্রা পাব ? ☐

৫. নোট ও মুদ্রা মিশে কত হবে লেখ ।

ক) = ৩০টাকা

খ) =...................টাকা

গ) =...................টাকা

ঘ) =...................টাকা

৬) মুদ্রার মূল্য মিশেয়ে মোট মূল্য লেখ ।

ক) ২০টাকা + ৫টাকা = ☐ টাকা

খ) ২০টাকা + ১০টাকা = ☐ টাকা

গ) ২০টাকা + ৫টাকা + ৫টাকা = ☐ টাকা

ঘ) ২০টাকা + ১০টাকা + ১০টাকা = ☐ টাকা

৭. মনে মনে হিসাব করে বল ও পরে ডানদিকের কুঠুরিতে উত্তর লেখ ।

ক) তুমি একটা বই কিনে দোকানীকে ২টি ১০টাকার নোট ও একটা ৫টাকার নোট দিলে । বইটির দাম কত ?

খ) একটা বিস্কুট প্যাকেটের দাম ২২টাকা । কুনা একটা বিস্কুট প্যাকেট কিনে দোকানীকে ৩০টাকা দিল । দোকানী ওকে কত টাকা ফেরাবে ?

গ) একটা মিঠাই-এর মূল্য ২টাকা । সীমা ২টি মিঠাই কিনে দোকানীকে ১০ টাকা দিল । দোকানী ওকে কত টাকা ফেরাবে ?

ঘ) গাপালর কাছে কিছু ৫টাকার মুদ্রা ও ১০টাকার নোট আছে । ৩৫টাকা মূল্যের একটা খেলনা কেনার জন্য ১০টাকা নোটের সঙ্গে ক টা ৫টাকার মূদ্রা দেবে ?

ঙ) সীতার কাছে ৬টি ২টাকার নোট ও ৫টি ৫টাকার নোট ছিল । তবে তার কাছে মোট কত টাকা ছিল ?

তোমার কাজ

এস, আমরা মূদ্রার ছাপ আঁকব ।

- বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা সংগ্রহ কর ।
- টেবিলের উপর মুদ্রা রেখে তার উপরে একটা পাতলা কাগজ রাখ ।
- একটা হাতে কাগজ ধরে, পেনসিলের পেছন দিকটা মুদ্রা উপর ধীরে ধীরে ঘষ ।
- তোমার পছন্দ মত মুদ্রা চিত্র পাবে ।

পাঠ-১৩

লম্বা কত জানবো

মিলি ও ঝিলি দুই বন্ধু । উভয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে । একবার দুজনে ব্লাকবোড় টি কত লম্বা নিজেদের বিঘত দিয়ে মাপলো । মিলি বললো, “আমাদের ব্লাকবোডটি ৭ বিঘত লম্বা । ঝিলি বললো, না-না ব্লাকবোডটি ৬ বিঘত লম্বা ” ।

- এখন তুমি ও তোমার বন্ধু ব্লাকবোডটি লম্বা কত মাপ ।

তোমার মাপ = ☐ বিঘত সমান ।

বন্ধুর মাপ = ☐ বিঘত সমান ।

তোমাদের দুজনের মাপ সমান হোল কি ? ____________

- তোমার অংক খাতার দুই পাশ দেস্লাই কাঠি দিয়ে মাপ ও লেখ ।

খাতার লম্বা.............টি দেস্লাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান ।

খাতার প্রস্থ.............টি দেস্লাই কাঠির প্রস্থর সঙ্গে সমান ।

- টেবিলের উভয় পাস ডাস্টার দিয়ে মাপ ও লেখ ।

টেবিলের দৈর্ঘ্য.......টি ডাস্টারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান ।

টেবিলের প্রস্থ......টি ডাস্টারের প্রস্থের সঙ্গে সমান ।

শিক্ষকদের জন্য সূচনা : দেস্লাই কাঠি, বুলবাড়ি, বিঘত, হাত ও পায়ে বিভিন্ন দূরত্ব মাপার জন্য সুযোগ সুবিধা করা হবে । বাচ্চারা দল বেধেঁ এই কাজ করবে । দলের প্রত্যেক ছেলে একটা নির্দিষ্ট দৈঘ্যকে হাত, পা দিয়ে মাপবে । প্রত্যেকের উত্তর কেন আলাদা হল আলোচনা কর ।

এসো, আমরা আমাদের উচ্চতা মাপবো ।

- শ্রেণীর দেওয়ালে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় চিহ্ন দাও ।
- একজন একজন করে বাচ্চা দেওয়ালের সমানে দাড়াও ।
- কোন বাচ্চা নির্দিষ্ট চিহ্নর থেকে উচ্চতায় লম্বা ও কার উচ্চতা কম তাদের নাম নীচের সারনীতে লেখ ।

নির্দিষ্ট চিহ্নর সঙ্গে সমান	তার থেকে বেশী	তার থেকে কম

তোমার কাজ

- তোমার ঘরের লম্বা ও চওড়া হাত ও বিঘত দিয়ে মাপ ।
- তোমার শ্রেণী কক্ষের লম্বা ও চওড়া হাত ও বিঘত দিয়ে মাপ ।
- তোমার ঘর ও শ্রেণী কক্ষের মধ্যে কার লম্বা বেশী ।
- তোমার ঘর ও শ্রেণী কক্ষের মধ্যে কার চওড়া বেশী ।

অভ্যাস কার্য

দেশলাই কাঠি দিয়ে নীচের দেওয়া দ্রব্য সামগ্রীর লম্বা কত নির্ণয় কর ।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	মাপ
১	গণিত বইয়ের দৈর্ঘ্য	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
২	গণিত বইয়ের প্রস্থ	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
৩	খাতার দৈর্ঘ্য	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
৪	খাতার প্রস্থ	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
৫	পেনসিলের দৈর্ঘ্য	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
৬	ড্রইং খাতার দৈর্ঘ্য	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
৭	ড্রইং খাতার প্রস্থ	.....টি দেশলাই কাঠির লম্বার সঙ্গে সমান

২. চিত্র দেখে বল ও লেখ ।

(ক) 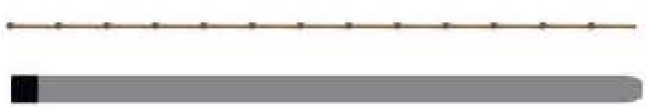

পেনসিলের লম্বা = ☐ টি দেশলাই কাঠির লম্বা ।

(খ) 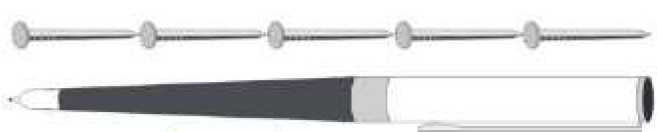

কলমের লম্বা = ☐ টি পেরেকের লম্বা ।

(গ) 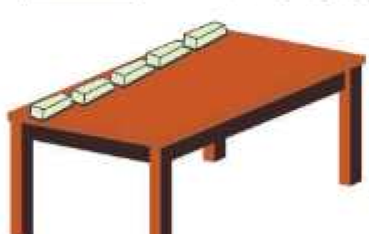

টেবিলের লম্বা = ☐ টি ডাস্টারের লম্বা ।

৩. একটা রুল দিয়ে মেপে অনুমান করে লেখ ও পরে লেখ।

কার মাপ	অনুমান করে মাপ	প্রকৃত মাপ
ব্লাকবোডের লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা
ব্লাকবোডের চওড়া	.....টি রুলের সমান লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা
জানালার লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা
জানালার চওড়া	.....টি রুলের সমান লম্বা	.....টি রুলের সমান লম্বা

৪. একহাত লম্বা সোজা লাঠি তৈরী করে অনুমান করে মেপে লেখ ।

কার মাপ	অনুমান করে মাপ	প্রকৃত মাপ
দরজার চৌকাঠের লম্বা	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
দরজার চৌকাঠের চওড়া	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
বারাণ্ডার লম্বা	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
বারাণ্ডার চওড়া	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
শ্রেণীর ঘরের লম্বা	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান
শ্রেণীর ঘরের চওড়া	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান	.....টি লাঠির লম্বার সঙ্গে সমান

পাঠ- ১৪

কে ভারী কে হালকা

ওঠা নামা খেলা :

বাঁদর, ছাগল ও বিড়ালের মধ্যে ওঠা নামার খেলা হচ্ছে ।

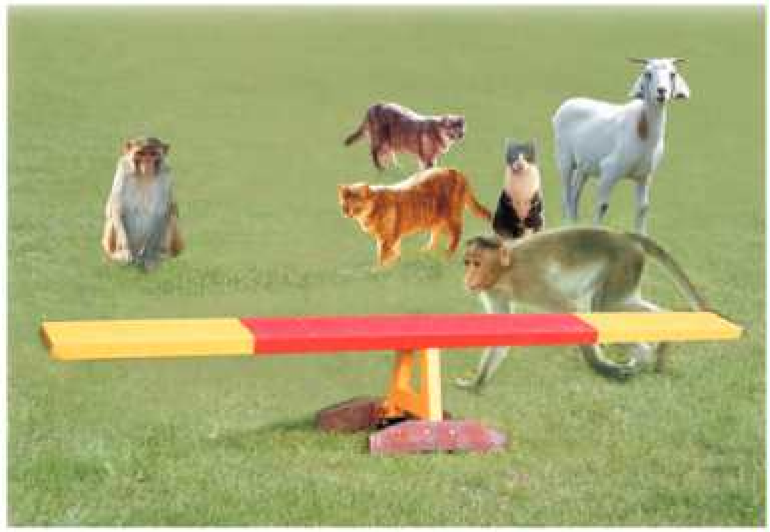

বাঁদরটি দৌড়ে এসে একপাশে বসে পড়ল ।
বসার দিকটা তলায় নেমে এলো ।
একথা শুনে বিড়ালেরা দৌড়াল । অন্যদের ডেকে বলল, ‘কে আমাকে উপরে তুলতে পারবে ?

প্রথমে একটা বেড়াল গিয়ে অন্যদিকে বসল । কিন্তু ওঠা নামা খেলার পাটটা সমান হল না। বাঁদর বসার দিকটা তলায় নেমে গেল ।

এখন বল ।
বাঁদর বসে থাকা দিকটি কেন তলায় নেমে এল ।

আবার অন্য দুটো বিড়াল এসে পাটার অন্য দিকে বসে পড়ল ।

এবার বাঁদর বসার দিক ও বিড়াল বসার দিক মাটি থেকে সমান উচ্চতায় রইল ।

পাটার একদিকে বাঁদর ও অন্য দিকে তিনটি বিড়াল বসাতে পাটাটি জমি থেকে সমান উচ্চতায় রইল কেন ?

এর পর ছাগল এসে বসল ওর বসার দিকটা তলায় নেমে গেল । বাঁদর হঠাৎ বলে উঠল, 'ওহে ছাগল ভাই, তুমিই জিতলে'।

এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ ।

ক) বাঁদর ও ছাগলের মধ্যে কার ওজন বেশী ?

খ) বাঁদর ও বিড়ালের মধ্যে কার ওজন বেশী ?

গ) বিড়াল ও ছাগলের মধ্যে কার ওজন বেশী ?

ঘ) বাঁদরের ওজন ক'টা বিড়ালর ওজনের সহ সমান ?

ঙ) ছাগল, বিড়াল ও বাঁদরের মধ্যে কার ওজন বেশী ?

চ) তিনটি বিড়ালের ওজন ছাগলের ওজন থেকে বেশী কী ?

ছোটু মোটুর ঝগড়া :

ছোটু মোটু রাস্তায় যাচ্ছিল । যেতে যেতে রাস্তায় একটা বস্তা দেখতে পেল । বস্তার ভেতর ছিল কতগুলি মূলো । দুজনের মধ্যে বেঁধে গেল ঝগড়া ।

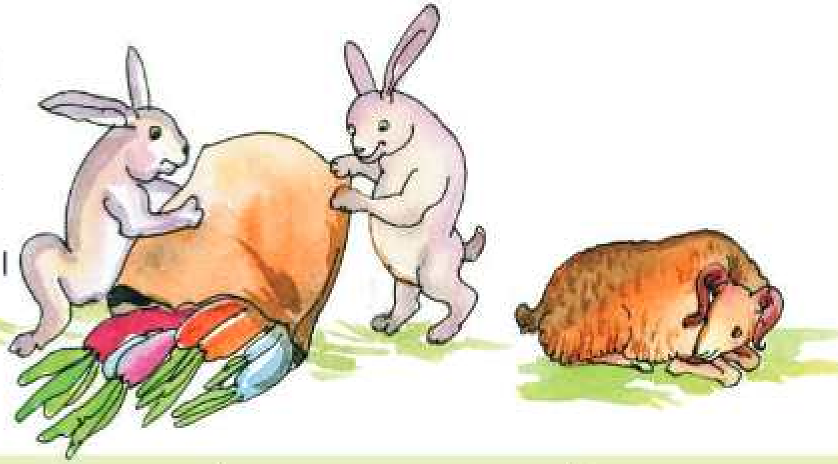

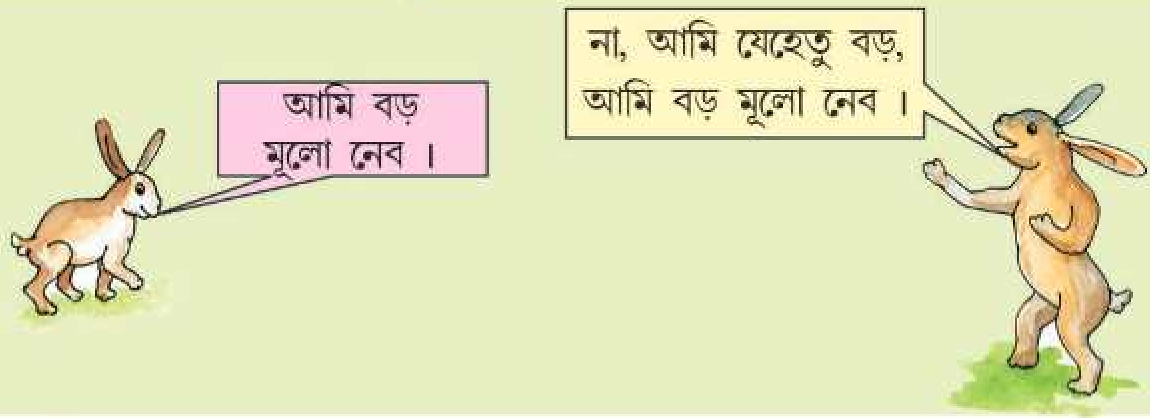

দুজনের মধ্যে মুলোকে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে ।
কতগুলি বড় মূলো আছে, কতগুলি ছোট মূলা আছে । আমরা কি করব ?

দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করার জন্যে ভেড়া একটা জিনিস আনল ।

ভেড়া কি আনল তুমি বলতে পার কি ?
ভেড়া একটা তুলাযন্ত্র এনেছিল ।
ডানদিকে বাক্সের মধ্যে একটা নিক্তির ছবি আঁকো ।

- নীচের ছবি দেখে যার ওজন বেশী তার গায়ে রং দাও ।

ক) 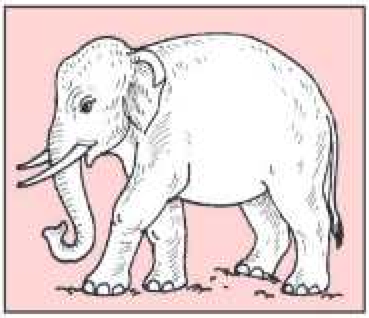 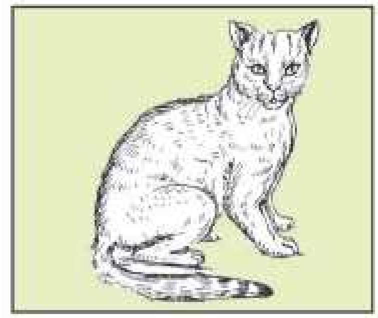

খ) 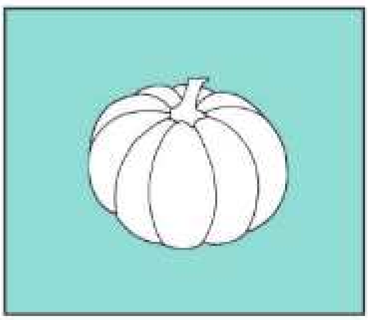 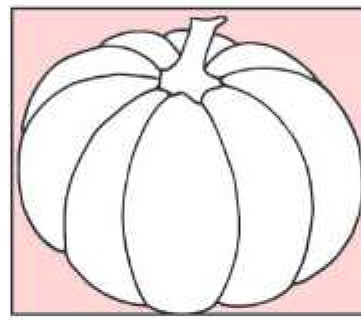

গ) 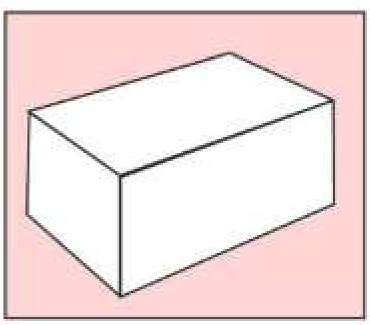 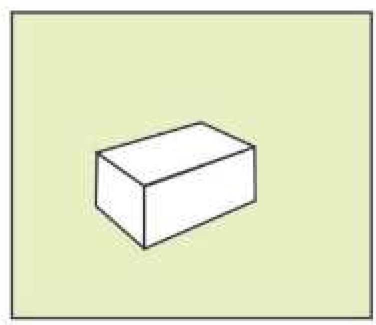

ঘ) 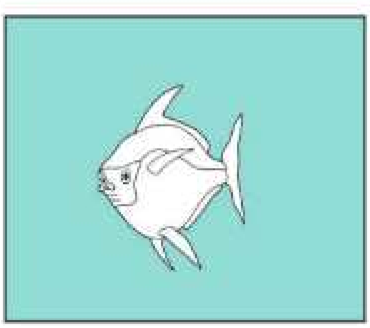 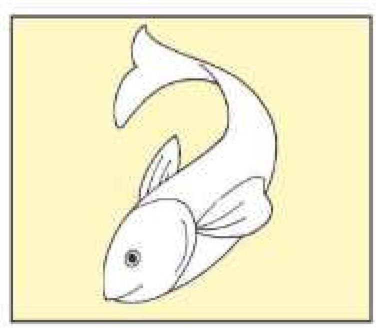

তুমি ঘরের পাশের দোকানে গিয়েছ । দোকানীক নিক্তিতে জিনিস ওজন করতে নিশ্চয় দেখেছ ।

দোকানী নিক্তিতে কি কি জিনিস ওজন করে লেখো ।

....

....

....

....

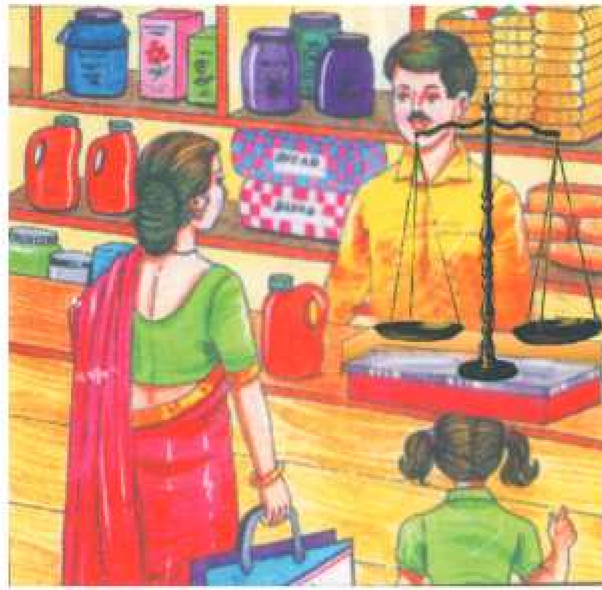

অঙ্কিত চিত্রটি দেখ । এটি একটি দাঁড়িপাল্লার ছবি । এর দুটি পাল্লা আছে । ডানদিকের পাল্লায় একটি ক্রিকেট ব্যাট আছে । বামদিকের পাল্লায় একটি ক্রিকেট বল আছে ।

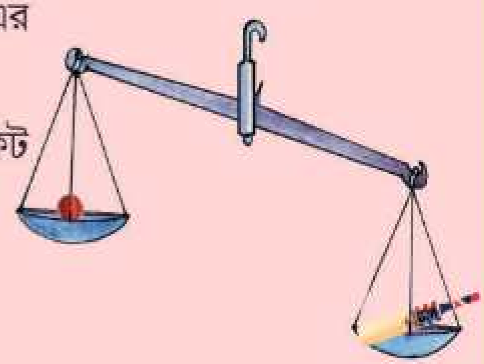

- দাঁড়িপাল্লায় কোন দিকের পাল্লা নীচে আছে ?
- ক্রিকেট ব্যাট ও ক্রিকেট বলের মধ্যে কার ওজন বেশী ?

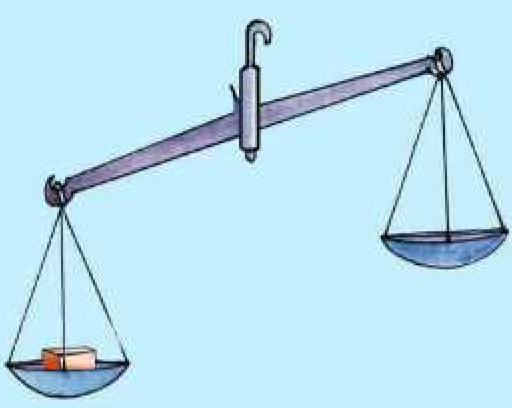

- তোমার বিদ্যালয়ের দাঁড়িপাল্লাটি নাও ।
- দাঁড়িপাল্লার বাম দিকের পাল্লায় একটি করে ইট রাখ ।
- তুমি দেখ যে, দাঁড়িপাল্লায় বামদিকের পাল্লা নেমে গেছে ।
- কয়েকটি নুড়ি ডানদিকের পাল্লায় রাখ । যেন ইটের ওজনের সঙ্গে ওদের ওজন সমান হয়।
- ডানদিকর পাল্লায় কটা নুড়ি রাখলে গুনে লেখ ।

অভ্যাস কার্য্য

১.

ক) এদের মধ্যে কে নদী পেরোতে পারবে ? ....

খ) কার ওজন বেশী ? ....

গ) কার ওজন কম ? ....

২.

ক) এ দুটির মধ্যে তুমি কাকে উঠাতে পারবে ? ....

খ) কোনটিকে উঠতে পারবে না ? ....

গ) কার ওজন বেশী ? ....

ঘ) কেন উঠাতে পারবে না বল ।

৩. কোন পশু কোন জিনিস বইতে পারে ? দাগ টেনে জোড় ।

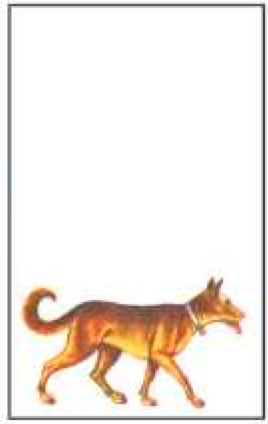

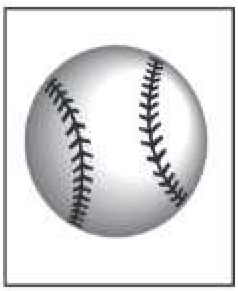 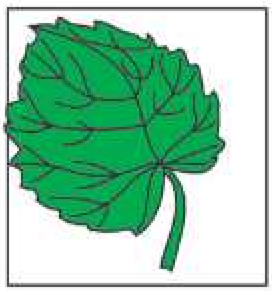

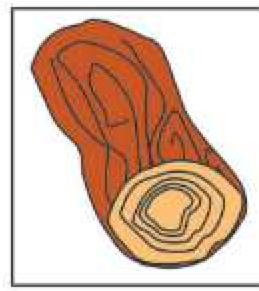

৪. দাঁড়িপাল্লার একদিকের পাল্লায় একবার করে ডাস্টার, কলম, পেন্সিল, চক রেখে অন্যদিকে তেঁতুলের বীজ ফেল । কটা তেঁতুলের বীজ ফেললে দাঁড়িপাল্লার দুটো পাল্লা সমান উচ্চতায় থাকবে গুনে লেখো ।

জিনিসের নাম	তেঁতুলের বীজের সংখ্যা
ডাস্টার	.......টি তেঁতুলের বীজ
কলম	.......টি তেঁতুলের বীজ
পেন্সিল	.......টি তেঁতুলের বীজ
চক	.......টি তেঁতুলের বীজ
অঙ্কখাতা	.......টি তেঁতুলের বীজ

পাঠ- ১৪

পাত্র নিয়ে জল মাপা

কাঠফাটা রোদ্দুরে সনাতন বাবু বাড়ি ফিরলেন । বাড়ী ফেরা মাত্র তাঁর মেয়ে রোজিকে বললেন, - 'মা রে এক গ্লাস খাবার জল আনতো । রোজি একটা ছোট গ্লাসে জল এনেদিল । গ্লাস দেখে সনাতন বাবু হেসে বললেন 'এতো কম জল যা আর একটু বেশী জল নিয়ে আয় ।

রোজি এবার একটা বড় গ্লাসে জল নিয়ে এল । সনাতন বাবু বললেন - 'তুই কি জানিস না, বড় পাত্রে বেশী জল ধরে ও ছোট পাত্রে কম জল ধরে । রোজি এখন ঠিক বুজতে পারলো ।

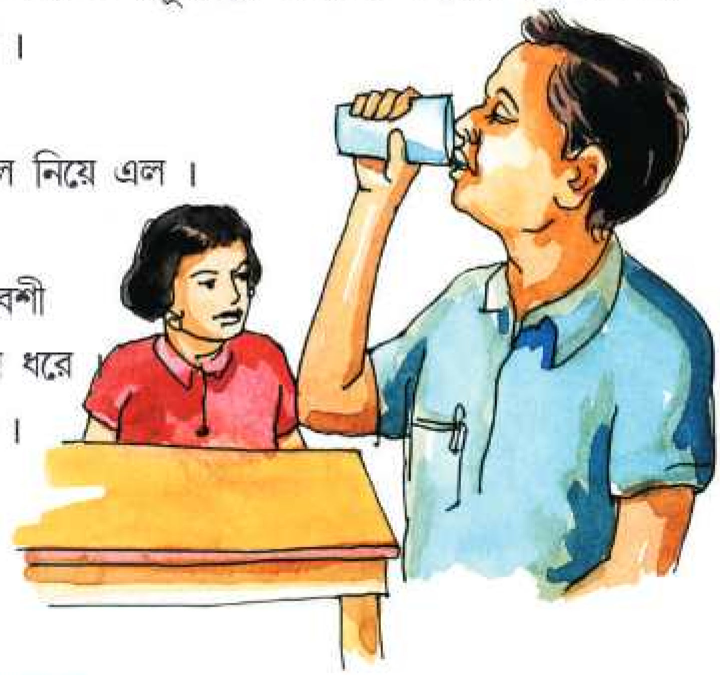

চিত্র দেখে বল :-

- কোন পাত্র খুব কম জল ধরবে ? ....
- কোন পাত্র অধিক জল ধরবে ? ....
- এদের মধ্যে কোন জলের পাত্রটি বড় ? ....

● এস পাত্রগুলো নিয়ে জল মেপে খেলবো । চিত্র অনুসারে, প্রথমে অনুমান করে ছোট পাত্র নিয়ে কত বার জল ঢাললে বড় পাত্র ভরতি হবে তা বলতে হবে ও পরে, পাত্রে মেপে খালি ঘরে লিখতে হবে ।

পাত্র	আনুমানিক মাপ	মাপ
(১)		
(২)		
(৩)		
(৪)		

● অর্চিতা, শেফালী ও সুরেশ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের বোতলে জল এনে সমান আকারের তিনটি গ্লাসে জল ঢালল । চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর দাও ।

- কোন গ্লাসে বেশী জল আছে ? ....
- কোন গ্লাসে কম জল আছে ? ....
- কোন বোতল খুব কম জল ধরে ? ....
- কোন বোতলে সব থেকে বেশী জল ধরে ? ....

- মুড়ি রাখার জন্য রিমাকে মা বললেন । রিমা গ্লাসে গ্লাসে করে বড় টিনে ১৫ গ্লাস ও ছোট টিনে ৮ গ্লাস মুড়ি ভর্তি করলো ।

উত্তর লেখ :

- ১ম টিনে রিমা কত গ্লাস মুড়ি ভর্তি করলো ? ....
- ২য় টিনে কত গ্লাস মুড়ি রইল ? ....
- কোন টিনে বেশী মুড়ি রইল ? ....
- আমরা আর কোন পাত্রে মুড়ি মাপতে পারবো ? ....

অভ্যাস কার্য্য

১. নীচে কয়েকটি জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে । তার উপরে কিছু চিত্র দেওয়া হয়েছে । কে কার ভিতরে থাকে দাগ টেনে দেখাও ।

তেল চিনি সবজি বই তরকারী

২. যে জিনিস ব্যবহার করলে মাপা শীঘ্র হবে, তার কাছে (✓) চিহ্ন দাও । যেটাতে করে মাপলে বেশী সময় লাগবে, তার কাছে (X) চিহ্ন দাও ।

(ক)

(খ)

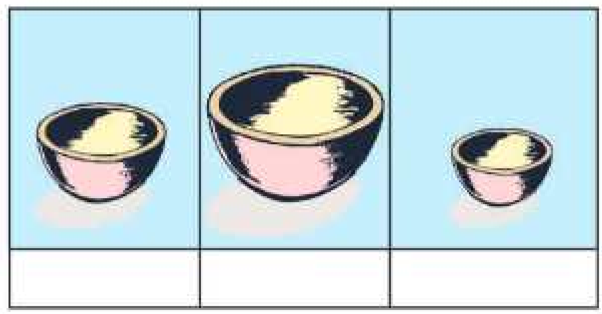

(গ)

৩. বিন্দুগুলো জুড়ে দাও ।

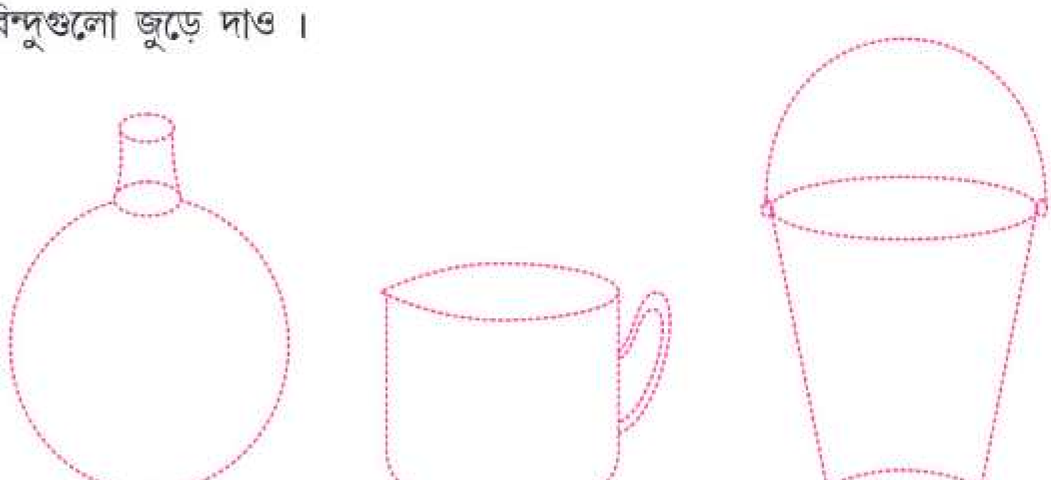

পাঠ- ১৪

বার মাসের নাম জানা

পুজার ছুটি হয়েছিল সোনালী ও শেখর বাবা মায়ের সঙ্গে মেলায় বেড়াতে বেরল । তারা রবিবার সকালে ভুবনেশ্বর রেল স্টেসন থেকে রেলগাড়ীতে চড়ল । রবিবার সারাদিন রেলগাড়ী চলল । কত কি জিনিস বিক্রি হয় । বাবা মাঝে মাঝে আইসক্রিম, ছোলাভাজা, বাদাম ভাজা ইত্যাদি কিনে দিলেন । ওরা গাড়িতে খুব মজা করল । সোমবার দিন

সন্ধ্যে বেলায় ওরা দিল্লী পৌছাল । সেখানে তারা মামার বাড়িতে রইল । তিনদিন ঘোরাঘুরি করে শুক্রবার দিল্লীর থেকে বেরিয়ে শনিবার বাড়ী পৌছল ।

এখন তুমি বল-

- সোনালী ও শেখর কোনদিন রেল গাড়ীতে চড়ল ?
- কোনদিন তারা দিল্লী পৌছল ?
- কোন কোন দিন তারা দিল্লীতে ঘোরাঘুরি করল ?
- কোন দিন তারা দিল্লী থেকে বেরোল ?
- কোন দিন বাড়ী পৌছল ?

এস খালি ঘরে সপ্তাহের বারগুলোর নাম ক্রমানুসারে লিখব ।

		মঙ্গলবার				

এস নীচের প্রশ্নগুলো লিখব ।

- মঙ্গলবারের পর কোন বার হয় ? ....
- মঙ্গলবারের আগের বারটার নাম কি ? ....
- রবিবারের পর কোন বার আসে ? ....
- বুধবার ও শুক্রবারের মাঝে কোনবার হয় ? ....
- সোমবার ও শুক্রবারের মাঝে কোন, কোন বার থাকে ? ....
- আগামীকাল কোনবার হবে ? ....
- গতকাল কোনবার ছিল ? ....

আমাদর শ্রেণীর রুটিন

দ্বিতীয় শ্রনী

দিন/পিরিয়ড	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬য়
সোমবার	ভাষা	গণিত	চিত্রাঙ্কন	পরিবেশ পাঠ	ভাষা	খেলা
মঙ্গলবার	ভাষা	গণিত	হস্তকর্ম	পরিবেশ পাঠ	ভাষা	খেলা
বুধবার	ভাষা	গণিত	হস্তকর্ম	পরিবেশ পাঠ	ভাষা	বাগানের কাজ
বৃহস্পতিবার	ভাষা	গণিত	চিত্রাঙ্কন	পরিবেশ পাঠ	গান ও নাচ	বাগানের কাজ
শুক্রবার	ভাষা	গণিত	গান ও নাচ	ভাষা	পরিবেশ পাঠ	খেলা
শনিবার	ড্রিল	গণিত	চিত্রাঙ্কন	ভাষা	মাটির কাজ	বাগানর কাজ

রুটিন দেখে নীচের উত্তর লেখ ।

পাঠ্য বিষয়	কোন কোন বারে পড়া হয় ?
চিত্রাঙ্কন	
বাগানের কাজ	
খেলা	
হস্তকর্ম	
গান ও নাচ	
গণিত	

- তোমার শ্রেণীর রুটিন সংগ্রহ কর । রুটিনে দেখে নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ।

ক) কোন কোন দিন রুটিনে খেলার পিরিয়ড আছে ? ....

খ) রটিনে নাচ ও গানের পিরিয়ড আছে কি ?

যদি থাকে কোন কোন দিন আছে ? ....

গ) রুটিনে কোন কোন দিন চিত্রাঙ্কন করতে বলা হয়েছে ? ....

বার মাসের কথা

বছরে বারো মাস । বার মাস নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল । তারা নিজের নিজের বিষয়ে বলছিল ।

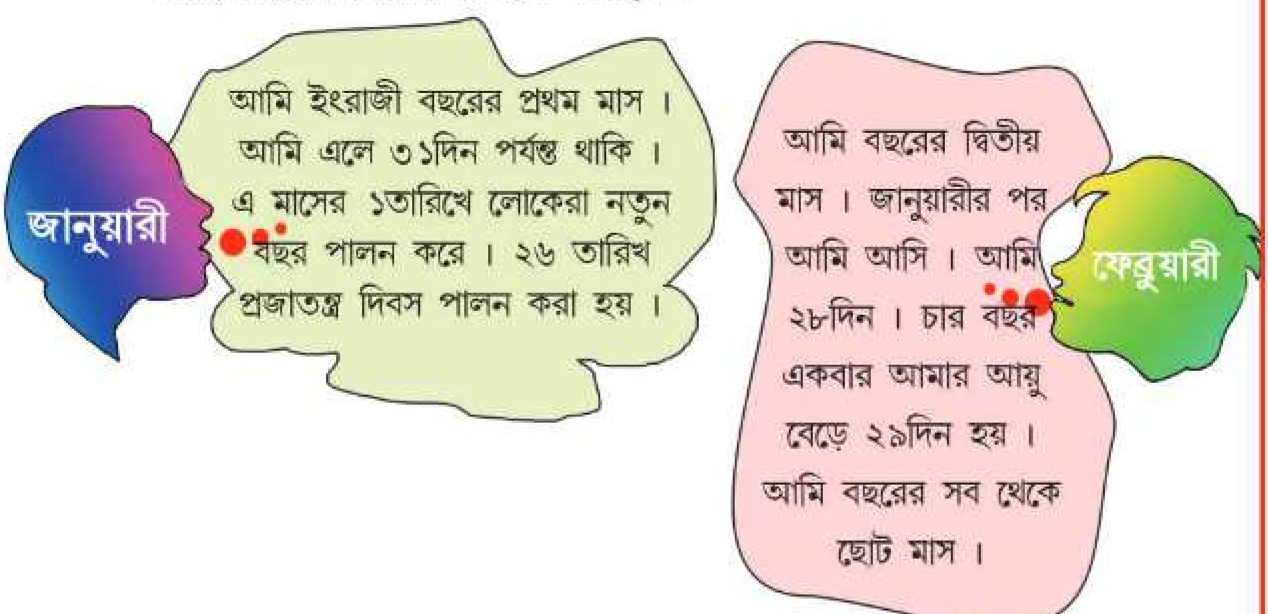

মাচ
জানুয়ারীর মতন আমি ও ৩১ দিনের মাস । আমি বছরের তৃতীয় মাস ।
মার্চ মাসের পর আমি আসি । আমি ৩০দিনের জন্য আসি । আমি এলে খুব রোদ হয় ।
এপ্রিল
মে
আমি বছরের পঞ্চম মাস । আমি ৩১দিন পর্যন্ত থাকি । এই সময় বিদ্যালয় গরমের ছুটির জন্য বন্ধ থাকে ।
আমি ৩০দিনের জন্য এসে থাকি । আমি বছরের ষষ্ট মাস । প্রচন্ড গরম নিয়ে আসি । সেজন্য মানুষের অনেক কষ্ট হয়, তা বুঝি । এই মাসে রজ পার্বন পালন হয় ।
জুন
জুলাই
বছরের সপ্তম মাস বলত আমাকে বোঝায় । আমি ৩১দিনের । আমি এলে বর্ষা আরম্ভ হয়।
আমিও জুলাই মাসের মত । ৩১দিনের । আমার নাম আগষ্ট । এই মাস স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ।
আগষ্ট
সেপ্টেম্বর
আমি ৩০দিনের মাস । এই মাস গুরু দিবস পালন করা হয় ।
আমি অক্টোবর । আমি বছরের দশম মাস । আমি ৩১দিনের জন্যে এসে থাকে ।
অক্টোবর
নভেম্বর
আমি ৩০দিনের মাস । এই মাসে শিশুদিবস পালন করা হয় ।
আমি বছরের শেষ মাস । আমি ৩১দিনের জন্য এসে থাকি । আমি বিদায় নিলে একটা বছর শেষ হয় ।
ডিসেম্বর

বছরের বারটা মাস কি কি ছিল তা জানলে । এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ।

ক) কোন মাসটি ইংরাজী বছরের প্রথম মাস ? ....

খ) কোন মাস ইংরাজী বছরের শষ মাস ? ....

গ) কোন কোন মাস ৩১ দিনের ? ....

ঘ) কোন কোন মাস ৩০ দিনের ? ....

• লিপি, হাসিনা ও জর্জ ওদের প্রিয় মাস সম্পর্কে কথা বলছিল ।

মে ও জুন মাস আমার প্রিয় মাস । এই সময় প্রচুর আম পাওয়া যায় ।

(লিপি)

আমার কিন্তু জুলাই ও আগষ্ট মাস বেশী ভাল লাগে । এই সময় বর্ষাতে গ্রামের রাস্তায় কাগজের নৌকা ভাসাই ।

(হাসিনা)

আমার ডিসেম্বর মাস সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে । বড়দিন আমি নতুন পোষাক পরি ।

(জর্জ)

• তোমাকে বারো মাসের কোন মাস সবচেয়ে ভালো লাগে । ______________

● নীচের ছবিতে প্রদর্শিত দৃশ্যগুলি কোন মাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ভাবছ লেখো ।

জান কি ?

আমরা অক্টোবর মাসের ২তারিখ কে গান্ধীজয়ন্তী বলে থাকি । এই দিন মহাত্মা গান্ধী জন্ম গ্রহন করেছিলেন ।

নভম্বর মাসের ১৪ তারিখ শিশু দিবস পালিত হয় । এই দিন জবাহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ।

আমরা জানুয়ারী মাসের ২৩তারিখ কে নেতাজী জয়ন্তী বলি । ওই দিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কটকে জন্মগ্রহন করছিলেন ।

এপ্রিল মাসের ১তারিখ উৎকল দিবস রূপে পালন করা হয় ।

- তোমার দশজন বন্ধুর নাম নীচের সারনীতে লেখো । ওদের কোন মাসে জন্ম সে কথা ওদের জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে লেখো ।

বন্ধুর নাম	জন্ম মাসের নাম

তোমার জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে লেখ ।

জন্ম মাস		জন্ম তারিখ	

ওড়িশা ও বাংলা মাসের কথা

আমরা ইংরাজী বারো মাসের নাম জেনেছি । তেমনি বাংলাতেও ও বার মাসের নামকরন করা হয়েছে । বছরের ছয় ঋতু ও বার মাসের নাম নীচে দাওয়া হয়েছে । সেগুলি লক্ষ্য কর ।

গ্রীষ্ম ঋতু		বর্ষা ঋতু		শরৎ ঋতু	
বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন

হেমন্ত ঋতু		শীত ঋতু		বসন্ত ঋতু	
কার্ত্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

- বার মাসের নাম ক্রমানুসারে লেখো ।

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

- ছয়টি ঋতুর মধ্যে কোন ঋতুটি তোমার সবথেকে বেশী ______ ভাল লাগে ? কেন ভাল লাগে ? ______

কম-বেশী দিনের অবধি

চারটি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একটা সপ্তাহে হয়েছিল । এর শুরু ও শেষদিন তলার সারণীতে দেওয়া হয়েছে । ওগুলি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ।

বিদ্যালয়ের নাম	শুরু হওয়ার দিন	শেষ হওয়ার দিন
বনমালীপুর উ: প্রা:	সোমবার	বৃহস্পতিবার
সোমনাথপুর উ: প্রা:	মঙ্গলবার	বুধবার
গোবিন্দপুর নাড়াল	বৃহস্পতিবার	শনিবার
কুসুপুর নোড়াল	সোমবার	শুক্রবার

এখন বল ও লেখো :

- কোন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২দিন হয়েছিল ? ....
- কোন বিদ্যালেয় সবচেয়ে বেশী দিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছিল ? ....
- কোন বিদ্যালয়ে সবচেয়ে কমদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছিল ? ....
- কান বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৩দিন হয়েছিল ? ....

অভ্যাস সূচী

১. মাসের নামের তলায় তার ক্রমিক নম্বর লেখ ।

জানুয়ারী	মার্চ	জুন	আগষ্ট	ফেব্রুয়ারী	অক্টোবর
	৩				

এপ্রিল	মে	ডিসেম্বর	নভেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুলাই

মনীষার এক সপ্তাহের কাজ-

সোমবার

মঙ্গলবার

বুধবার

বৃহস্পতিবার

শুক্রবার

শনিবার

রবিবার

মনিষা কোনদিন কোন কাজ করেছে লেখ ।

ক) সাইকেল চালাচ্ছে- ____________

ঘ) পাঠাগার যাচ্ছে- ____________

খ) খেলছে- ____________

ঙ) গলপের বই পড়ছে- ____________

গ) সাঁতার কাটছে- ____________

চ) ভোজ খাচ্ছে- ____________

নিম্নলিখিত উৎসবগুলি কোন মাসে পড়ে লেখ ।

বড়দিন- ....

স্বাধীনতা দিবস- ....

রজপর্ব- ....

সাধারনতন্ত্র দিবস- ....

শিশু দিবস- ....

গুরু দিবস- ....

গান্ধী জয়ন্তী- ....

উৎকল দিবস- ....

পাঠ- ১৭

সাজসজ্জা করা

সুনীতার জন্মদিন । বন্ধু বান্ধব মিলে ভোজ খেল । সবাই গল্পসল্প ও মজা করছিলো ঘর ফিরবার জন্যে মুনা মনেমনে রীনাদিদিকে খুঁজছিলো । ঠিক এইসময় রীনাদিদিকে দেখে 'রীনাদি' বলে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলো ।

মুনা বললো, ''দিদি, চল ঘরে যাব ।'' নীতা ঘুরে মুনাকে দেখে বল লো, কি হলো রে মুনা । আমি রীনাদি নই ।

নীতাকে দেখে মুনা ভোঁ করে কেঁদে ফেললো । রীনাদি কই ?

মুনার কান্না শুনে রীনা দৌড়ে এলো । মুনা নীতাকে ছেড়ে রীনাকে জড়িয়ে ধরলো । মুনা বললা 'দেখ দিদি, তোর মাথার বেণী- নীতাদির মাথার বেণী, তোর ফ্রক- নীতাদির ফ্রক একেবারে একরকম । তোর ফ্রকে মালা ঝুলছে, নীতাদির ফ্রকেও মালা ঝুলছে । তোর ফ্রকের ধারে ধারে চারকোনা চিত্র আছে । নীতাদির ফ্রকেও তাই।

তোর ফ্রকে হাঁসের চিত্র আছে, নিতাদিরও তা আছে । তোর ফ্রকের কোমরে চুমকি বসান হয়েছে, নীতাদিরও তাই ।

আমি নিতাদিকে তুই ভেবে পেছন থেকে ধরে ফেলেছি, কিন্তু দেখার সময় সে তুই না ।

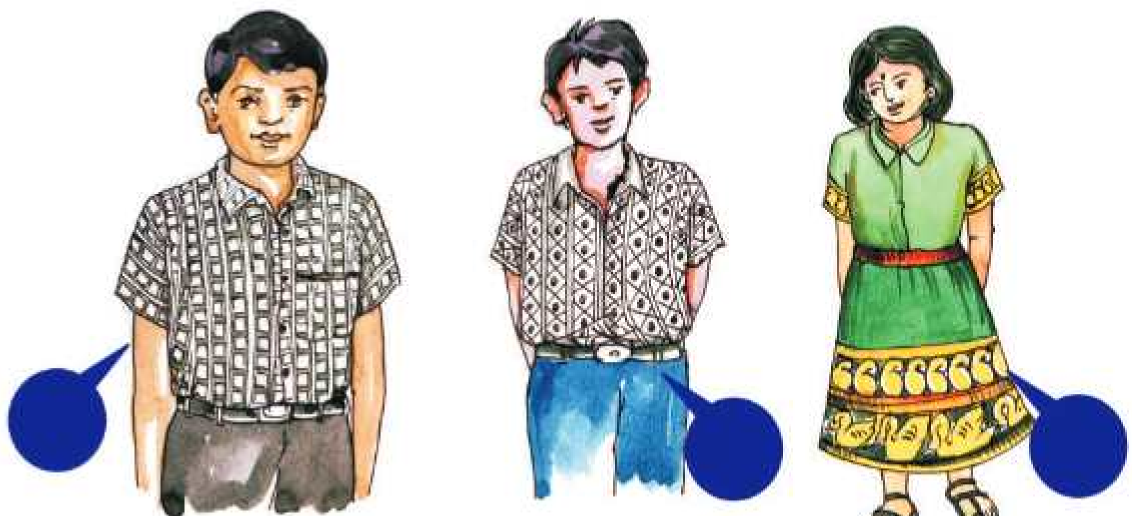

রীনা বললো সাবাস, তুই বেশ ভালো দেখতে পারিস-

- বল দেখি, আমার ফ্রকের কোন চিত্রগুলো সানুর সার্টে আছে ?

....

- আমার ফ্রকের কোন চিত্রগুলো দিপুর সার্টের চিত্রের সঙ্গে সমান ?

....

- আমার ফ্রকের কোন চিত্রগুলো সানিয়ার ফ্রকের চিত্রের সঙ্গে সমান ?

....

● সমান চিত্রগুলিতে এক প্রকার রং দাও ।

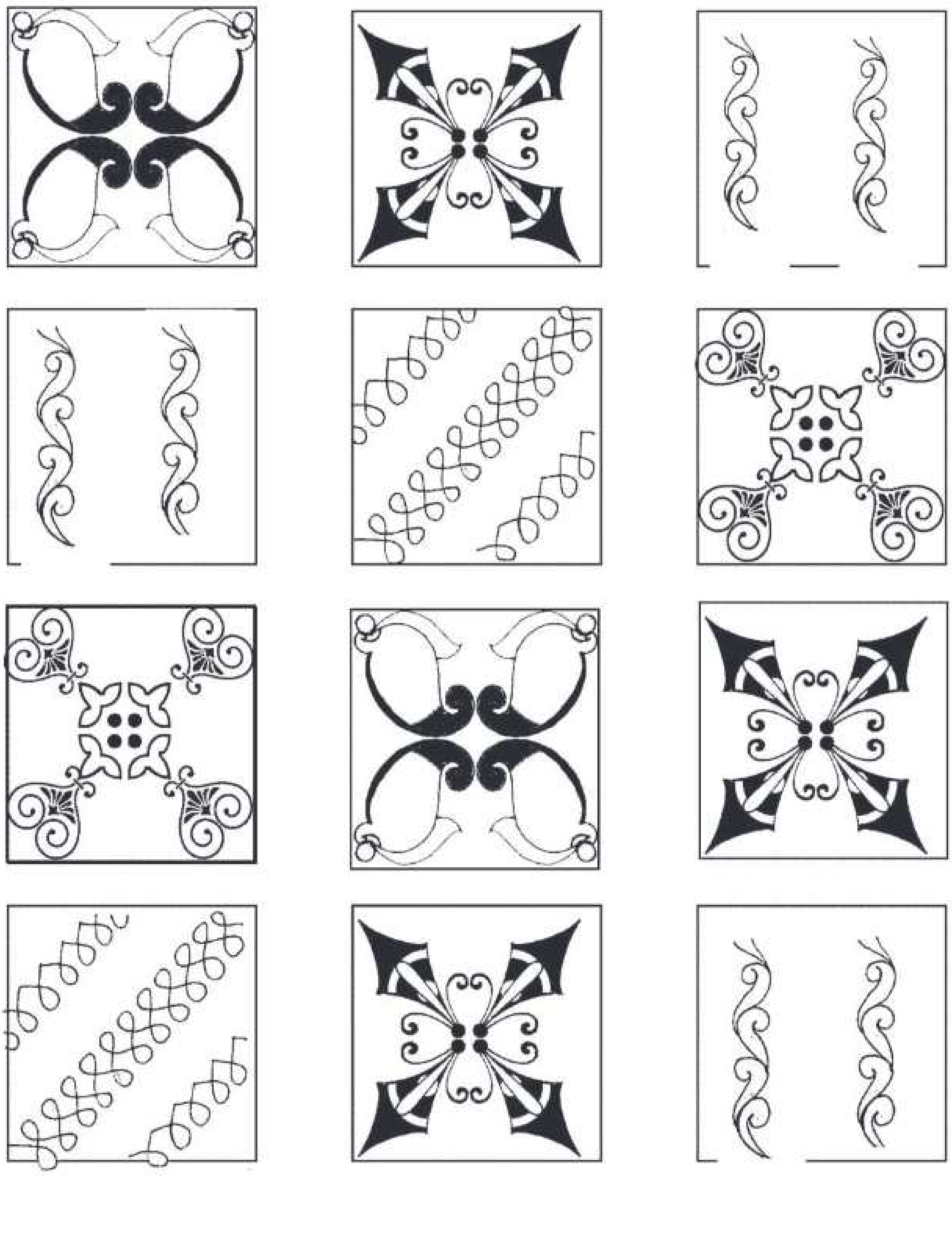

● এই আকৃতিটি যে চিত্রে নেই তার X চিহ্ন দাও ।

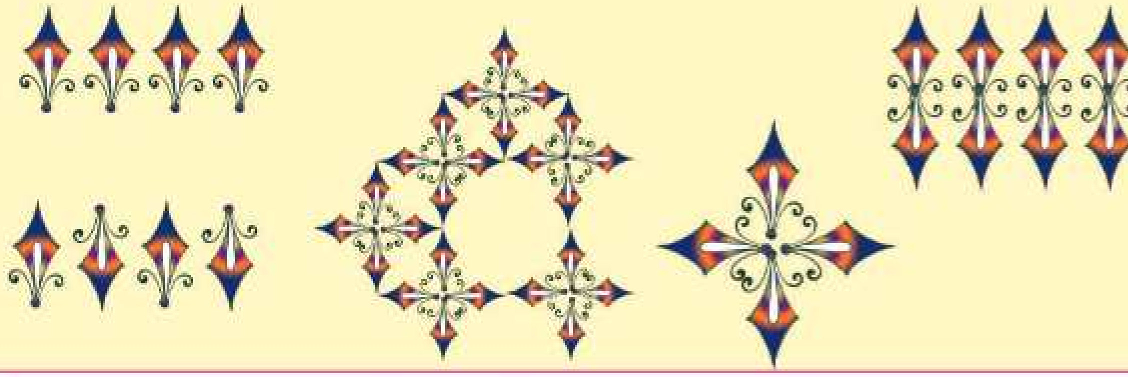

● পাতাগুলো দেখে ডানদিকের খালি জায়গায় দু টো চিত্র কর ।.

● তোমার ইচ্ছা অনুসারে পাতা নিয়ে নতুনভাবে মেজেতে সাজাও ।

নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতির বস্তুও চিত্রগুলিকে এক নির্দিষ্টক্রমে সাজালে এক মনোহর দৃশ্য হয় ।

অভ্যাস কার্য

১. চিত্র কর।

ক) 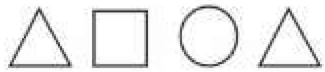

খ) 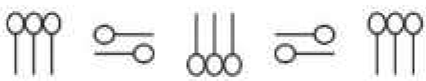

গ) 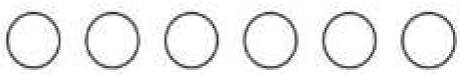

২. আলপনাটি সম্পূর্ণ কর ।

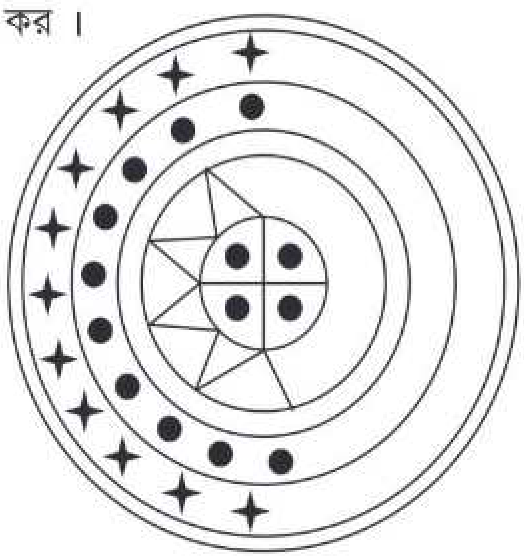

৩. চিত্র করার জন্যে কালুকে সাহায্য কর ।

ক) 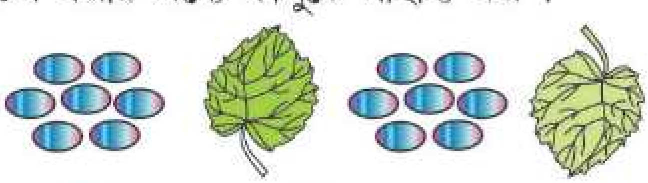

খ)

আঙ্গুলের ছাপ থেকে চিত্র ।

টেবিল থেকে কালির পেনটা এনে সুবোধ বাবার আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে কি কি চিত্র করেছে দেখ ।

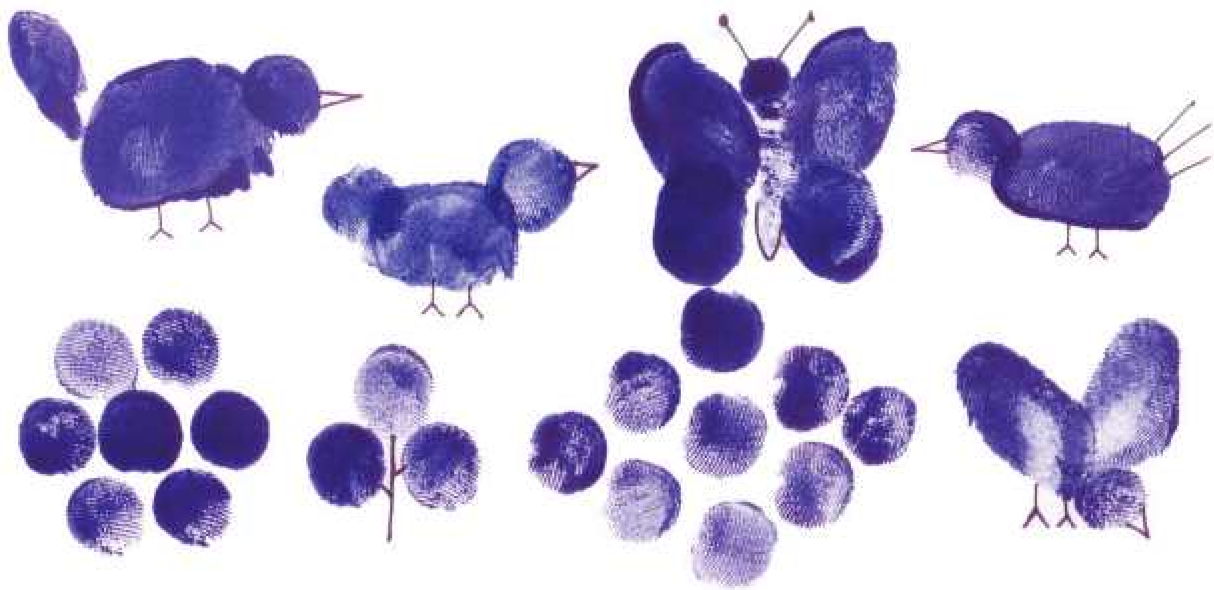

- আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে নিজের ইচ্ছামত যত পার চিত্র কর ।

- ঝড় বর্ষার পর শিলি বাগানের দিকে গেল । পাতাগুলো এখানে সেখানে গাদাগাদা পড়ে আছ । বালি মাটি, জল তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে । এক সঙ্গে পড়ে থাকা ৪, ৫টা পাতা উঠিয়ে দেখল । পাতাগুলিতে ছাপ পড়ে গেছে ।

বা:................ কি সুন্দর চিত্র ।
তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল । পাতাকে রঙে ডুবিয়ে পাতার ছাপ দিয়ে চিত্র করলে কেমন হয় ?
সে কি কি চিত্র করলে দেখ ।

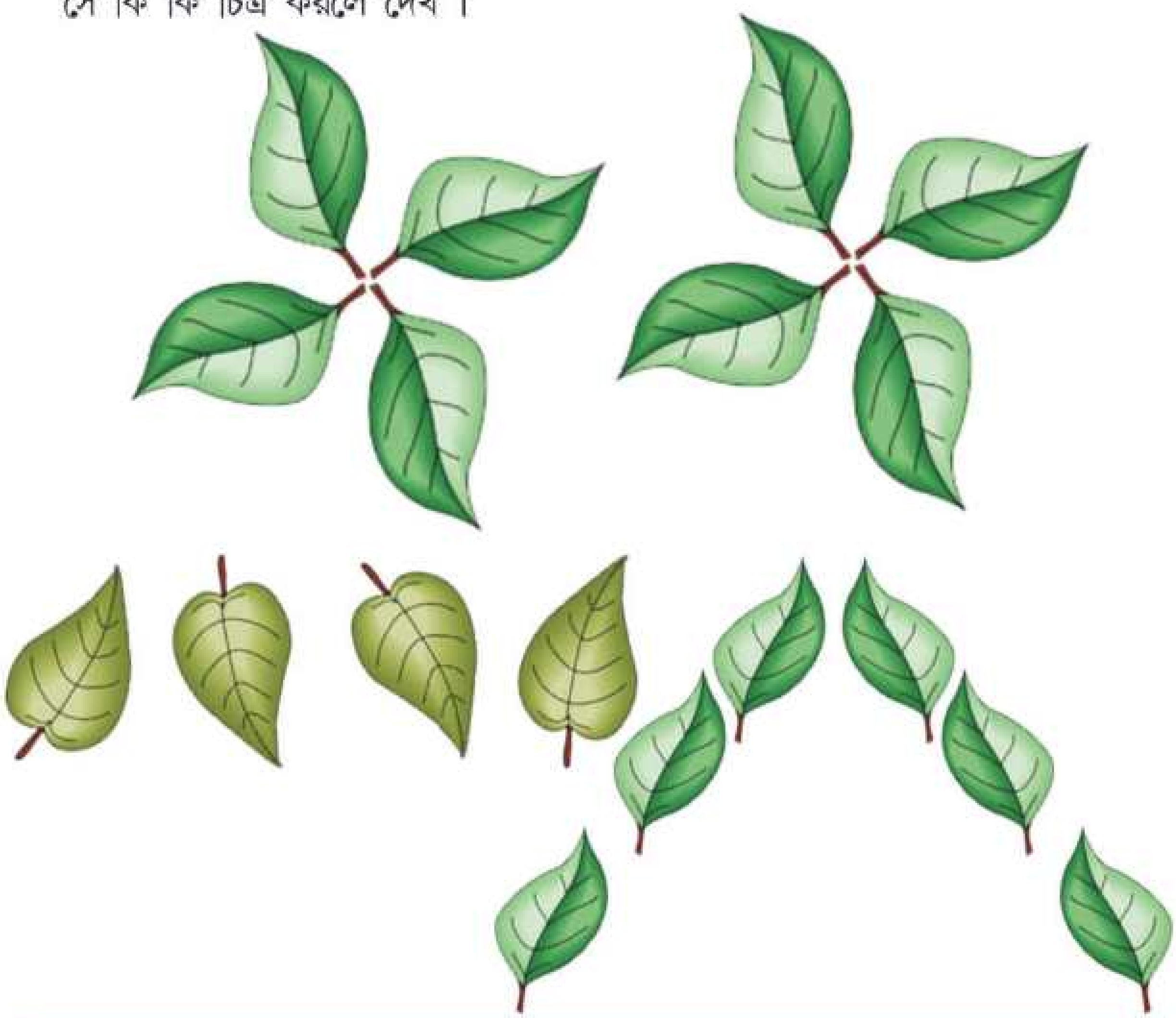

শিক্ষকদের জন্য সূচনা- বিভিন্ন প্রকার পাতা সংগ্রহ করে তাকে রঙে ডুবিয়ে যত্নের সহিত সাদা কাগজের পর, চাপ দিয়ে পাতার ছাপ তৈরী করবেন । বাইরের দিকে কলম বা রঙীন কলম দিয়ে দাগ টেনে ধার তৈরী করবেন ।

তুলসী ও নিম পাতার ছাপ দিয়ে চিত্র তৈরী কর ।

- এখন সে বিভিন্ন প্রকার সবজি কেটে রঙে ডুবিয়ে কি করল দেখ ।

কে

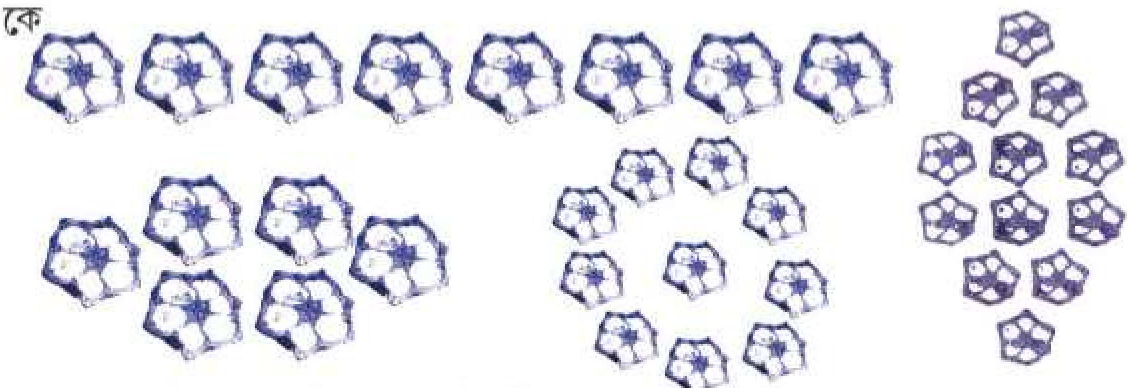

ঢেড়স কেটে রঙে ডুবিয়ে ছাপ তৈরী কর ।

খ)

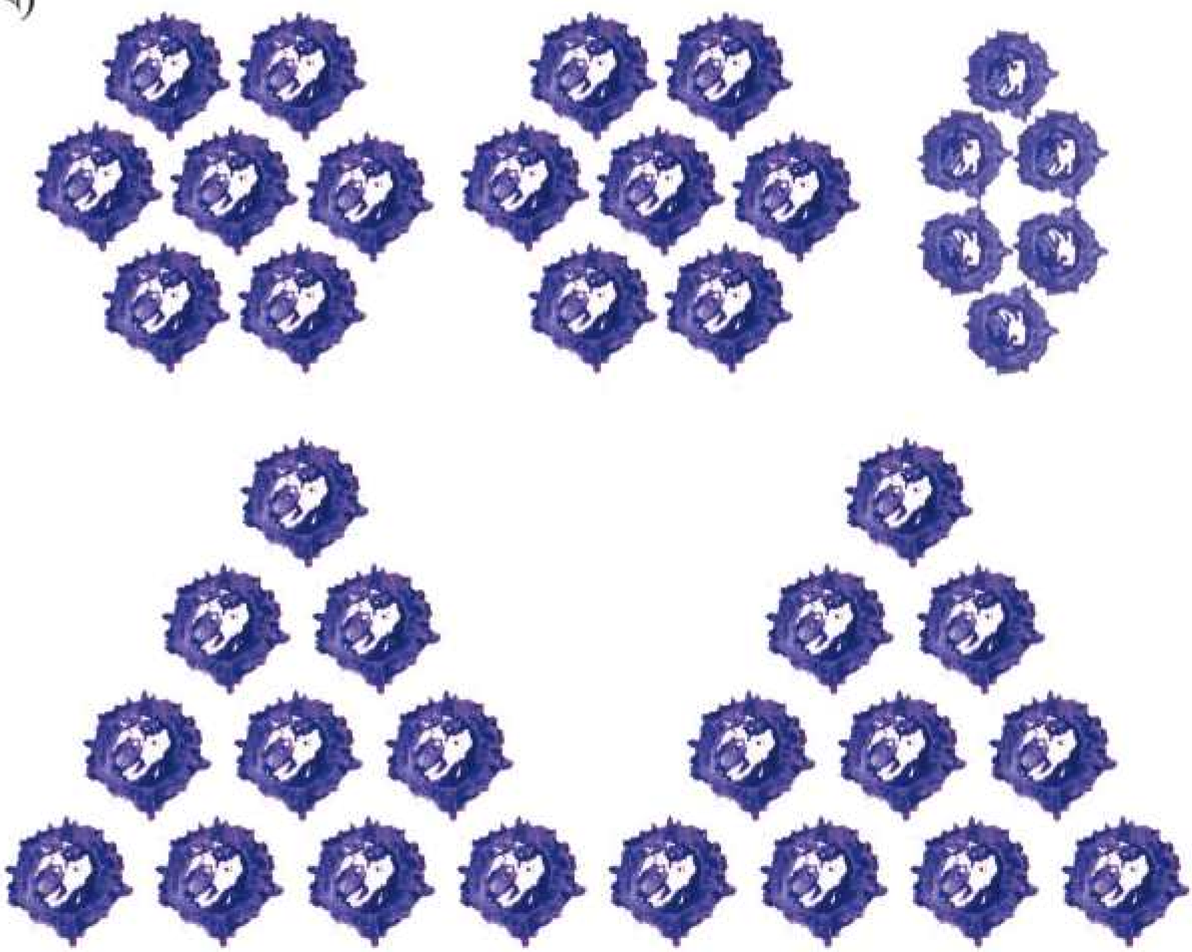

উচ্ছে কেটে রঙে ডুবিয়ে ছাপ তৈরী কর ।

বাক্সে খালিথাকা স্থান পূরণ কর ।

৩	১	২		৯	৫		৭	৬
৫		৯	১		৭		৪	২
৪		৭	২	৬	৩	৫		
৯			৭			২	৪	
	২	৪		১			৯	৩
	৩		৯	৪	২		৫	৭
	৪	৫	৬				৩	১
১	৭		৩	৫	৪	৯		৪
৮		৩	৪	২		৭		৫

২		১	৬	৩	৪
	৪	৬	২	৫	
১	২	৫		৬	
৪	৬	৩	৫		২
	১	৪		২	৬
৬	৩	২	১		৫

১		৬	৩	২	৫
২	৫		১		৬
৬			৫	৩	
৫		৪	২	৬	
৩	৬	১			২
		৫	৬	১	

প্রথম চিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় চিত্র মিলিয়ে খালি স্থান পূরণ কর ।

চিত্র নং-১

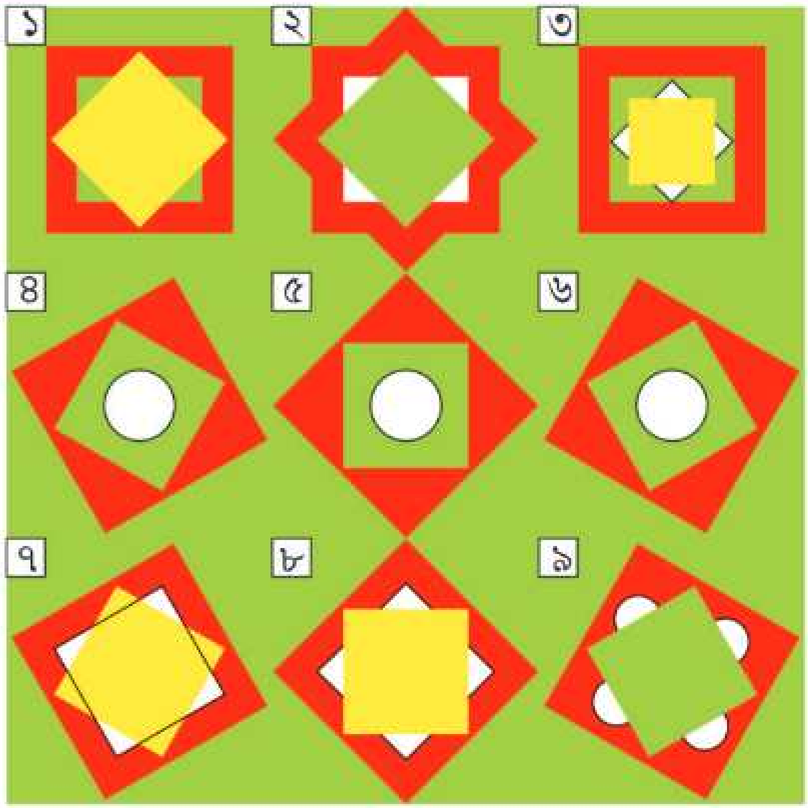

চিত্র নং-২

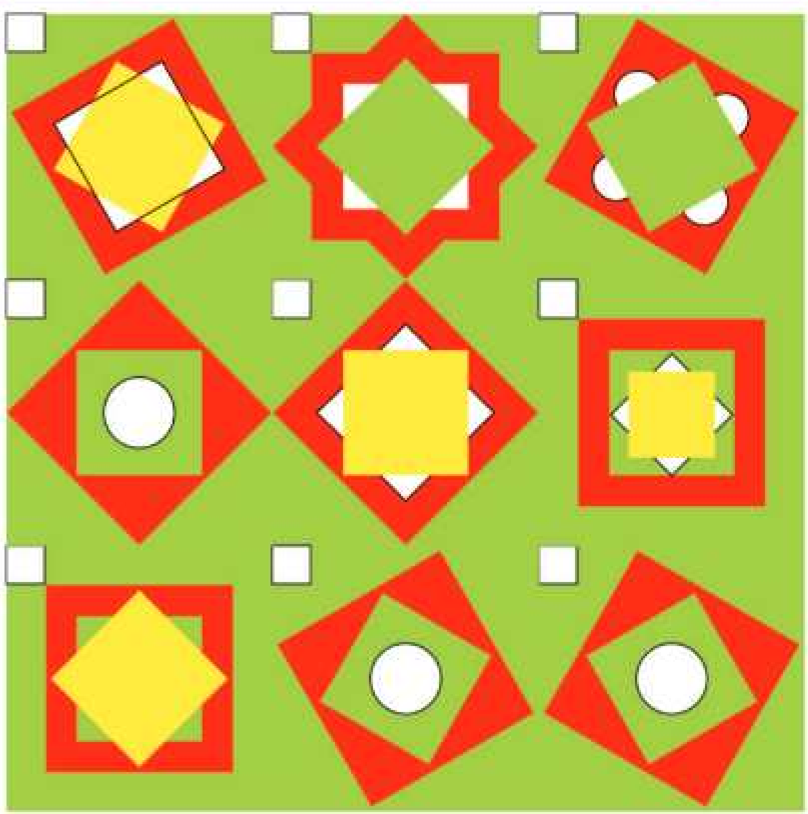

সমবেত সংগীত

তুমিমা! জন্মভূমি পবিত্র ভারত ভূমি
তোর সন্তান আমরা হই সবে
তোর শ্রীচরন সেবায় তোরে মন প্রান দিব
গাইব তোর গান আনন্দ-রবে;
তোর আনন্দে হব সুখী
কাঁদিব দুঃখে তোর হয়ে দুঃখী ।
ধন্য মহিমা তোর নাহি সমতুল্য তোর
মস্তকে হিমালয় পর্বত বর;
দুই পার্শ্বে জলধি, ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নদী
চরণ বিরাজিত মহাসাগর;
বিন্ধ্য গিরিবর কটিতে;
গঙ্গা আদি কত নদী শোভে শরীরে ।
জন্মিলে তোর কোলে কত সুর বীর নরে
রামচন্দ্র ভীস্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন,
মহাকবি বেদব্যাস বাল্মীকি কালিদাস

গাইল পবিত্র কণ্ঠে তোর কত গান;
চৈতন্যাদি মহাতমা গনে ।
প্রচাবিলে বিভুনাম আনন্দমনে ।
কত কত পুন্যবতী কত পতিব্রতা সতী
কত বীরনারী কত বীরজননী
সকলে তোর দুহিতা পদ্মিনী সাবিত্রী সীতা
দুর্গাবতী আদি কত বীররমনী;
নমিমা ভকতি ভরে
অধম অক্ষম সুত তোর চরণে ।

- মধুসূদন রাও